অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস দেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ষট্‌ত্রিংশতম খণ্ড)

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৮৫
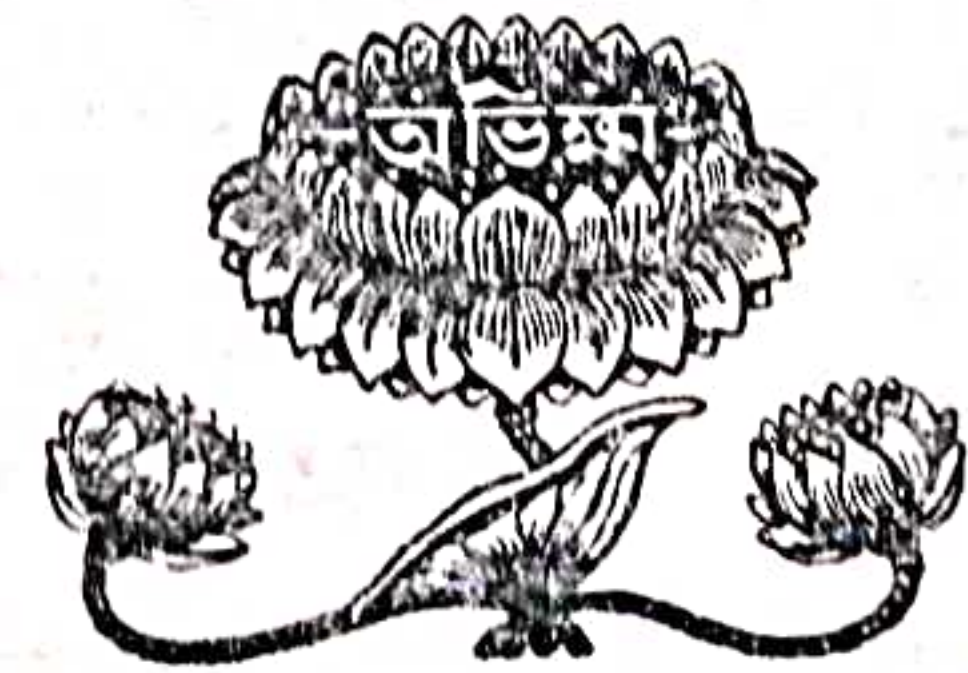
—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—

—ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ—

অযাচক আশ্রম

ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী—১

ধর্ম্মার্থ শুল্ক ১'৫০ টাকা] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

মুদ্রণ-সংখ্যা ৫০০ (পাঁচ শত)
প্রকাশক—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
[1978]

পুস্তকসমূহের প্রাপ্তিস্থানঃ—

অযাচক আশ্রম
ডি৪৬/১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১
(উত্তর প্রদেশ)

কলিকাতার নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ঃ—

১। গুরুধাম, পি ২৩৮, সি, আই, টি, রোড, কাঁকুড়গাছি, কলিকাতা—৭০০০৫৪
২। মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩।
৩। দক্ষিণেশ্বর বুকষ্টল, (কালীবাড়ী ভিতর-প্রাঙ্গণে) কালীবাড়ী, দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৩৫
৪। সর্ব্বোদয় বুকষ্টল, হাওড়া ষ্টেশন, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

প্রিণ্টার :—শ্রীস্নেহময় ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
ডি ৪৬।১৯বি, স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-২২১০০১

ষট্‌ত্রিংশতম খণ্ডের নিবেদন

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সম-সাময়িক পত্রাবলি, যাহা ১৩৬৫ সাল হইতে ১৩৮৪ সালের "প্রতিধ্বনি"তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই সঙ্গে সঙ্গে পৃথক্ পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা তাহার ষট্‌ত্রিংশতম খণ্ড। কাজের প্রয়োজনে একই পত্রের বহু অনুলিপি করিবার শ্রম বাঁচাইবার জন্য এই সকল পত্র "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশিত হইয়াছিল। "প্রতিধ্বনি"তে প্রকাশের পর দেখা গেল যে,

(ক) সাময়িক-পত্রের সাময়িক প্রচারের ব্যবস্থাটুকু ছাড়াও পুস্তকের মধ্য দিয়া পত্রগুলির স্থায়ী প্রচারের একটা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন,

এবং

(খ) সমসমকালে "প্রতিধ্বনি"র যাঁহারা গ্রাহক হইতে পারেন নাই, ইচ্ছা করিলে সেই জনসাধারণ যাহাতে পাঠের জন্য পত্রগুলি ভবিষ্যতে হাতের কাছে পাইতে পারেন, তজ্জন্য—

পত্রগুলি পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশ আবশ্যক। সেই কারণেই "ধৃতং প্রেম্না" পৃথক্ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ড হইতে চতুস্ত্রিংশতম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশের দ্বারা আমরা সুস্পষ্ট অনুভব করিতেছি যে, এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর আছে। কেহ কেহ পত্র দ্বারা জানাইয়াছেন,—

"ধৃতং প্রেম্নার পত্রগুলি পাঠ করিয়া আমরা অশেষরূপে উপকৃত বোধ করিতেছি।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও আমি পত্রলেখক অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের সহিত চাক্ষুষ ভাবে বা পত্রযোগে পরিচিত নহি, তথাপি, এই সকল পত্রের অনেকগুলিই পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে, ঠিক আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই সকল মূল্যবান্ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"যদিও পত্রগুলি অন্য কোনও ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করিয়া লিখিত ও প্রেরিত হইয়াছে, তথাপি আমি ইহার ভিতর হইতে আমার জীবনের অতীব জটিল সমস্যা-সমূহের সমাধান পাইয়া বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হইয়াছি যে, এই ভাবেই শ্রীভগবান্ দিব্য পুরুষদের দ্বারা আপামর জনসাধারণকে উপকার বিতরণ করিয়া থাকেন।"

কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—

"শত বক্তৃতা শ্রবণে যাহা হইতে পারিত না, "ধৃতং প্রেম্না"র পত্রগুলি পাঠ করিয়া সেই উপকার মানুষের হইয়াছে বলিয়া আমি আমার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই উক্তি করিতে পারি।"

শ্রীশ্রীবাবামণি (অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব) পত্রোত্তরে তাঁহাদের জানাইয়াছেন,—

"অকপট জীবহিতৈষণা নিয়া একটী মাত্র ব্যক্তিকে যে পত্র লিখিয়াছি, অনুরূপ সমস্যায় আকুল অপর ব্যক্তির সেই পত্র হইতে প্রেরণা ও উদ্দীপনা সংগ্রহ অস্বাভাবিক নহে। কাহারও নিকট লিখিত আমার কোনও পত্রের অনুলিপি পাঠ করিয়া যদি তোমাদের কাহারও নিজের কোনও লাভ হইয়া থাকে, তবে তজ্জন্য তোমরা আমাকে ধন্যবাদ জানাইও না, প্রশংসা জানাও তাঁহাকে, যিনি আমার হাতে লেখনীটী দিয়া নিজে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন মসী-মুখে সংশয়াপহারী রূপে।"

"ধৃতং প্রেম্না"র প্রথম খণ্ডটী প্রকাশের কালে আমাদের মনে কিছু অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু একটীর পর একটী করিয়া খণ্ড যেমন যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, তেমন তেমন পাঠক-পাঠিকাদের অভিনন্দনের মধ্য দিয়া আগ্রহ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হইল। তাই আজ আনন্দ-ভরা প্রাণ নিয়া "ধৃতং প্রেম্না" ষট্‌ত্রিংশতম খণ্ড প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম। নিবেদনমিতি বৈশাখ, ১৩৮৫ বাংলা।

অযাচক আশ্রম,
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী-১

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী
ব্রহ্মচারী স্নেহময়।
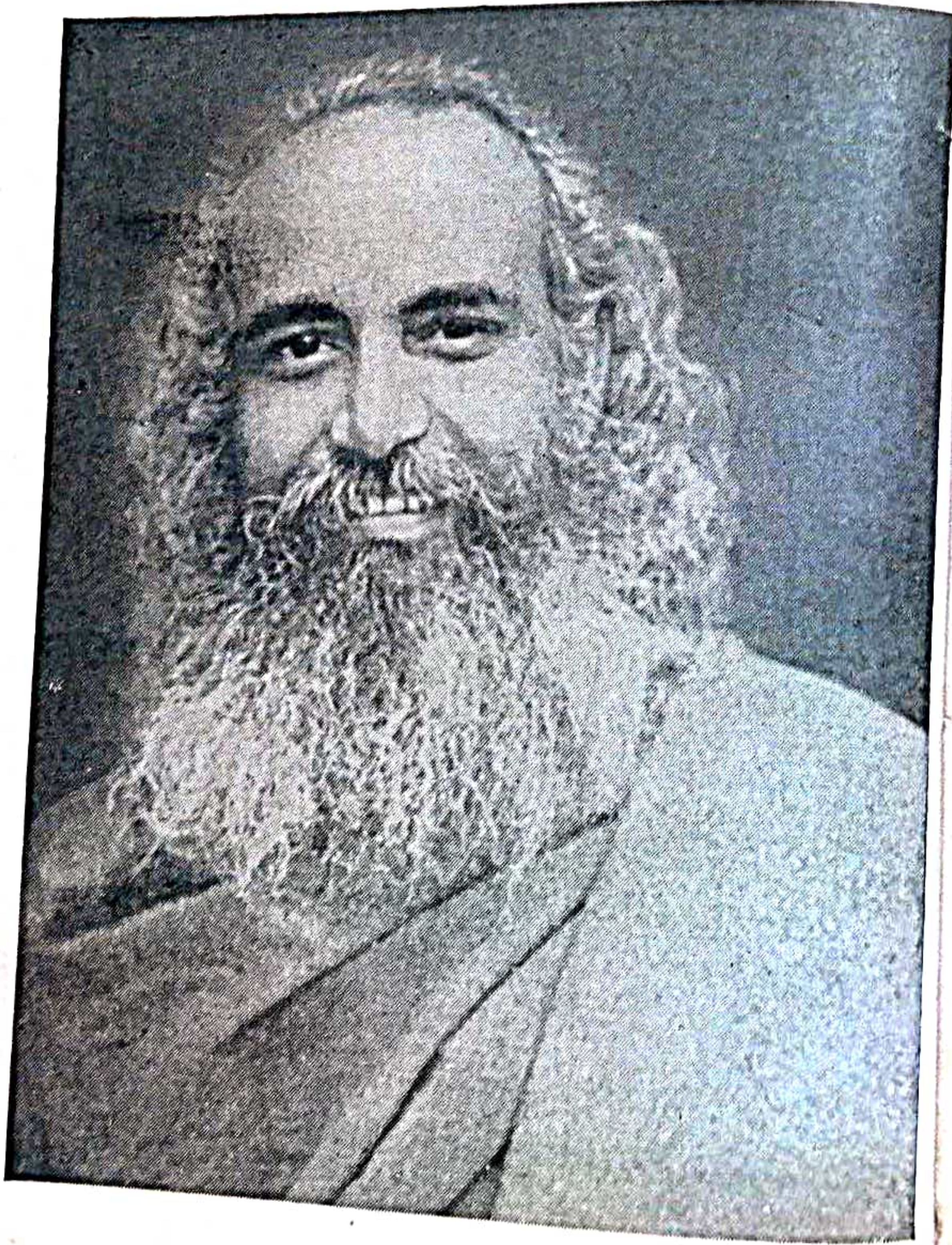
অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর
শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ওঁ

ধৃতং প্রেম্না

(ষট্‌ত্রিংশতম খণ্ড)

—: * :—

(১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অর্থের অপচয়, ইহার কোনটাই আমার কাম্য নহে। ধীর ও সুসংযত ব্যবহার এবং অর্থব্যয়ের ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী মিতব্যয়িতা তোমাদের অত্যাবশ্যক। দশ জনের পয়সা যেখানে খরচ হয়, সেখানে হিসাব-রক্ষাও একান্ত আবশ্যক এবং হিসাব নিয়া কদাচ যাহাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য গোড়া হইতেই সতর্কতার প্রয়োজন।

মণ্ডলীতে বিভিন্ন প্রতিভার সদস্য থাকে বা থাকা সম্ভব। যাহার প্রতিভা যেই দিকে খেলে, তাহাকে তদনুকূল কর্ম্মের ভার দিলে কর্ম্ম-

সুকৌশল অবলম্বিত হইল বলিয়া মনে করা চলে। কর্ম্মের সুকৌশলই যোগ বা সিদ্ধি অর্জ্জনের সেতু। যাহাকে দিয়া যে কাজ ভাল হইবে, অন্য গুরুতর প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহাকে দিয়াই সে কাজ করান উচিত। একজন দক্ষ সেনাপতি রণক্ষেত্র ভাগ করিয়া দেওয়ার ব্যাপারে এই নীতিই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইতিহাস বলিতেছে, এই ব্যাপারে নেপোলিয়ানের কেহ জুড়ি ছিল না। নেপোলিয়ান একজন সামরিক পুরুষ হইলেও, অনেক অসামরিক দক্ষ নেতা কর্ম্মবণ্টনে এই নীতির আশ্রয় নিয়া জগৎকে লাভবান্ করিয়াছেন। ইতিহাসের এই সংশিক্ষাটুকু তোমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তাহাকে দিয়া নূতন ঢংয়ে কাজ করিতেছে দেখিয়া সবাই মিলিয়া তাহাকে দাবাইয়া রাখার বুদ্ধি কুবুদ্ধি মাত্র। সুভাষ চন্দ্রকে মাথা তুলতে না দিবার জন্য একদা কংগ্রেসী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবর্গ যে সকল নির্লজ্জ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা গৌরববর্দ্ধক হইয়াছে বলিয়া কোটি কোটি মানুষ অস্বীকার করে। তোমাদের কর্ম্মপন্থা রাজনৈতিক নহে, তথাপি নিজেদের বুঝিবার ভুলে অগৌরবজনক উল্লিখিত-প্রকার কোনও অপরাধ তোমরা তোমাদের কোনও সতীর্থের বিরুদ্ধে যেন না কর, তজ্জন্য আমি এই কয়টী কথা লিখিলাম। আমি নিজে কখনো কোনও প্রকারের রাজনৈতিক কর্ম্মে সম্ভবতঃ যাই নাই, কিন্তু রাজনীতিক বহু পুরুষ ও রমণীকে দেখিয়াছি। তাহা হইতে অনুধাবন করিয়াছি যে, সুভাষ বাবুকে দশ দিক হইতে চাপিয়া ধরিয়া স্বদেশ-ত্যাগে বাধ্য করার ভিতরে কোনও ন্যায়-নীতি বা পৌরুষ ছিল না। তোমাদের মণ্ডলী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে, তথাপি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে,

রাজনীতি-কুশল ধীমান্ পুরুষ ও নারীদের অবলম্বিত জটিল, কুটিল, গ্রন্থিল ও সন্দেহোদ্রেককারক কোনও অসুন্দর অসরলতা তোমাদের আচরণে যাহাতে না প্রকাশ বা প্রশ্রয় পায়, তদ্রূপ সতর্কতা নিয়া তোমাদের চলিতে হইবে।

একটী শহরে দুইটী, তিনটী বা পাঁচটি মণ্ডলী থাকিলে দোষ কি, যদি পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধ ও সখ্যস্মৃতি নিয়ত দেদীপ্যমান থাকে? সঙ্ঘকে শক্তিশালী করিবার জন্য কেহ নূতনতর ঢংয়ে কোনও কাজ করিতে চাহিলে, তাহাকে অনুমোদন দিতে দোষ কি, যদি ইহার চরম ফল আত্মীয়তার বৃদ্ধিকে সহায়তা দেয়? লক্ষ্যটা ঠিক থাকিলে কর্ম্ম-প্রকরণে আংশিক পার্থক্য মানিয়া নেওয়াই ত সঙ্গত। * * * তোমাদের সকল শক্তি এককেন্দ্রক করিয়া তোমরা যে মহৎ কিছু সম্পাদন করিতে পার, তাহার প্রমাণ দেখাও। বাহিরের লোকে জানুক যে, তোমরা সকলে মিলিয়া এক এবং অভিন্ন। ভিতরের লোকেরা বুঝুক যে, তোমাদের মধ্যে দলাদলি স্বপ্নাতীত ব্যাপার, তোমাদের মধ্যে একাত্মতাই স্বভাব। একটী ক্ষেত্রে এই অনুশীলনের ফলে চতুর্দ্দিকে ইহার প্রতিফলন আরম্ভ হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৭৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পৃথিবীর সব-কিছুতেই ভগবান্ ওঙ্কার-রূপে বিদ্যমান আছেন, এই তত্ত্ব স্বপ্নযোগে পাইয়া তুমি নিজে নিজেই ওঙ্কার-সাধনায় ব্রতী হইয়াছ এবং ইহার ফলস্বরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে পাঁচ বৎসর পরে ওঙ্কার-দীক্ষাই পাইয়াছ, জানিয়া অতীব হর্ষান্বিত হইলাম। তুমি দীক্ষা-লাভের পূর্ব্বেই আরও অনেক অতি-বাঞ্ছিত এবং অভাবনীয় উপলব্ধির দ্বারা উৎসাহিত, জানিয়া মুগ্ধ হইলাম। তবে, এই সকল উপলব্ধির কথা বাহিরে যে প্রকাশ করিতে নাই, ইহা তুমি বোধ হয় জানিতে না। যাহা যাহা দেখিয়াছ, তাহার সবই অকৃত্রিম সত্য। এখন হইতে আপন উপলব্ধির উন্নত মানের কথাগুলি আর কাহারও নিকটে প্রকাশ করিও না। অবশ্য, আমার প্রতিচিত্রের সম্মুখে বসিয়া অকপটে ও নির্জ্জনে তাহা নিবেদন করিতে পার। তোমার উপলব্ধিগুলি অধিকাংশই হীরা বা মাণিকের মতন মূল্যবান্। এগুলি সাধারণ মানুষদের অতি অল্প জনেই পায়। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া সাধন করিতে থাকিলে এই সব উপলব্ধি আসিয়া থাকে। এই সব কথা লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া ধরিলে তাহারা এগুলি অবিশ্বাস করে এবং বক্তাকে পাগল বলিয়া অভিহিত করে। কি প্রয়োজন আছে তাহাদের কাছে প্রকাশ করিয়া খেলো হওয়ার? লোকের কাছে সাধারণই থাকিয়া যাও, নিজের মনের কাছে খাঁটি থাক যে, তুমি সত্যকেই দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন ও আস্বাদন করিয়া যাইতেছ। যখন দেশের হাজার হাজার লোক নিজ নিজ সাধন-কর্ম্মের ফলস্বরূপে এই একই রকমের উপলব্ধি নিজ নিজ অন্তরে পাইতে থাকিবে, তখন আর গোপনতার প্রয়োজন পড়িবে না।

তোমাদের স্বাস্থ্য খারাপ জানিয়া ব্যথিত হইলাম। ভগবানের

নামই পরম-মহৌষধ, একথা বিশ্বাস করিও। নামে মনকে নিয়ত লগ্ন রাখ। সাময়িক ঔষধ-পত্রাদি প্রয়োজন হইলে স্থানীয় চিকিৎসকদের পরামর্শ-মত চলিও। কিন্তু নামের সেবা কোনও অবস্থাতেই বাদ দিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। পাঁচটী সন্তানের তুমি জননী। সন্তানের চরিত্র-গঠনের দায়িত্ব আমার উপরে দিতেছ। আমি ত পৃথিবীর সব দেশের সব লোকের সকল পুত্রকন্যাদের চরিত্র-গঠনের দায়িত্বই নিজ স্কন্ধে নিতে চাহি। কিন্তু তোমাদের নিজ নিজ পুত্রকন্যাকে কি সে জন্য প্রস্তুত করিবার ভারটাও নিজেরা নিতে পারিবে না? এই অক্ষমতা সত্য সত্যই বেদনাদায়ক। মানব-সন্তানদের চরিত্রোন্নতি-বিধানের জন্য আমি ত আজ ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর ধরিয়া প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতেছি। তোমরা পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানকে তৈরী করিবার জন্য একটুও খাটুনি কেন দিবে না? তোমরা, পিতামাতারা, সকলে মিলিত হইয়া আগে পরামর্শ কর যে, তোমাদের পুত্রকন্যাদের চরিত্র-গঠন-সম্পর্কে তোমরা কি কি

কাজ করিবে। তোমাদের ছেলেমেয়েদের একটুখানিও যদি গঠনকরিয়া না দাও, তাহা হইলে আমি সপ্তসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করিব কি করিয়া?

আসাম নগাঁও জেলান্তর্গত তোমার এক গুরুভাই আমাকে একদা লিখিয়াছিল যে, আমার উপদেশ গ্রহণ করিবার জন্য সে তাহার বুদ্ধিমান্ পুত্রকন্যাদের নিজ মুখে কোনও প্রেরণা দিবে না, কারণ, আবশ্যক হইলে উহারা নিজ নিজ বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ নিশ্চয়ই করিবে।

কথাটা বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিবার যোগ্য নহে। তোমরা যদি নিজ নিজ পুত্রকন্যাদিগকে সদাচার, সন্নিয়ম ও সৎপন্থা অবলম্বন করিতে প্রেরণা না দাও, তাহা হইলে আমাকে ত শিকারীর বেশ ধারণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগয়ায় বাহির হইতে হইবে। শিক্ষাদাতা গুরুর গুরুত্ব তখন আর কিছুই থাকিবে না, তাহাকে ব্যাধ হইতে হইবে। আমি ব্যাধ হইতে চাহি না এবং ব্যাধ হইতে পারিবও না।

তোমাদেরই পুত্রকন্যাদের জন্য যদি মহাজনেরা কোনও হিতকর আন্দোলন উপস্থিত করেন, তাহা হইলে তোমাদেরই নিজেদের গরজে পুত্রকন্যাকে ফুলমালায় সাজাইয়া সেই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য পাঠানো উচিত। এই আন্দোলনের আন্দোলন-প্রবর্ত্তক বা আন্দোলন-প্রবর্দ্ধক মহাজনদের যেটুকু স্বার্থ, তাহার তুলনায় তোমাদের মত গৃহবাসীদের স্বার্থ অধিকতর ওজনদার এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের জেলার দুইটী দক্ষিণ অঞ্চলে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে বিগত গ্রীষ্মকালটা ব্যাপিয়া চালু রাখিবার জন্য তোমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলে কিন্তু কর্ম্মসমিতির সদস্যগণের অমনোযোগের দরুণ কাজ কিছুই হয় নাই, এই সংবাদটী অতীব বিলম্বে পাইলাম। তোমাদের জেলাতে না কতকগুলি নূতন নূতন বক্তার সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছিলাম? জেলার দুই জন সুবক্তা ভিন্ন প্রদেশে কাজ করিতে গেল বলিয়া তোমাদের জেলার একটা সুসম্মানিত অঞ্চলে কোনও কাজই হইল না, ইহা কি যোগ্য কথা হইল? তোমাদের প্রদত্ত কৈফিয়তে মন তুষ্ট হইল না।

তরুণ-কিশোর-জন-সমষ্টির প্রতি যে পরিমাণ প্রীতিভাব, স্নেহ ও মমতা থাকিলে অযোগ্যেরও আসিয়া ইহাদের কাছে দুইটী হিতবচন বলিবার আগ্রহ আসে, তোমাদের ভিতরে ততটুকু প্রীতি, স্নেহ ও মমতা আসে নাই বলিয়া অকুণ্ঠ-কণ্ঠে স্বীকার কর এবং এই কয়টী জিনিষের সমাবেশ তোমাদের অন্তরে সম্ভব করিবার জন্য একটু চেষ্টা কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনে রাখিও, আমরা প্রেমের পসারী। প্রেম লইয়া দিগ্‌দিগন্তে আমাদের ছুটিতে হইবে। অপ্রেম যেখানে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে, আমরা যেন সেখানে শান্তির মলয় প্রবাহিত করিতে পারি, এইটীই আমাদের লক্ষ্য হইবে। এই লক্ষ্য লইয়া কাজে নামিলে যে-কোনও কাজে হস্তার্পণ কর না কেন, মানুষের রুক্ষ প্রাণ স্নিগ্ধ হইবেই হইবে।

তোমাদের কাজের বিবরণ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। নিজেদিগকে নেতা বলিয়া জ্ঞান করিও না, সেবক বলিয়া মনে কর। তাহা হইলে আরও সুচারু রূপে অধিকতর ব্যাপকতায় এবং ততোধিক গভীরতায় কাজ চালু রাখিতে পারিবে। You are swimming not on shallow water but in the deepest regions of the ocean,— এই কথা মনে রাখিও। চাপল্য ও দীনতা, আত্ম-অবিশ্বাস ও হীনতা তোমাদের পক্ষে সাজিবে না।

জেলার প্রত্যেকটী প্রাণকে যাচাই করিয়া দেখ। কাহার হৃদয়ে মাণিক জ্বলিতেছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির কর। এই সকল হারানিধিদের উদ্ধার করিয়া নিয়া প্রতিজনকে কাজে লাগাও। কে ছোট কর্ম্মী আর কে বড় কর্ম্মী, তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কাজ হাতে তুলিয়া দাও এবং কাজে লাগিতে বাধ্য কর। শুধু

লাগিতেই বাধ্য করিবে না, লাগিয়া থাকিতেও বাধ্য করা চাই। কর্ম্মীর নিষ্ঠাহীনতা সদ্‌গুণ নহে, নিষ্ঠাই তাহার প্রকৃত গৌরব। বক্তা, গায়ক, সংগঠক বা পরিদর্শক কেহই যেন নিষ্ঠাহীন না নিষ্ঠা সুতীব্র আদর্শবাদ হইতে এবং সৎকর্ম্মের শুভফলে অবিচলিত আস্থা হইতে জন্মে। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইয়া একদিকে সুখী হইলাম, অন্য দিকে ভীতও হইলাম। তুমি আমাকে এত ভালবাস, এত শ্রদ্ধা কর, এত বিশ্বাস কর দেখিয়া আমি কেন না সুখী হইব? কিন্তু ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি ইহা জানিয়া যে, তুমি আমাকে রাঙ্গামাটির পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্বচক্ষে দেখিয়াছ, আমার সহিত কথা বলিয়াছ, তোমার প্রয়োজনীয় সময়োচিত উপদেশ পাইয়া আশ্বস্ত হইয়াছ এমন একটা সময়ে যে সময়ের বেশ কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি পূর্ব্ববঙ্গে যাই নাই। তখন আমি ভারতেরই বিভিন্ন প্রান্তে ভ্রাম্যমাণ।

তৎকালের পরিস্থিতিতে আমার পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে যাওয়ার কল্পনা করা কঠিন ও অবাস্তব ছিল। তথাপি তুমি আমাকে দেখিয়াছ এবং পরবর্ত্তী কালে ভারতের মাটিতে আমাকে দেখিয়া, কণ্ঠস্বর শুনিয়া, উপদেশের মর্ম্মার্থ অবগত হইয়া আমাকে চিনিয়াছ, ইহা ইন্দ্রজালবৎ আশ্চর্য্য মনে হইতেছে। আমি কিন্তু পার্থিব দেহে একই সময়ে নানা স্থানে অবস্থান করিবার বা আবির্ভূত হইবার কোনও বিদ্যা জানি না। আমি সাধারণ একটী মানুষ, অসাধারণত্ব আমাতে কিছুই নাই। আমাতে এইরূপ কাণ্ড বা লীলা সম্ভব নহে। শ্রীকৃষ্ণ বা অন্যান্য দেবতুল্য মানুষেরা ইহা পারিতেন বলিয়া শাস্ত্রীয় কাহিনীতে উল্লেখ আছে। তাহা আমি অবিশ্বাস করি না, কিন্তু তুমি মিথ্যা বিবরণ দিয়াছ বলিয়াও আমি ভাবিতে পারিতেছি না। ইহাই আমাকে স্তম্ভিত, ভীত ও চকিত করিয়া দিতেছে। খুব সম্ভবতঃ তোমার অন্তর্নিহিত ধ্যানশক্তি তোমার অভীষ্টকে রূপ ধরাইয়া তোমার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিল, যাহা তোমার নিকটে জড়ীয় জগতের বাস্তব সত্য বলিয়া প্রতিভাত করাইয়া দিয়াছে। এ ক্ষেত্রে কেরদানীটা তোমার ভিতরের সুপ্ত-শক্তির, আমার কোনও বাহাদুরী ইহা নহে। তবে আমি আমার অনুগতদিগকে কাব্যময়ী এক আশ্বাস-বাণী শুনাইয়া রাখিয়াছি যে, আমি নিয়ত তাহাদের সঙ্গী থাকিব। ইহাতে যে বিশ্বাস করিয়াছে, সে বিশ্বাসানুযায়ী উপলব্ধি লাভ করিয়া থাকে। এইরূপ দেখিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমাদের বার্ষিক অধিবেশন শান্তিপূর্ণ ভাবে হইয়া গিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। সম্মেলন-শব্দের মানেই হইতেছে সম্যক্ রূপে, গভীর ভাবে, ব্যাপক বিস্তৃতিতে, অনবদ্য সুচারুতার সহিত সকলের মিলন। অধিবেশনগুলি শান্তি ও শৃঙ্খলার সহিত উদ্‌যাপিত হইলে তাহা যোগদানকারীদের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায়। মিলনের উদ্দেশ্যই হইতেছে শক্তিবৃদ্ধি, ক্রমগতিতে বেগসঞ্চার, অলসকে কর্ম্মোদ্যমে চঞ্চল করিয়া তোলা, দীর্ঘপ্রযত্নে কাজ চালাইয়া যাইবার ব্রতে নিষ্ঠাবর্দ্ধন।

কাজ আরম্ভ করিয়া তাহার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া যাইবার চেষ্টা একটা নিদারুণ আবশ্যকতার ব্যাপার বলিয়া বিশ্বাস করিও। ত্রিপুরার বক্তারা গ্রীষ্মের ছুটিতে পশ্চিমবঙ্গে, বিহারে, আসামে কাজ করিতে গিয়া সৎচিন্তার ব্যাপক প্রসার ঘটাইল কিন্তু ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ত্রিপুরার কর্ম্মক্ষেত্রে অনুৎসাহ, অনাগ্রহ, উদাসীনতা ও বিফলতা দেখা দিল,—এইরূপ অবস্থা কিন্তু বাঞ্ছনীয় নহে। বিদ্যালয় খুলিয়া ফেলিলে যেমন ছুটির নির্দ্দিষ্ট দিন কয়টা ছাড়া সারা বৎসরই শিক্ষাদান চালাইয়া যাইতে হয় অব্যাহত পারম্পর্য্যে, তোমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকেও তদ্রূপ ভাবে

পালন করিতে হইবে। সুতরাং সর্ব্বত্র স্থানীয় কর্ম্মী সৃষ্টির চেষ্টায় তোমাদের অবহিত হইতে হইবে।

কাহাড়ের সংগঠন-সম্পাদককে আমি এইরূপই নির্দ্দেশ দিয়াছি।

মন হইতে ভয় এবং সন্দেহ দূর করিয়া দাও। পৃথিবীর প্রত্যেকটী ব্যক্তি দ্বারা কিছু না কিছু কাজ নিশ্চয়ই করান যায়। ছোটরা ছোট ছোট কাজ ধরুক, বড়রা বড় বড় কাজ ধরুক কিন্তু কোনও বড় কাজই ছোটদের সহায়তা ছাড়া চলে না, এই কথা মনে রাখিতে হইবে। কাহাকেও কাহাকেও যে হাজার হাজার পত্র লিখিতে নির্দ্দেশ দিয়াছি তাহারও উদ্দেশ্য ছোট আর বড় প্রতিজনকে কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।

পরস্পর পরস্পরের সহিত সম্প্রীতিপূর্ণ, শান্তিরসসিক্ত, সুস্নিগ্ধ মৈত্রীভাব রক্ষা করিয়া চলিতে থাক। তাহা হইলেই কাজে অগ্রগতি দ্রুত হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বিবাহিত হইবার প্রতি তোমার আসক্তি নাই এবং চির জীবন কৌমার-ব্রত ধারণ করিয়া সৎকার্য্যে নিবেদিত-প্রাণ হইতে চাহ, শুনিয়া পুলকিত হইলাম। একদা এইরূপ জীবনটীর প্রতি ভারতীয়

ধর্ম্মীয় চিন্তার নায়কগণের অপার অসীম পক্ষপাত ছিল। তাহা অবশ্য অকারণে নহে, ইহার যুক্তিসঙ্গত কারণও রহিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাস জীবন-গ্রহণকারীরা জীবিকার্জ্জনের স্বাবলম্বন-ভিত্তিক কোনও উপায় গ্রহণ না করিয়া সমাজের উপরে নিজেদের ভার অর্পণ করেন বলিয়া জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়তর হইতে পারে আশঙ্কায় অনেকে এই বিষয়ে নিরুৎসাহ হইতেছেন। আজীবন ব্রহ্মচারী হইয়া থাকিবার জন্য যদি মঠ ও মন্দিরাদির আশ্রয় নিতে হয়, তবে প্রশ্ন ওঠে এই যে, সেই সব মঠ-মন্দির-আশ্রম চলিবে কাহার উপার্জ্জনে ? আবার সংসারের মধ্যে অপর দশ জন পরিজনের সংশ্রবে রহিয়া প্রতিবেশ-প্রভাব অতিক্রম করিয়া কি ভাবে চলিতে পারা যাইবে, ইহাও একটা দারুণ সমস্যা।

সুতরাং ভাবী কর্ত্তব্য সম্পর্কে এখনই একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার প্রয়োজন নাই। সংসারেও থাক, ব্রহ্মচারীও থাক, ভগবানের নামও অবিরাম চালাইতে থাক। ভগবানই সময় মত তোমাকে তোমার পথ চিনাইয়া দিবেন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ ভাদ্র, বুধবার, ১৩৮৪

(২৪ আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জীবন-চর্য্যাকে যদি একটা শৃঙ্খলার ভিতরে টানিয়া না আনিতে পার, কেবলই হুজুগ, কেবলই হৈ-হল্লা যদি ইহার বিশেষত্ব হয়, তবে দেখিবে, শেষ দিকে হিসাবের আর পারকূল পাইবে না যে, কেমন করিয়া মূল্যবান্ ও সুদীর্ঘ জীবনের সব চেয়ে দামী দিনগুলি হেলায় খেলায় শেষ হইয়া গেল। উচ্ছৃঙ্খল-জীবন-যাপনকারী প্রতিটি ব্যক্তিকে বার্দ্ধক্য-দশায় এই বিষয়ে অনুতাপ করিতে হইয়া থাকে, ইহা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। অন্যকে দেখিয়া, অন্য লোকের জীবনের কুপরিণতি দেখিয়া, অন্যের দুর্ভাগ্য-সমূহের কারণ অবগত হইয়া নিজেরা সাবধান হও। আমার এই উপদেশটী আমি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবেই তোমাদিগকে দিতেছি।

অকারণ বাহাদুরী মানুষের অনেক সময় নষ্ট করে। সারা দিনে যতই আজগুবি কাণ্ডকারখানা কর না কেন, মাত্র দুইটী বিষয়ে যদি শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে, আস্তে আস্তে জীবনের কর্ম্মধারা আপনা আপনি সুনিয়মিত ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া যাইবে। তাহা হইতেছে প্রাতে সাড়ে চারিটা বা পাঁচটায় শয্যাত্যাগ এবং রাত্রি নয়টায় শয্যাশ্রয় গ্রহণ। তার সঙ্গে আর একটী শৃঙ্খলাও রক্ষা আবশ্যক। তাহা হইতেছে, প্রতিদিন সাধ্যমত সময়মত আহারীয় গ্রহণ।

উল্লিখিত তিনটী কর্ম্মে সময়-নিষ্ঠা রক্ষা করিবার পরে বাকী সময়টুকু তুমি যত বেহিসাবিতেই কাটাও না কেন, তোমার উপর্য্যুক্ত তিনটী নিষ্ঠাই তোমাকে অপর সকল বিষয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত করিয়া দিবে। তোমার নিজের কল্যাণের জন্যই ইহা তোমার প্রয়োজন।

তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ যে, আমি ছোট বড় সহস্র সহস্র সভায় বক্তৃতা দিয়াছি, কিন্তু শতকরা নিরানব্বইটির অধিক সভাতেই আমি ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সভাস্থলে দাঁড়াইয়াছি। মনে করিও না যে, সারাদিন আমি সভাটার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিয়াছি। আমি কর্ম্মময় দিন যাপন করিয়া সহস্র কর্ম্মের মধ্যে ফাঁক করিয়া ঘড়ির কাঁটার সম্মান রক্ষা করিয়াছি। আমার চাইতেও তোমরা শতগুণ অধিক শৃঙ্খলা-পরায়ণ হইয়া আমার চাইতেও সহস্র গুণ শৃঙ্খলা-পরায়ণ প্রত্যেকে হও, ইহা আমি চাহি।

তোমাদের অন্তরে নিষ্কাম-নিঃস্বার্থ সর্ব্বজীব-প্রেম প্রতিষ্ঠিত হউক, এই কামনাতেই আমি তোমাদের কাছে এই সব কথা লিখি। এত যে শ্রম করি, তাহার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনও সেবা লাভ বা শ্রদ্ধাপ্রাপ্তি আমার লক্ষ্য নহে। চিরকাল গোপনতার অন্তরালে থাকিয়া প্রচ্ছন্ন পরিচয়ে পত্র লিখিয়াছি। আজ গোপন সত্য প্রকাশ পাইয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমাদের কাছে আমি আলাদা খাতির কিছু পাইতে চাহি না। আমি যাযাবর পথিক, পরিচিত, অপরিচিত যে-কোন গৃহের দেওয়ালে একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ বা ছিদ্র দেখিলে সেখানেই একটা পত্র ছুড়িয়া যাইতেছি। ফলাফলের দিকে আমি দৃক্‌পাতহীন। এই শরীর দীর্ঘকাল থাকিবে না। তথাপি, আগামী তিনশত বৎসর কাল অর্থাৎ কমপক্ষে নয়টী প্রজন্ম ব্যাপিয়া একাজ আমি চালাইয়া যাইতে চাই। সবাই যদি উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাপন কর, তবে, একাজ ধারাবাহিকতায় চলিবার ভরসা কাহাদের উপর করিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৭ই ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিলাসীপাড়াতে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভা ডাকিয়াছ শুনিয়া বড়ই সুখী হইলাম। আশা করি, ফলাফল ভালই হইবে। প্রসিদ্ধ বা অপ্রসিদ্ধ, ছোট অথবা বড়, শহরে, গ্রামে, পাড়ায় বা বস্তিতে সকল স্থানেই তোমরা লোককে সংকথা শুনাইয়া যাও। ইহাতে তোমাদের যশ, কীর্ত্তি, প্রশংসা, সমাদর বা খ্যাতি বর্দ্ধিত হউক বা না হউক, নিষ্কাম অন্তরে কাজ করিয়া যাইতে থাক। নাম-যশো-লোভহীন অন্তরে ধারাবাহিক প্রযত্নে কাজ করিয়া যাইবার জন্য তোমাদের সতীর্থদিগকে নিরন্তর আহ্বান জানাইতে থাক। তোমাদের লক্ষ্য হউক, ভাবী কালের একটী সুশুভ্র, সুন্দর, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্কলুষ, সুনির্ম্মিত একটী সুষমাময়ী সভ্যতা। নাম-গোত্র-পরিচয়হীন ভাবে একাজ আমি আমার তরুণ কৈশোর হইতে আরম্ভ করিয়া আজিকার দিনটী পর্য্যন্ত অকাতরে অকুণ্ঠচিত্তে করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে নূতন কিছু করিতে বাধ্য করিতে চাহি না, কিন্তু নিজে চিরকাল যাহা করিয়া আসিয়াছি এবং অনন্ত কাল ব্যাপিয়া যাহা করিতে চাহিতেছি, সেই কাজটুকুতেই নিজেদের করস্পর্শটুকু দিবার গৌরব অর্জ্জন করিবার আহ্বান মাত্র জানাইতেছি। তোমরা কেহ কেহ অল্প অল্প কাজ শুরু করিয়াছ দেখিয়া প্রীত, তৃপ্ত,

মুগ্ধ ও আনন্দে গদ্‌গদ হইতেছি। সবাই যেদিন কাজে হাত দিবে, সেদিন ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া কিই না আনন্দ-কলরব উঠিতে থাকিবে, ভাবিয়া বারংবার পুলকিত-তনু হইতেছি। যে যেই কাজ শুরু করিয়াছ, সে সেই কাজে নিষ্ঠার সহিত আজীবন লাগিয়া থাক এবং লাগিয়া থাকিবার সামর্থ্য লাভ কর, আমার ইহাই অকপট আশীর্ব্বাদ।

গোয়ালপাড়া জেলায় আমাদের বেশী কাজ হয় নাই। ধুবড়ী, সাপটগ্রাম, জলেশ্বর আদি স্থানে হইয়াছে। কিন্তু সকল স্থানেই আন্দোলনকে ছড়াইয়া দিবার জন্য সংকথার জাল কেবল টানিতেই হইবে। তোমরা চাঁদা তোল না, ভিক্ষা কর না, অযাচক বৃত্তিতে কাজ চালাইবার চেষ্টা কর, এই একটী তথ্য তোমাদের বিশেষ অনুকূলে রহিয়াছে। ইহার সহিত চরিত্রের বিনয়, ব্যবহারের নম্রতা, কর্ম্ম-পরিচালনের সাধুতা এবং আন্দোলনের ভাবী সার্থকতা সম্পর্কে যদি অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস ও সুদৃঢ় আস্থা অন্তরে থাকে, তবে তোমাদের সকল জয়যাত্রার অবারিত গতি রুদ্ধ করিবার সাধ্য কাহার আছে? পাপীকে ঘৃণা করিও না, তাহাকে সংশোধিত করাই তোমাদের কাজ। অযাচিত দান হইলেও সন্দেহজনক ভাবে যে অর্থ অর্জ্জিত হইয়াছে, তেমন ধনরাশি গ্রহণ করিও না। সুরাপান ও ব্যভিচারে আসক্তি প্রভৃতির নিষ্ঠুর শিকার যাহারা হইয়াছে, তাহাদের প্রতি আক্রোশ রাখিও না, তাহাদের দোষত্রুটি নিবারণের ও সংশোধনের জন্য চেষ্টা করিও। তবে, এই কাজ করিতে হইবে, তাহাদের সহিত যোগ্য দূরত্ব রক্ষা করিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে কিছু কিছু সমাজ-সংস্কারক গণিকা-গৃহে প্রবেশ করিয়া গণিকাদিগকে সৎপথে আনিবার জন্য শ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই কিন্তু নিরাপদে

বারনারীর গৃহ হইতে নিষ্কলুষ অবস্থায় বাহিরে ফিরিয়া আসিতে পারেন নাই, একথা আমরা তাৎকালিক বর্ষীয়ান্ শ্রদ্ধেয় পুরুষদের মুখে শুনিয়াছি। চোরকে সাধু করিতে গিয়া চোরের দলে মিশিবার পরে জগতে অনেক সাধু শেষ পর্য্যন্ত চোরই হইয়াছেন।

সভাস্থলে যাহাকেই বক্তা-রূপে দাঁড় করাও, তিনি নিজে যেন চরিত্রবান্ ব্যক্তি হন। নামী বক্তাদের মধ্যে চরিত্রবান্ পুরুষ বা নারীর অভাব ঘটিলে যশোবর্জ্জিত সাধারণ বক্তাকে দিয়াই কাজ চালাইয়া নিবে। তাঁহার চরিত্রের শুভ্রতাই তাঁহার বাক্যাবলির মূল্য বাড়াইবে। সভার বিজ্ঞাপন প্রচার করিতে নিবেদক রূপে এমন কোনও ব্যক্তির নাম ছাপাইবে না, যাহার চরিত্র ও সততা সম্পর্কে জনসমাজে দুর্নাম রহিয়াছে। কাজ বরং অল্পই কর, তবু যেটুকু কর, তাহা যেন শুভ্র-যশের আধার হয়। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৭ ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার মাতৃবিয়োগের সংবাদে ব্যথিত হইলাম। তাঁহার আত্মার শান্তি প্রার্থনা করি।

তুমি পূর্ব্ববঙ্গের এক মহাসঙ্কটকালে আসামের মার্ঘারিটাতে আমার নিকটে অখণ্ড-দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়াছিলে। তাহার পর হইতে মাতার বাৎসরিক ক্রিয়া হইতে সকল ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, যথা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পূজা আদি সবই অখণ্ড-মতে সমবেত উপাসনা দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া আসিতেছ এবং ইহাতে গভীর আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন করিতেছ। এমতাবস্থায় তোমার জন্য কৃত দেবপূজাদির মানসিক-শোধ একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই সুনিশ্চিন্তে সমাপন হইতে পারে। যে দেবতারই তুমি পূজা করিতে চাহ, সেই দেবতাই পবিত্র অখণ্ড বিগ্রহে আছেন। সেই দেবতারই বীজমন্ত্র অখণ্ডমন্ত্রে আছে। সেই দেবতারই পূর্ণ পরিতৃপ্তি অখণ্ডমতে সমবেত উপাসনা দ্বারা হয়, ইহাই আমার প্রগাঢ় প্রত্যয়। তবে পশুপক্ষীর বলিদান বা হিংস্র ও নিষ্ঠুর কোনও কর্ম্ম অথবা ইন্দ্রিয়-পরিতর্পণ মূলক কোনও আচরণ অখণ্ডমতে চলে না।

ধর্ম্মকার্য্য সম্পর্কে, পরমেশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের উপায় সম্পর্কে নানা জনের নানা মানসিক সংস্কার থাকিতে পারে। সেই সকল সংস্কারের মধ্যে কতকগুলি নিতান্তই কুসংস্কার। অপ্রিয়কারী ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা কেহ কেহ কুসংস্কারের সমূল উচ্ছেদ সাধন-কল্পে অস্ত্রোপচার বা পশুবল প্রয়োগ অবৈধ মনে করেন না। কিন্তু আমি মানবমাত্রেরই চিন্তার স্বাধীনতাকে সম্মান করি। এই জন্যই আমি চরিত্রবলের হানিজনক কুসংস্কার ব্যতীত অন্য কোনও মনঃ-সংস্কার আমার দৃষ্টিতে অলাভজনক জ্ঞান করিলেও কোনও ব্যক্তির প্রতি খড়্গহস্ত হই না। অখণ্ড-নামের ব্যাপ্তি, তাৎপর্য্য, মহিমা ও সামর্থ্যের বিষয়ে আমার সর্ত্তবিহীন আস্থা থাকায় আমি আগ্রহী

সুপাত্রে ঐ নামে দীক্ষাটী দিয়াই শিষ্যকে পরমেশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দেই। এই জন্যই তোমাদের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে আমার কোনও কড়া অনুশাসন নাই।

সমবেত উপাসনার দ্বারা শ্রীপঞ্চমী তিথিতে পরমেশ্বরের আরাধনা ও অর্চনা করিলে তাহা দ্বারাই যে তোমার সরস্বতী পূজা করিবার মানসিক শোধ হইয়া যাইবে, ইহা ত নিজেই বুঝিতেছ। সুতরাং আমার কাছ হইতে আলাদা করিয়া আদেশ নিবার আর কোন্ প্রয়োজন আছে ? প্রেম সহকারে দলে দলে বিদ্যার্থীদিগকে ঐদিন নিমন্ত্রণ করিও এবং মহানন্দে উপাসনা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ই ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪
(২৫ আগষ্ট, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

জগৎ জুড়িয়াই দুর্ব্বলের উপরে প্রবলের অত্যাচার চলিতেছে। ইহা আশ্চর্য্য ব্যাপার। আরও আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, আজ যে দুর্ব্বল বলিয়া নিপীড়িত হইতেছে এবং ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছে, কাল সে বিপন্মুক্ত হইবার পরেই প্রবলতা লাভ করিয়া

পুনরায় নিজেই দুর্ব্বলকে ধরিয়া আনিয়া নিস্পেষণ করিতেছে। এই অবস্থায় ব্যক্তি-বিশেষের বিপৎ-ত্রাণই একমাত্র বড় কথা নহে, সমগ্র মানব-জাতির চিত্ত ও হৃদয়ের রূপান্তর আবশ্যক হইয়াছে। নিজ নিজ বিপদে রোরুদ্যমান না হইয়া এস আমরা বিশ্বের বর্ত্তমান ও ভাবী যাবতীয় বিপদের অবসান-কল্পে সাধন-যজ্ঞে প্রবৃত্ত হই। যে বিপদে তুমি পড়িয়াছ, তাহার আংশিক প্রতীকার তোমার আত্মিক রূপান্তরের মধ্য দিয়া নিশ্চয়ই ঘটিবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, সত্যের জয়ে আস্থাশীল হও, সহিষ্ণু হও। প্রতিবেশীর হিংস্র ও নিষ্ঠুর বলিয়া কান্নাকাটি করিলে কি হইবে ? অন্তরে সত্যের শক্তিকে জাগাও এবং সুসঙ্গত পথে ঈশ্বরদত্ত শক্তির সদ্ব্যবহার কর। ধর্ম্মপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠির সহিষ্ণুতার শক্তিতেই দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের ক্লেশ এবং বর্ষকালব্যাপী আত্মগোপনের গ্লানি বহন করিয়াছিলেন, সহ্য করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরের নামে যাহার বিশ্বাস আছে, তাহার কাছে কোনও ক্লেশই ক্লেশ নহে, কোনও অপমানই অপমান নহে। সব ক্লেশ একদা দূর হয়, সব অপমান একদা অপনোদিত হয়।

অন্তরে বিশ্বাসের বাতি জ্বালাইয়া পথ চল। তুবড়ীর আলো মিথ্যা আলো বলিয়া অত উজ্জ্বল এবং যুগপৎ অত ক্ষণস্থায়ী। অধর্ম্মের পথে কোনও প্রতীকার চাহিও না। ধর্ম্ম-পথেই চল। ধর্ম্ম তোমার মহাবল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৮ ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কেহ কেহ মন্তব্য করিয়াছিল যে, তোমাদের ওখানকার দারুণ আয়োজনে অনুষ্ঠিত জনসভায় জনতা কম হইলেও অধিকাংশেই ছিলেন কৃতবিদ্য ও সংস্কৃতিবান্ ব্যক্তি। কতকগুলি অশিক্ষিত নির্ব্বোধ লোকের সমারোহ করিয়া কোনও লাভ নাই, দুই পাঁচ শত বিদ্যোজ্জ্বল জ্ঞানী লোকের সমাবেশন তাহা অপেক্ষা লাভজনক। আমি কিন্তু তর্কে প্রবেশ করি নাই। বিদ্বান্ ও প্রতিষ্ঠাবান্ লোকেরা দামী দামী উপদেশ বিতরণ করিয়াই মনে করিতে পারেন যে খুব জনসেবা করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু প্রত্যেক সংঘে, সম্মেলনে সমিতিতে, সংস্থায় ও প্রতিষ্ঠানে আমি ত দারুণ কর্ম্মী-রূপে আত্ম-প্রকাশ করিতে তাঁহাদেরই দেখিতে পাইতেছি, যাঁহাদের বিদ্যার, কৌলীন্যের, বুদ্ধিমত্তার অসাধারণ কোনও ছাড়পত্র নাই অথচ যাঁহারা সেবাবুদ্ধিতেই অনুপ্রাণিত। নির্ব্বোধকে বুদ্ধি যোগান আমাদের কাজ, অশিক্ষিতের মনে সৎসংস্কার প্রবেশ করান আমাদের কাজ, নারকীকে দেবজীবনে উন্নীত করা আমাদের কাজ। আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য যদি আমরা না ভুলি, তাহা হইলে সমাজের অশিক্ষিত অবজ্ঞাত, দরিদ্র ও কৌলীন্যহীন মানুষদের ভিতরেই ত আমাদের প্রবেশ করিতে হইবে।

পরিকল্পনা-প্রদান এবং কর্ম্ম-পরিচালন এক বস্তু নহে। দুইটাতে আকাশ-পাতাল দূরত্ব। কর্ম্ম-পরিচালনে শ্রম করিতে হয়, পরিকল্পনা করিতে চিন্তা করিতে হয়। সর্ব্ববিধ শ্রমের জন্য যে তৈরী হয় নাই, তাহার কাছে কর্ম্ম-পরিচালনা আশা করা যাইতে পারে না। সে আশা আমি তোমাদের অঞ্চলে পরিকল্পনাকারীদের কাছে করি নাই। পরিকল্পনাকারীরা যদি নিজ নিজ পরিকল্পনার প্রত্যক্ষ আলোকটুকু নিজের জেলার প্রতিটি কর্ম্মক্ষম সৎকর্ম্মীর কাছে অকাতরে ও অকপটে বিতরণ করিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলেই দেখিতে না দেখিতে কর্ম্মযজ্ঞের মহাসমারোহ আপনা আপনি আরম্ভ হইয়া যাইত। আমি সুদূর হইতে জেলায় জেলায় আলাদা আলাদা পরিকল্পনা তৈরী করিয়া প্রেরণ করিতে এই জন্যই অপারগ যে, জেলা কাছাড় আর রাজ্য ত্রিপুরার পরিস্থিতি একরূপ নহে বা জেলা জলপাইগুড়ি আর জেলা নগাঁও এর উপাদানীভূত সম্পদের প্রকৃতি এক নহে। এই জন্যই আমি কাছাড়ের কর্ম্মীকে বারংবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জনের জন্য ত্রিপুরায় পাঠাইয়াছি এবং ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়ির কর্ম্মীকে কাছাড়ে পাঠাইয়াছি। তোমাদের জেলারও কয়জন কর্ম্মীকে ত্রিপুরায় এই জন্যই প্রেরণ করিয়াছিলাম যে, ত্রিপুরার পল্লীর পর পল্লী ভ্রমণ করিয়া দেখিয়া দেখিয়া শিখিয়া আসুক যে, নিজের জেলায় সেই কার্য্যক্রম কতটা অনুসরণ করা সম্ভব। কাছাড়ের কর্ম্মী ত্রিপুরাকে শিক্ষাদান করিতে গিয়া নিজে একজন বিশেষজ্ঞ হইয়া নিজ জেলায় ফিরিয়াছে এবং তাহার পরিকল্পনা এখন নিজ জেলায় চালু করিয়া অভাবনীয় সুফল প্রদর্শন করিতেছে। বয়সের অভিমান, বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার অভিমান, বংশ বা জাতির

অভিমান কাহারও বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকল না করিলে সে এই ভাবেই পরিকল্পনা গড়িতে সমর্থ হয় এবং তাহার পরিকল্পনা সফলতা আহরণ করে।

সাধারণ লোকদের আহূত চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভায় তোমরা দুই হাজার জনতাকে আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছ জানিয়া সুখী হইয়াছি। উদ্যোক্তা জং-বাহাদুরকে আমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ জানাইও। বড় বড় লোকদের ভরসায় না থাকিয়া তোমরা সাধারণ লোকদের সম্মিলিত শক্তিতে অগাধ বিশ্বাস অর্পণ কর। বিদ্বান্ লোকেরা বিদ্যার অহঙ্কারে অপরের মুখে ভাল কথা শুনিতে অনাগ্রহী হয়। অর্দ্ধ-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকরাই ভাল কথা মন দিয়া শোনে এবং তাহা পালন করিতে চেষ্টা করে। সমাজের সর্ব্বনিম্নস্তরেও তোমাদের পৌঁছিতে হইবে। তবে, অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত সাধারণ লোকদের ভিড়ের মধ্যে যদি অসাধারণ ব্যক্তিরা আসিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সাদরে সম্মানের আসনে বসাইও। প্রেক্ষাগৃহের অঙ্গনে চেয়ারের পর চেয়ার সাজাইয়া তোমরা সাধারণ লোকদিগকে ভড়কাইয়া বা ভীতিগ্রস্ত করিয়া দিও না।

গ্রাম-দেশে যাহারা বাস করে, তাহাদের এমন অনেকগুলি সমস্যা থাকে, যাহা শহরবাসীর থাকে না সুতরাং গ্রামীণ কর্ম্মীরা কাজে নামিয়া গিয়া যদি কোথাও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি করে, তবে শহরের কর্ম্মীদের উচিত তাহাদের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকান। আমি জীবন ভরিয়া পল্লীতে পল্লীতে কাজ করিয়াছি। আমি এই বিষয়ে ভুক্তভোগী বলিয়াই কথাটা লিখিলাম।

বৃদ্ধ, প্রৌঢ় ও বিগত-যৌবন মানুষগুলির কেবল শারীরিক

শক্তিই হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয় না, তাহাদের মন তথা মস্তিষ্কও অনেক সময়ে দুর্ব্বল হইয়া থাকে। তাহারা যদি সমবেত উপাসনার ন্যায় পরমলাভ-জনক অনুষ্ঠানে কোনও কারণে সপ্তাহে একটী মাত্র দিনও যোগদান করিতে না পারে, তবে নিন্দাবাক্য উচ্চারণ করিও না। কিন্তু তাহারা আসিতে পারিলে সসম্মান ব্যবহার করিও। অপেক্ষাকৃত তরুণেরা যাহাতে এই পরমলাভজনক অনুষ্ঠানে যোগদানে দিনের পর দিন অধিকতর আগ্রহী হয়, তাহার জন্য যত্নবান্ হইও। মৃদু-বচনে মধুর ভাষণে আহ্বান করিলে তাহারা অনেকেই তোমাদের অভ্যর্থনাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। আমাকে ডাকিলে আমি যে-কোনও স্থানে গিয়া সশরীরে তোমাকে দেখা দিতে পারিব বলিয়া যদি কোথাও জনরব শুনিয়া থাক, তবে জানিও উহা ভ্রম। আমি অতি সাধারণ মানুষ এবং সাধারণের মতই আমার সাধন-জীবন ও জীবন-যাপন। আমার কোনও অলৌকিক শক্তি নাই। আমার কোনও অলৌকিক

মহিমা নাই। তবু যদি কেহ কখনও কোথাও কিছু দেখিয়া থাকে, তবে তাহা আমি অবগত নহি। আমার অজ্ঞাতে যদি কেহ আমাকে দেখিয়া থাকে, তবে, উহাতে কোনও কৃতিত্ব থাকিলে, সেই কৃতিত্ব দ্রষ্টার, আমার নহে। এই বিষয়ে আমি একেবারেই নির্গুণ বা নির্দ্দোষ। এই সব জনরবে কর্ণপাত করিও না।

তুমি যেই সকল অনর্থে পড়িয়াছ, তাহার প্রতিকারও লৌকিক উপায়েই তোমাকে পুরুষকার প্রয়োগ করিয়া সাধিতে হইবে। এই জন্ম কাহারও দৈব-শক্তির সহায়তা প্রার্থনা করিও না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পুরুষকার প্রবুদ্ধ হউক এবং তোমার সকল বিপদের অবসান ঘটুক। পুরুষকারকে সৎপথে পরিচালিত করিলে ভগবান্ নিশ্চয়ই সহায় হন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৮ ভাদ্র, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রখানা পাইলাম। নিজ ঠিকানা দাও নাই, উত্তর দিব কি করিয়া? তবে দেখিতেছি তুমি প্রতিধ্বনির গ্রাহক। সুতরাং পত্রখানার উত্তর প্রতিধ্বনিতে ছাপানো হইবে।

উপদেষ্টা যখন কাহাকেও উপদেশ দেন, তখন উপদেশ-প্রার্থী ব্যক্তি যে ভাষায় কথা বলেন, সেই ভাষাতেই তাহাকে উত্তর দিতে চেষ্টা করিতে হয়। আর সে যে সমাজে জন্মিয়াছে বা বাড়িয়াছে, সেই সমাজের দিকে তাকাইয়াই তাহাকে উৎসাহ-উদ্দীপনা দিতে হয়। একজন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী জীবনের উন্নতি-সাধন-সম্পর্কে উপদেশ দিতে হইলে এমন কথা লেখা চলে না যে, অমুক অমুক দোষ না থাকিলে দিনেমার জাতি, পর্তুগীজ জাতি বা তুর্কী জাতি আরও উন্নত হইত। তাহাকে ইহাই লিখিতে হয় যে, বাঙ্গালীর যদি অমুক অমুক দোষ না থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গালী জাতি জগৎ-পূজ্য হইতে পারিত। ইহার দ্বারা অবাঙ্গালী জাতির প্রতি বিদ্বেষ-পোষণ কি করিয়া হইল, ইহা ত বাছা বুঝিতে পারিলাম না। তুমি হয়ত যাহা পড়িয়াছ, তাহার অর্থ বুঝিতে পার নাই।

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় বাঙ্গালী-সমাজ যথেষ্ট অবক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছে এবং ইহাও সম্পূর্ণ সত্য যে, যোগ্য চেষ্টা পাইলে ইহারা আগের চাইতেও উজ্জ্বলতর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। সুতরাং এই সমাজের লোককে উপদেশ-প্রার্থী দেখিলে উপদেশ দিতেই হইবে যে, চরিত্রের হাজার দোষ দূর কর; উৎসাহ দিতেই হইবে যে, চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করিলে তাহারা সগৌরবে ধরাপৃষ্ঠে দাঁড়াইবার অধিকার নিশ্চিত পাইবে। যে বাঙ্গালী-হিসাবে মানুষের মত মানুষ হইল, সে ভারত-বাসী-হিসাবেও সম্মাননীয় হইবে, সে জগদ্বাসীরূপেও জনগণ-পূজ্য হইতে নিশ্চয় পারিবে।

এইরূপ চিন্তা ও উপদেশের ভিতরে প্রাদেশিকতা খুঁজিয়া পাওয়া একটা মানসিক ব্যাধি।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কেহ অল্প বয়সে গুরুর নিকট দীক্ষিত হইলে বেশী বয়সে গুরূপদেশ ভুলিয়া যাইবার ফলে অশ্রবিধায় পড়িতে পারে বা অনাদর্শ হইতে পারে, এই যুক্তিতে বালকদিগকে দীক্ষাদান অনুচিত কিনা নিজেই ভাবিয়া দেখ। তোমাকে বাল্যকালে যদি কেহ সৎ-পথ ধরাইয়া দিত, তাহা হইলে, তোমার বর্ত্তমান জীবন আলোচনা করিয়া তুমি নিজেই ত বলিতে পার যে, তাহা তোমার পক্ষে ভাল হইত, না মন্দ হইত? আমার উপনয়ন আট বৎসর বয়সে হইয়াছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে, তাহাতে আমার ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ত' টের পাইতেছি না। প্রাচীন-ভারতে লক্ষ লক্ষ বালক প্রতি বৎসরই আট বৎসর বয়সে গুরুগৃহে যাইয়া উপনয়ন-রূপ ব্রাহ্মী দীক্ষা গ্রহণ করিত। তাহাতে ভারতবাসীর ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া ত কখনও শুনি নাই।

চরিত্রের সাধনা সত্যের সাধনা, সংযমের সাধনা, একথা তুমি কি সত্যই বোঝ না? কেহ তোমাকে দুশ্চরিত্র বলিলে তুমি চটিয়া যাও কেন? যে চরিত্রের মানে জানে না, সে দুশ্চরিত্র অপবাদে ক্রুদ্ধ কেন হইবে? যাহা নিজেই বুঝিতে পার, তাহা আবার বুঝিবার জন্ত অত্যন্ত কর্ম্মব্যস্ত লোকদিগকে তালে বেতালে কয়েক ঝুড়ি প্রশ্ন করিয়া পরিশ্রমে ফেলিও না। তোমার মাতৃভাষায় শত শত গ্রন্থে নানা স্থানে চরিত্র সম্পর্কে অনেক মূল্যবান্ কথা লিপিবদ্ধ আছে। স্থানীয় সুশিক্ষিত সজ্জনদের নিকটে খোঁজ লও, তাঁহারা গ্রন্থগুলি পাঠ করিবার সুযোগ তোমাকে করিয়া দিবেন।

তোমার পত্র পাইয়া সুখীই হইয়াছি। বিরক্ত হই নাই। আমার উত্তর পাইয়া অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিও, বিরক্ত হইও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(১৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৩ই ভাদ্র, শনিবার, ১৩৮৪
(১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অসুস্থ সাধনাকে নিয়া বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি হইতে কলিকাতা নিরাপদে পৌঁছিয়াছি। তাহার পীড়া গুরুতর হওয়াতে এবার শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কুচবিহার, দিনহাটা বা জলপাইগুড়ি যাওয়া সম্ভব হইল না। তোমরা হাল ছাড়িও না। কাজ করিয়া যাইতে থাক। কাজের মানে আমার মহিমা প্রচার করা নহে। আমাদের সকলের পক্ষে শুভঙ্কর, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে প্রয়োজনীয়, জগদ্ব্যাপী বিরাট বিশাল মানব-সমাজের পক্ষে পরম হিতদায়ক ভাবাদর্শ প্রচারেই তোমাদিগকে রত থাকিতে হইবে। জগতের হিতের জন্ত যাঁহারা ভাবিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন, গ্রন্থ লিখিয়াছেন, প্রচার ও সংগঠন করিয়াছেন, তাঁহাদের একজনেরও মতের সহিত যাহাতে আমাদের কথা-কাটাকাটি না ঘটে, তজ্জন্তই আমরা নির্ব্বিরোধ কর্ম্মসূচী চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে ধরিয়াছি। সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতি-আলোচক প্রভৃতি কোনও মতের সহিতই আমাদের সংঘর্ষে যাইবার প্রয়োজন নাই, আমরা মানুষের চরিত্রোন্নতিটুকু দেখিলেই পরম খুশী। চরিত্রবান্ মানুষ নিজের কর্ম্মপন্থা নিজ বিবেকের সাহায্যে যে-কোনও সময়ে নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

চরিত্র বলিতে অনেকগুলি সদ্‌গুণের মধ্যে যদি সততা আর সংযমকে

বাছিয়া নেওয়া যায়, তবে এই দুইটীর অনুশীলনের দ্বারাই আস্তে আস্তে হাজার হাজার সদ্‌গুণ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যরূপে অনুশীলনকারীর জীবনে প্রকটিত ও প্রতিষ্ঠিত হইবে।

উক্ত দুইটী সদ্‌গুণকে আয়ত্ত করিতে হইলে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান এবং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে দিনলিপি লেখার অভ্যাস করিলেই ব্যাপারটা সহজ হইয়া যাইবে।

"দিনলিপি" লিখিতে কদাচ মিথ্যা কথা লেখা হইবে না, এই একটী প্রতিজ্ঞা নিষ্ঠার সহিত পালিতে হইবে। তাহা হইলেই সপ্তাহ-কালের মধ্যে বা পক্ষ-কালের মধ্যে চরিত্রের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হইবে। এগুলি প্রত্যক্ষ-করা সত্য।

নিজ জীবনে যাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান না মিলিয়াছে, তাহা লইয়া যে আমরা বিরাট চরিত্র-আন্দোলনের ইন্ধন যোগাইয়া যাইতেছি না, নানা স্থানে তরুণ-তরুণী-জীবনে তাহার প্রমাণ পাইতেছি। এই আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধমান মূর্ত্তি আমাদিগকে কেবল বিস্ময়াবিষ্ট করে নাই, ইহা আমাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়াইয়াছে। আমরা ধনহীন দরিদ্র, চাঁদা তুলি না, ভিক্ষা করি না, কাহাকেও অভাব জানাই না, তবু আমাদের কাজ দ্রুত বেগেই চলিতেছে এবং বাড়িতেছে। ইহা হইতে অধিকতর আত্মপ্রত্যয় অর্জ্জন কর।

তোমাদের অঞ্চলের দুই চারিজন বক্তৃত্বশক্তিশালী কর্ম্মীকে দ্রুত অসমিয়া ভাবার শিক্ষা লইতে উৎসাহিত কর। যতদিন এমন সহ-কর্ম্মীদের না পাই, যাহাদের মাতৃভাষা অসমিয়া, ততদিন বঙ্গাইগাঁও হইতে সাইকোয়াঘাট পর্য্যন্ত চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালাইবার জন্য এই সকল কর্ম্মীদের প্রয়োজন হইবে। ইতোমধ্যে সুপ্রিয়, সুকুমার,

মৃণাল প্রভৃতি দ্রুত হিন্দী শিখিতে লাগিয়া যাউক। নির্ব্বিরোধ সদ্‌ভাব প্রচারের ব্যাপারে কোথাও কোনও বিরোধের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু বিহারে ও উত্তরপ্রদেশের শ্রোতারা নিজ নিজ মাতৃভাষায় কথা শুনিলে সহজে-বুঝিতে পারিবেন। তোমাদের বক্তৃতায় হিন্দী-ব্যাকরণের কিছু ভুল থাকিলেও তাহা নিয়া যে তর্ক উঠিবে না, এই বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। ভাল হিন্দী বলিতে না পারিলেও হিন্দুস্থানী শ্রোতারা অসহিষ্ণু হন না, যদি বক্তব্য-বিষয়ে সারবস্তু কিছু থাকে। তোমরা বলিবে প্রাচীন ভারতের ব্রহ্মচর্য্য নিয়া আর বর্ত্তমান যুগে তাহার যুগোচিত ব্যবহার নিয়া। সমাজ-সংহার তোমাদের লক্ষ্য নহে, তোমাদের লক্ষ্য সমাজকে পবিত্র করা। আশা করি, বিহারেও উত্তরপ্রদেশে, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ওড়িশা হইতে কম সমাদর তোমরা পাইবে না।

তোমাদের আন্দোলনকে আগাইয়া দিবার ব্যাপারে অযাচক আশ্রম আর্থিক দিক দিয়া আস্তে আস্তে তৈরী হইতেছে। আমরা অযাচক বলিয়াই আমাদের কাজের গতি একটু মন্থর। কিন্তু আমরা অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া একাজ করিয়া আসিতেছি। আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে পারে না।

যে সকল কর্ম্মী নিজেদের মাতৃভাষায় চলন-সই ভাবেও বক্তৃতা দিতে পারে, তাহাদিগের প্রত্যেককে ভারতের আরও দুইটী রাজ্যের দুইটী ভাষা আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎসাহ দাও। এ কাজটীর কথা গত বিশ বৎসর ধরিয়াই ভাবিতেছি কিন্তু আমার ত নুন-আনিতে-পান্ত-শেষ-হয় অবস্থা, সুতরাং নানা তোড়জোড় করিয়াও কাজ আগাইয়া নিতে পারি নাই। সম্প্রতি বুঝিতেছি যে, কাজ যাহা যাহা ধরিবার,

তাহা এখনি ধরিতে হইবে, নতুবা শেষে রেলগাড়ী ছাড়িয়া দিবে। আরও দেখিতেছি যে, স্কুল-কলেজের চাকুরে কর্ম্মীরা ছুটির মাসগুলিতে আমার বাহু, আমার কণ্ঠ হইবার জন্য অকাতরে শ্রম দিতে শুরু করিয়াছে। সুতরাং 'শুভস্য শীঘ্রং' নীতিই এখন অবলম্বন করিতে হইবে।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের সভাগুলি স্কুল বা কলেজে হইলেই সবচেয়ে ভাল। কিন্তু আমাদের বক্তারা স্কুল বা কলেজের ছুটির সময় ব্যতীত কাজ করিতে বাহির হইতে পারে না। সুতরাং প্রথম প্রথম প্রকাশ্য মাঠে জনসভা করিয়াই আরম্ভ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান ও ভাবী বক্তাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমার চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের কৃতকর্ম্মের বিশ্বাসযোগ্য রেকর্ড "অখণ্ড-সংহিতা"য় রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে তাহারা তাহাদের বক্তব্য-বিষয়ের বিচিত্র-সমাবেশ পাইলে পাইতে পারে। আমার সাহিত্যের সহিত অপরিচিত থাকিয়া এই ব্যাপারে নামিয়া যাওয়া হয়ত সমীচীন হইবে না। মানুষ ভাষার বাহারে ভোলে না, যুক্তিতর্কে তুষ্ট হয় না, তাহারা স্বতঃসিদ্ধ সত্যস্বরূপ "বস্তু" চাহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২রা আশ্বিন, সোমবার ১৩৮৪

(১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

কেহ আমার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ করিলে আমি কদাচ হঠাৎ রুষ্ট হই না। ভাবিবার সুযোগ খুঁজি যে, আমার বিরুদ্ধে কোনও সত্য বা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থাপিত হইবার মত সঙ্গত বা অসঙ্গত কোনও কারণ ঘটিয়াছিল কিনা। আমরা জীবন ভরিয়াই এমন অনেক কাজ করি, এমন অনেক কথা বলি, যাহার উদ্দেশ্য অসৎ বা অভদ্র ছিল না, কিন্তু আমাদের মনের ভাব বুঝিতে না পারায় কেহ হয়ত তাহাতে ক্লেশ পাইয়াছে বা উদ্বেগে ভুগিয়াছে। কেহ নিজেকে আহত বলিয়া মনে করিলে তাহার উপরে ক্রুদ্ধ বা তাহার জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া লাভ নাই। বরং তাহার আহত স্থানে স্নেহের দরদী হাত বুলান লাভকর। ভুল-বুঝাবুঝিও একটা কিছু যে হইয়াছে, তাহা ত' পরিষ্কার। তোমরা পারস্পরিক আলোচনার দ্বারা তাহা মিটাইয়া নিতে পারিয়াছ শুনিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। মিলনেই শক্তির উৎস খোলে, বিচ্ছেদেই সমাজ, জাতি বা দেশ দুর্ব্বল হয়। লক্ষ্যে রাখ যে, কোথায় তোমাদের কতখানি মিল। মিলটুকু যেখানে, বলের উৎস সেখানে। গরমিলটুকু যেখানে, দুর্ব্বলতার আকর হইতেছে সেখানে। তোমরা কর্ম্মসূচীতে এক হও আর না হও, কর্ম্মাদর্শ তোমাদের এক হওয়া চাই। * * *যেই জায়গায় মতের গরমিল, সেইটুকু বাদ দিয়া যেখানে মতের মিল আছে, সেখানে সকল তর্ক-দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া দিয়া কেন তোমরা কাজ করিতে পারিবে না? বরং এই কলহপ্রিয় সংঘর্ষের যুগে সেখানেই সকলের কর্ম্মাকর্ষণ ও অধ্যবসায়-প্রয়োগ প্রয়োজনীয়।

আসল কাজ ত তোমাদের অতি সাধারণ। সমসাধক মাত্রকেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার প্রতি আকৃষ্ট করা তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। মানুষমাত্রকেই তোমাদের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ করিবার

জন্য সাধ্যমত পাঠ-প্রকল্প পরিচালন করিয়া যাওয়া দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। "ঈশ্বর আছেন," এই বোধকে জীবে জীবে জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য হরিগুণ কীর্ত্তন তোমাদের তৃতীয় করণীয়। নিত্য যাহাতে মানুষ শুদ্ধতর, শুভ্রতর, নির্ম্মলতর, শুচিতর হইতে আগ্রহী হইতে থাকে, তজ্জন্য নিরন্তর উৎসাহ-বাক্য প্রচার তোমাদের চতুর্থ করণীয়। নিজ নিজ জীবনে সত্য, ন্যায়, নিষ্ঠা, ভালবাসা, সরলতা ও সবলতা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টায় লাগিয়া থাকা তোমাদের পঞ্চম বা চূড়ান্ত কর্ত্তব্য। এই কয়টী কাজ করিবার জন্যই মণ্ডলীর সৃষ্টি, কলহ করিবার জন্য নহে।

সাময়িক একদিন বা দুদিন লোকে দূরবর্ত্তী উপাসনা-কেন্দ্রে যাইয়া মিলিত হইতে পারে, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তাহা পারে না। সুতরাং একই শহরে বড় বড় গ্রামে একাধিক উপাসনা-কেন্দ্র থাকা দোষের নহে। একটা শহরে বা বড় গ্রামে পাঁচটা মসজিদ আছে বলিয়া মুসলমানদিগকে কখনো দাঙ্গা করিতে দেখি নাই। অথচ প্রত্যেকটা মসজিদ এক একটা সমবেত-উপাসনার পৃথক কেন্দ্র। আলাদা মসজিদে উপাসনা করেন বলিয়া কোনও মুসলমান অন্য মুসলমানের বিদ্বেষ-ভাজন হন না। তাঁর আসল জ্ঞাতব্য এই যে, নির্দ্দিষ্ট দিনে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিনি কোথাও না কোথাও জমায়েতের নমাজ পড়িয়াছেন কিনা। মুসলমানেরা চোখে আঙ্গুল দিয়া তোমাদের দেখাইয়া দিতেছেন যে, কি জিনিষকে তোমরা অবহেলা করিয়া আসিতেছ আর কি জিনিষকে তাঁহারা সম্মান দিয়া আসিতেছেন। তোমাদের চরিত্রই এই যে, তোমরা দেখিয়াও শিখিবে না, ঠেকিয়াও শিখিবে না। আমি এই অবিবেচকতার প্রতিবাদ করিতেছি।

* * * *

তোমাদের ওখানে বড় বড় সভা-সমিতি হইবার বহু-পুরাতন একটা ঐতিহ্য আছে। বিরাট বিরাট সাহিত্যিক সভা, রাজনৈতিক সভা, সাংস্কৃতিক সভা ঐ শহরে বহুবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু একথা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবে যে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের যে দুইটী সভা এই সেই দিন আমাদের উপস্থিতিতে হইয়া গেল, তাহার সাফল্যের সমকক্ষ সফলতা অতীতে অন্য কোনও সভা-সম্মেলন পাইয়াছে বলিয়া ওখানকার প্রাচীনতম সাংবাদিকও বোধহয় বলিতে পারিবেন না। এত ঘণ্টা ধরিয়া এতগুলি জনতা এতগুলি বক্তার বক্তৃতা ও এতগুলি গায়ক-গায়িকার গান সূচীপতন-শব্দ-বিরহিত অবস্থায় নিঃশব্দে ও সসম্ভ্রমে অতীতে কোনও দিন এভাবে শুনিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় কেহ সাক্ষ্য দিতে পারিবেন না। এমন সফলতা অর্জ্জনের পরে তোমাদের কি করা উচিত ছিল বা সঙ্গত হইতেছে, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? ধানবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি প্রতিটি শহরে এবং কাছাড়ের মহীতোষ রায়কে আমি লিখিয়াছিলাম,—

> "এখন প্রয়োজন হইতেছে সর্ব্বত্র বড় বড় অনুষ্ঠানের অব্যবহিত পরেই ছোট ছোট অনুষ্ঠান চারিদিকে চালু করা ও চালু রাখা। কামানের গোলা শেষ হইয়া গেলে মৌমাছির ঝাঁক পাঠাইতে হয়।"

কথাটা তোমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একটা বা দুইটা বিরাট জনসভা সফল করাতেই চূড়ান্ত জয় ঘটিয়া যায় নাই। একথা অবশ্য নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে, পরপর দুই দিন একই মঞ্চ হইতে শুষ্ক নৈতিক-উন্নতি সম্পর্কে বক্তৃতামালা চালাইয়া যাওয়ার সফলতা সত্যই এক

আশ্চর্য্য কৃতিত্ব! কিন্তু তাহাতে কাজের সমাপ্তি ঘটিয়া যায় নাই। তাহা সূচনা মাত্র। উপসংহার ঘটিবে দীর্ঘকাল ধরিয়া ধারাবাহিক ভাবে বড় বড় অনুষ্ঠানের মূল তত্ত্ব ছোট ছোট অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া প্রতি পল্লীতে প্রতি কুটীরে, প্রতিটি গৃহকোণে, প্রতিটি পথপ্রান্তে, প্রতিটি বটচ্ছায়ায়, প্রতিটি খেয়াঘাটে, প্রতিটি রেলষ্টেশনে, প্রতিটি ডাকঘরের সান্নিধ্যে পৌঁছাইয়া দিতে পারিলে। আমবাগানে যাহা করিতে যাইতেছ, তাহা উহারই একটী পদক্ষেপ, এই কথা কেন তোমাদের বোধগম্য হইবে না?

প্রতিটি মণ্ডলী এক একটী গণ্ডী মাত্র। কিন্তু কোনও জীবিত আন্দোলন গণ্ডী-বন্ধন মানিয়া চলে না। সে কেবল বাড়ে এবং বাড়ে। তাহাকে ক্রম-বিস্তারিত হইবার সুযোগ নিশ্চয়ই দিতে হইবে এবং তাহাকে বাধাগ্রস্ত হইতে না দেওয়া উচিত হইবে। যে-কেহ যে-কোনও ভাবে সদুপায়-প্রয়োগে আন্দোলনকে ব্যাপকতর করিতে চাহিলে তাহার প্রতি সমর্থন জানাইতে হইবে। অবৈধ পথে ধনাগম কাহারও লক্ষ্য হইলে সেই কথা স্বতন্ত্র। তোমাদের পরিচিত গোষ্ঠী-সমূহের মধ্যে একটী মানুষও এই ব্যাপারে যেন কর্ম্মহীন হইয়া না থাকে, ইহা দেখা তোমাদের আবশ্যক। * * * * কেহ কোনও অনুযোগ অভিযোগ করিলে তাহা মিথ্যা বা অতিরঞ্জিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, সে ব্যথা পাইয়াছে। রক্তচক্ষু হইয়া প্রতিবাদ না করিয়া সহানুভূতিশীল মন নিয়া তাহার ব্যথার স্থানটা খুঁজিতে হয়। তাহা হইলেই কলহ মিটিয়া যায়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৮)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার ১৩৮৪
(২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * * তোমরা সকলেই জীবিকার্জ্জনের প্রয়োজনেই অতি দুর্গম দেশে গিয়াছ। কিন্তু ভগবানের নামটী ত দেশে ফেলিয়া আস নাই! তাহা ত সঙ্গে নিয়া গিয়াছ। জানিও, ভগবানের নামই সকল সুদূর দেশকে নিকটতম আপন করিয়া দিবে, সকল দুর্গম দূরত্বকে সুগম সহজ করিয়া দিবে, সকল অপরিচিতকে আত্মীয়তার রাখি-বন্ধনে বাঁধিয়া নিবে। চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের যে ক্ষীণ দীপশিখা আমি বিগত ষাট-বৎসরের অধিককাল ধরিয়া জ্বালাইয়া রাখিয়াছি এবং যেই শিখায় প্রতিজনের আগ্নেয় উৎসাহকে আস্তে আস্তে নানা দিকে বিস্তারিত করিয়া দিতেছি, তাহার ক্ষীণ আলোকরেখা হইতে অতিদুর্গম পার্ব্বত্য দেশগুলিও যেন বঞ্চিত না হয়। সংখ্যায় তোমরা কম হইতে পার কিন্তু তোমাদের চরিত্র-আন্দোলন মহত্ত্ব ও গুরুত্বের দিক দিয়া তুচ্ছ করিবার বস্তু নহে। সুতরাং চেষ্টায় থাক যে, কি করিয়া নূতন নূতন দীপশিখার সৃষ্টি করা যাইতে পারে। * * * প্রতিটি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানকালে আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকিয়া তোমাদের কাজে প্রকৃষ্টরূপে সহযোগ দিয়া থাকি, এই বিশ্বাসটী তোমরা প্রতি জনে অন্তরে সরল-অন্তরে পোষণ করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(১৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ই আশ্বিন, সোমবার, ১৩৮৪
(৩রা অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার ১৩ সেপ্টেম্বরের পত্রখানা পাইলাম। বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করিয়া বড়ই চিন্তিত হইলাম। আমার কোনও দৈবশক্তি নাই যে, ভবিষ্যৎ জানিতে পারি। তুমি তোমার তাৎকালিক পরিস্থিতি জানাইয়া যাহা বলিয়াছিলে, তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে, তোমার পশ্চিমবঙ্গে থাকার অসুবিধা আছে এবং দেশে কিছু করিবার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা ও সতর্কতার দরকার, তাহা তোমার ছিল কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। এখন সেখানে গিয়া অনেক পয়সা খরচ করিয়া ফেলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ যে, স্থান-নির্ব্বাচন ভুল হইয়াছে। এবং জমি চিনিতে পার নাই। বিদ্যুৎ পাইবে ভাবিয়া যে জমি কিনিয়াছ, তাহাতে বিদ্যুৎ পাইবার সম্ভাবনা অত্যল্প জানিয়া মনে মনে চিন্তিত হইলাম। চারি বিঘা নীচু জমি কাটিয়া মৎস্য-চাষের উপযুক্ত করিতে কল্পনাতীত খরচ হইয়া যাইবে। আজকাল মাটির মজুরেরা সস্তায় কাজ করে না। ছেলের শিক্ষা-জীবনের ভবিষ্যৎ ওখানে অনিশ্চিত তোমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়া ওখানে দুরূহ ব্যাপার জানিয়া চিন্তিত হইলাম। গ্রামে যাইবার জন্য রুচি সৃষ্টির চেষ্টা

আমি করি নাই। কিন্তু তোমার দেশে ফিরিবার আগ্রহ অত্যধিক দেখিয়া আমি সম্মতি দিয়াছি। এই সম্মতি দিবার পূর্ব্বে আমার উচিত ছিল তোমাকে কৃষির বিঘ্ন-বিপত্তিগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বলা। কৃষিতে প্রথম তিনচারি বৎসর আয় করা অসাধ্য ব্যাপার। কৃষি সফল করিতে হইলে নিজেদেরও মাঠে ঘাটে খাটিতে হয়। কৃষির আয় দিয়া সাংস্কৃতিক চর্চ্চার আনুকূল্য করা কঠিন। এইগুলি আমি নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার ইহা খুলিয়া বলাই উচিত ছিল।

তোমার হয়ত ভুল কিছুই হয় নাই, একমাত্র ভুল সম্ভবতঃ শহরের কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া এবং হঠাৎ জমি কিনিয়া ফেলা। তুমি যে লাইনের লোক, তাহার চর্চ্চার সুযোগ লালপানিতে পাওয়া কঠিন মনে হইতেছে। কিন্তু হঠাৎ করিয়া জমি-জিরাত বিক্রী করিয়া অনির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া আসার কোন সার্থকতা নাই। বিদ্যুৎপর্ষদের সহিত যোগাযোগ করিয়া দেখ যে, জলের ব্যবস্থা সত্যই অসম্ভব কিনা। কৃতবিদ্য লোক চাষে নামিয়াছে দেখিলে বর্ত্তমান সরকার কোন সত্যিকার সহায়তা হয়ত করিতে পারেন। হঠাৎ নিরাশ হইয়া যাইও না। মনে সাহস সঞ্চয় কর।

জীবনের আকাশে কখনো রৌদ্র ওঠে, কখনো মেঘ নামে, এই যে অবস্থার পরিবর্ত্তন, তার সম্ভাবনা হইতে জগতে কেহই রেহাই পান নাই। কিন্তু পুরুষ-সিংহেরা নিজেদের লক্ষ্য স্থির করিয়া নিয়া তুমুল ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও নৌকা বাহিয়া যান। ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস লইয়া নিজের প্রকৃত লক্ষ্যের পানে চল। তোমার জীবনের বৈষয়িক লক্ষ্যটি কি, তাহা এই সময়ে ঠিক মত বুঝিয়া লইতে ভুল করিও না। শহর ছাড়িয়া গ্রামে আসিবার সিদ্ধান্ত যখন ঠিক করিলে, তখন গ্রামের

আপদ-বিপদ ও অসুবিধাগুলি চিন্তা করিয়াছিলে কিনা আমি জানি না। কিন্তু গ্রামেই গিয়া পড়িয়াছ এবং নগদ টাকাগুলির অধিকাংশ হয়ত আটক পড়িয়া গিয়াছে। পরিস্থিতির চাপে তোমার অবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত হইয়াছে। আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া অনুরূপ একটা অবস্থায় পড়িতে হইবে কিনা, ভাবিয়া দেখ। যে জিনিষেরই ব্যাপার কর, দোকান চালাইতে কর্ম্মচারী লাগে, বিশ্বস্ত লোকের প্রয়োজন হয় এবং নিজেকেও সতর্ক দৃষ্টি লইয়া শ্রম করিতে হয়। সাঙ্গীতিক-উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা সাংস্কৃতিক অনুশীলন তার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎ চালানো সম্ভব কিনা, ইহাও ভাবিয়া দেখিও। তিনটী প্রতিযোগী বিষয়ের মধ্যে কোনটিকে তুমি বিশেষ করিয়া বাছিয়া নিবে, তাহা দ্রুত ঠিক কর। আমার গানে সখ ছিল, গাহিতে পারিলাম না। চিত্র-শিল্পে আগ্রহ ছিল, আঁকিতে পারিলাম না। ধনার্জ্জনের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দ্রুত অর্থার্জ্জনের কোন রাস্তা ধরিতে পারিলাম না। কারণ, একসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করা সত্যই কঠিন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ আশ্বিন, শুক্রবার, ১৩৮৪
(৭ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—,আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

দীক্ষাগ্রহণের দীর্ঘ সতেরো বৎসর পরে এই প্রথম তুমি আমাকে পত্র দিয়াছ। এই পত্রখানা আমার কাছে দামী। বিশেষ করিয়া দামী এই জন্য যে, সতেরো বৎসরেও তুমি আমাকে ভোল নাই, ভগবানের নামটী ভোল নাই, সাধন করিবার প্রবৃত্তি হারাও নাই, অখণ্ড-সংহিতা পাঠে এখনও রুচিমতী রহিয়াছ।

নামে যাহারা লাগিয়া থাকে, তাহারা ধন্য। সৎপ্রসঙ্গে যাহাদের রুচি, তাহারা ধন্য। পরমেশ্বরের অপার করুণা তাহাদের জীবনকে অভিষিক্ত করে। তুমি ঈশ্বরকরুণায় স্নিগ্ধ হও, শান্তি পাও, এই আশীর্ব্বাদ করি। অনেকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তাহারা বড়ই দুঃখী। নির্ভরের স্থান না পাইয়া মনে মনে কেবল তাহারা বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, শান্তি পায় না, কোনও কিছুতেই সুখানুভব করে না, কেবল হাহাকার তাহাদের বক্ষে তুফান তুলিতে থাকে। ঈশ্বর-বিশ্বাসের এই খানেই সার্থকতা। বিশ্বাসীরা নির্ভর করিতে পারে, প্রতীক্ষা করিতে পারে, সহজে সব সহিয়া যাইতে পারে।

সপত্নী-সন্তানেরা তোমারই উপার্জ্জনে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইবার পর সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও যদি ধনের লালচে তোমাকে উৎপীড়িত করে, তাহা হইলে আর্থিক দিক দিয়া তাহাদের প্রতি তোমার কি কর্ত্তব্য হইবে, তাহা নিজেই চিন্তা করিয়া স্থির করিও। তুমি যখন ইহাদের পিতার সংসারে বধূ হইয়া আসিয়াছিলে, তখন তোমারই সেবায় ইহারা মানুষ হইয়াছে। দুই বৎসরের মধ্যে পতি-বিয়োগ ঘটিলে তুমিই চাকুরি করিয়া ধনার্জ্জন করত ইহাদের বড় করিয়া তুলিয়াছ। এখন ইহারা অকৃতজ্ঞ হইয়া থাকিলে কি করিতে

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

হইবে, নিজেই স্থির কর। ঈশ্বরের নামে তোমার মন, সদ্গুরুর স্মরণে তোমার রুচি। সুতরাং এই ব্যাপারে তোমার কর্ত্তব্য তুমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবে। গৃহপালিত সারমেয় পাগল হইবার পরে কেহ কি তাহাকে পালন করিতে সাহস পায়? পোষা সাপও যদি দংশন করিতে উদ্যত হয় এবং জো বুঝিয়া যদি তাহার দন্তমূলে বিষের সঞ্চার ঘটে, তখনও কি কেহ তাহাকে বুকে পুষিয়া রাখে? বরং দূরেই সরাইয়া দেয়। আত্মরক্ষার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে। বিপজ্জনক সংসর্গ হইতে দূরে থাকাই এই সব ক্ষেত্রে নিরাপদ। অবশ্য স্থান, কাল, পাত্র বুঝিয়া তুমি প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিবে।

কয়েক গণ্ডায় বাচ্চার পিতা হইবার পরেও কোনও কোনও বিপত্নীক স্বামী পুনরায় একটী কুমারী কন্যার পাণিগ্রহণ করে। কৈফিয়ৎ দেয় যে, শিশুগুলিকে বাঁচাইতে হইবে। তারপর এক দুই বা তিন বছরের মধ্যে পটল তুলিয়া দুই তুড়ীতে সংসারকে কলা দেখাইয়া চিরতরে সাধনোচিত ধামে চলিয়া যায়। ইহা এই দেশের হাজার হাজার গ্রামে ঘটিতেছে। ইহা কর্ত্তব্য-পালন নহে, ইহা ব্যসন। তুমি এই ব্যসনের স্বীকার, কিন্তু মানুষরূপে তুমি দেবতাও। তোমার মানুষরূপী অস্তিত্ব একটা সামাজিক প্রথার চাপে লেথা পাইতে চলিলেও দেবরূপী অস্তিত্ব অক্ষয়। তুমি তোমার অন্তর্নিহিত দৈবশক্তির বলে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া নিঃসঙ্কোচে চল। ভগবানের নাম করিতে করিতে তোমার অন্তরে বিমল প্রজ্ঞার বিকাশ ঘটিবে। তখন আর পথ চিনিতে কষ্ট হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ আশ্বিন, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইলাম। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তোমার লক্ষ্য অতীব প্রাংশুলভ্য, কিন্তু দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া লাগিয়া থাকিলে জগতে অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমি যে লক্ষ্যটী স্থির করিয়াছ, তাহা ভুল নহে। লক্ষ্য লাভের যোগ্য প্রতিভাও সম্ভবত পরমেশ্বর তোমাকে দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের প্রত্যেকটী চেষ্টা তাহার ইচ্ছানুসারে সফল হয় না। সফলতা লাভের অনুকূল অনেক-গুলি কারণেরও উপস্থিতি প্রয়োজন। তাহা আবার পরিস্থিতি বা নিজের প্রভাবের অতিরিক্ত জগতের অজ্ঞাত এবং আকস্মিক চাপের উপরে নির্ভরশীল। অর্থাৎ তুমি যে সম্পূর্ণ সুসফল হইবে, তাহার জন্য তোমার ব্যক্তিগত শক্তি-বিনিয়োগ, শ্রমসামর্থ্যই যথেষ্ট নহে। অধিকাংশ কাজগুলি অনুকূল অবস্থায় ও বৈরতাহীন আবহাওয়ায় হইয়াছে কিনা, ইহাও হিসাবে আসিবে। শুধু তাহাই নহে, কত কাল তুমি একটা দুঃসাধ্য কার্য্যে একমনে একপ্রাণে লাগিয়া থাকিতে পারিবে, তাহা নিয়াও একটা বিবেচনা আছে। অথচ আশ্রয় জমাইয়াছ ভারতের এমন এক ব্যয়বহুল শহরে যেখানে টাকাকে লোকে খোলামকুচি আর সোনার গিনিকে লোকে তামার পয়সা মনে করে।

সুতরাং আমার উপদেশ এই যে, স্বকীয় পরিকল্পনাকে সংক্ষিপ্ত ও

সীমিত করিয়া নিজ সামর্থ্যের গণ্ডীর ভিতরে একটু গুটাইয়া আন। মস্ত বড় একটা স্কীমকে চারিদিক হইতে একটু একটু খর্ব্বিত করিয়া আনিলে যদি স্কীমের দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হয়, তবে বড়টাকে চারিধার দিয়া একটু একটু করিয়া কমাইয়া আনার চেষ্টা করা খুবই সঙ্গত হইবে। কপর্দ্দকহীন অবস্থায় স্বীয় প্রদেশ হইতে দুই হাজার মাইল দূরে নিতান্ত অপরিচিতদের মধ্যে গিয়াও যে তুমি আট দশ বৎসর বিরুদ্ধ অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে পারিয়াছ, ইহা তোমার গৌরবজনক যোগ্যতাকেই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত করিয়াছে। বিশ্রাম লইয়া কাজ কর, অক্লান্ত কাজের পরে বিশ্রাম কর। দম ফেলিবার অবসর লোপ করিয়া দিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। যতটা পার, স্বাস্থ্যটিকে বজায় রাখিয়া কাজ কর। সর্ব্বপ্রযত্নে মাদকদ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত থাক। আরও কি কি তোমাকে করিতে হইবে, তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন দেখি না। তুমি আমার দীক্ষিত সন্তান, জগৎকল্যাণের সঙ্কল্প তোমার নিত্যস্মরণীয়। আমাকে যদি ভুলিয়া না যাও, তাহা হইলে কোনও কাজেই তোমার ভুল হইবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২০ আশ্বিন, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের কার্য্য-বিবরণী পাইলাম। তোমাদের অ্যাড-হক কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কাজ তৃতীয় পর্য্যায়ে শুরু করিতে পারিয়াছ জানিয়া তোমাদের তৎপরতায় মুগ্ধ হইলাম। চোখের ক্লেশের জন্য পড়িতে বা লিখিতে পারি না, তাই একথা জানাইতে দেরী হইল।

তোমাদের অপেরা হাউসের অনুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসা দাবী করিতে পারে। তাহার equal রূপে ছোট ছোট সভা-অনুষ্ঠান খুব কাজের কথা। আমি অনেককেই লিখিয়াছি যে, কামানের গুলি ফুরাইয়া গেলে মৌমাছির ঝাঁক পাঠাইতে হয়। মোট কথা কাজে যেন বিরতি না আসে। পেট্রোম্যাক্স নিবিয়া গেলে মোমবাতি জ্বালাইবে। মোমবাতি নিবিয়া গেলে দেয়াশলাই জ্বালাইবে। দেয়াশলাই-এর কাঠি শেষ হইয়া গেলে পাথরে পাথর ঘষিয়া আগুন করিবে। মোট কথা, টেম্পো বজায় রাখিতেই হইবে। * * * এই সব কাজের জন্য যাহারা শ্রম বিনিয়োগ করিয়াছে, তাহাদের সকলকে আমার আশিস জানাইও। তাহারা আমার বিশেষ আশীর্ভাজন হইয়াছে।

আমি ত একলা একটা মানুষ ১৯১৪ সাল হইতে কাজ করিয়া যাইতেছি। থামি নাই বা বিশ্রাম করি নাই। কতবার কত রেলের প্লাটফর্ম-এ বেঁহুশ হইয়া প্রচণ্ড জ্বরে ধুঁকিয়াছি, তবু কাজ ছাড়ি নাই। বাঁকুড়া শহরে এবং ঢাকা শহরে ১০২ ডিগ্রী জ্বর লইয়াও ভাষণ দিয়াছি। বক্তব্য বিষয় মাত্র একটি, চরিত্র-সম্পদ। একনিষ্ঠতা ও একলক্ষ্যতার দৃষ্টান্তের জন্য তোমাদিগকে মহাভারতের একলব্যের কাছে বা ইংল্যাণ্ডের রবার্ট ব্রুসের কাছে যাইতে হইবে না। আমি সশরীরে তোমাদের চোখের উপরে বিদ্যমান রহিয়াছি। আমার দৃষ্টান্ত তোমরা

নিঃসঙ্কোচে অনুসরণ করিতে পার। আমি নিজেকে অতীতে কখনও তোমাদের কাছে তুলিয়া ধরি নাই। তোমাদেরই প্রয়োজনে আমার অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী এই একনিষ্ঠার দৃষ্টান্তের প্রতি সশ্রদ্ধভাবে আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। ইহাতে তোমাদের লাভ, দেশের লাভ, জগতেরও লাভ। আমি প্রতিষ্ঠা চাহি না। যোগ্যতার চেয়ে অধিকতর প্রতিষ্ঠা পরমেশ্বর আমাকে অনেক আগেই দিয়াছেন। আমি প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল নহি। আমি বিশ্ববাসী প্রত্যেকের কল্যাণের কাঙ্গাল।

পাঠপ্রকল্প, কীর্ত্তনানুষ্ঠান ও সমবেত উপাসনা, এই তিনটী কাজকে সমান ব্যাপকতার সহিত করিয়া যাইতে হইবে। অখণ্ড-সংহিতা পাঠ আর চরিত্র-আন্দোলন-সম্প্রসারণ এক কথা। কেননা অখণ্ড-সংহিতার প্রত্যেকটী বাক্য চরিত্র-গঠনের সহায়ক। একদা তোমাদের কোনও কোনও গুরুভাই গ্রামে গ্রামে হাতের লেখা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকরূপে ইহার আবির্ভাব তো অনেক পরবর্ত্তীকালের ঘটনা। যাহারই হাতের লেখা সুন্দর, সেই নকল করিয়া নিয়াছে। আমি কেবল ফুলস্কেপ সাইজের কাগজে চমৎকার বাঁধনে বাঁধা ভারী একখানা বিরাট শাদা কাগজের বহি আট-দশ টাকা খরচ করিয়া আনিয়া তাহাদের হাতে তুলিয়া ধরিয়াছি। ছাপা হইবার পর এখন তোমাদিগকে আর হাতে লিখিয়া নিতে হয় না এবং আধা মণ কাগজের বোঝা বহিতে হয় না। এখন ত তোমরা সস্তার মাল পাইয়াছ। সুতরাং তোমাদের অধিকতর উত্তম নিয়া পাঠ-প্রকল্প চালানো উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২ আশ্বিন, রবিবার, ১৩৮৪
(৯ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ত্রিপুরার এক সীমান্ত শহরে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন-সভার ব্যাপারে তোমরা মহিলারা যে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দিয়াছ, তাহার বিবরণ লোকমুখে শুনিয়াছি। যেখানে মায়েরা জাগ্রত, সেখানে সন্তানের জাতি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। বৈঠকী সভায়, ঘরোয়া আলোচনায়, প্রকাশ্য জনসভায়, সাংসারিক জটলায় এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষাঙ্গনে অর্থাৎ সর্ব্বত্র চরিত্র-গঠন-আন্দোলন নিয়া কথা বলিবে। প্রতিদিন চরিত্রোন্নয়নের আলোচনা করিতে করিতে বক্তাদের, শ্রোতাদের, প্রতিবেশীদের সকলের ভিতরেই আত্মগঠনমূলক উদ্দীপনা বাড়িতে থাকিবে। প্রত্যেকে কাল যাহা ছিলে, আজ তাহা হইতে একটু ভাল হও। প্রত্যেকে আজ যাহা আছ, আগামী কাল তাহা হইতে আর একটুকু ভাল হও। এই ভাবে ক্রমোন্নতি অব্যাহত বিক্রমে গতিশীল থাকুক। এভাবেই সমগ্র দেশের উন্নতি হইবে।

পুত্রকন্যাদিগকে বিদ্যার্জ্জনে উৎসাহ এবং চরিত্র-গঠনে উদ্দীপনা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। একাজটা বাপ-মায়েরা করে না বলিয়াই ত যত বিপদ ঘটিয়াছে। বাপ-মায়ের কর্ত্তব্য সন্তানের প্রতি যোগ্যভাবে করা হইলে, আমরা নিশ্চয়ই আমাদের কর্ত্তব্য শিষ্যশিষ্যাদের প্রতি যোগ্যতর ভাবে করিতে পারিব। পিতামাতার ত্রুটিতে অনেক সন্তান

এমন বেয়াড়া হইয়া যাইতেছে যে, অনেক শক্তিশালী গুরুদেব পথভ্রান্ত শিষ্যদিগকে সংশোধিত করিতে পারিতেছেন না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিতে পারি, যদি পিতামাতারা নিজ নিজ সন্তানের জন্য অবহিত থাকিতেন, তাহা হইলে বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েক জন যুগন্ধর পুরুষ ভারতের সবগুলি লোকের মেরুদণ্ডকে স্বল্পকালেই শক্ত করিয়া গড়িয়া যাইতে পারিতেন। আমরাও মেরুদণ্ড শক্ত করিতে চাহিতেছি। কিন্তু পিতা-মাতারা আগ্রহবান্ হইয়া সহযোগ না করিলে আমাদের আপ্রাণ চেষ্টাও ব্যর্থ হইতে পারে। তাঁহারা কেবল বক্তৃতা শুনিবেন আর হাততালি দিবেন, ইহাতেই উদ্দেশ্য সফল হইবে না। তাঁহাদিগকেও চরিত্রবান্ হইতে হইবে। নিজে মদ্যপ হইয়া পুত্রকে সদাচারী সাধুতে পরিণত রাখা অসাধ্য ব্যাপার। নিজে পশ্বাচারী হইয়া, পুত্রকে দেবচরিত্র দেখিবার সাধ আকাশ-কুসুমবৎ অলীক কল্পনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

মঙ্গলকুটীর, পুপুন্‌কী আশ্রম

২৪ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ১৩৮৪

(১১ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। * * *

তোমরা তোমাদের অন্যান্য বিষয়ের দলভেদ, মতভেদ, প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া পরস্পর সহযোগ করিও। ঝগড়াঝাটি বর্জ্জন করিয়া যে কাজটুকু করিতে পারিবে সেটুকুই মাত্র খাঁটি কাজ হইবে। তোমাদের

ওখানকার ক্ষেত্র ভাল ছিল। কিন্তু ঝগড়াঝাটির জঙ্গল জন্মিয়া যাওয়ায় আস্তাকুড় ঝাটাইবার ঝাড়ু ছাড়া আর কিছুই তোমরা নির্ম্মাণ করিতে পারিলে না। ইহা বড়ই আফ্‌শোষের কথা। তোমাদের মধ্যে ভক্ত আছে, ভাবুক আছে, প্রেমিক আছে, কিন্তু মিল নাই। মিলনটুকু আসিলেই তোমরা অসাধ্য সাধন করিতে পার। বিরোধ একের দোষে হয় না, দোষ দু'পক্ষেরই থাকে। সুতরাং আত্ম-সংশোধন দু'পক্ষেরই করিতে হয়। এ পত্র আমি উভয় পক্ষের জন্যই লিখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৫ কার্ত্তিক, শনিবার, ১৩৮৪

(২২ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু,

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা বিজয়ার স্নেহ ও আশিস জানিও। * * *

আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদাই তোমাদের উপরে রহিয়াছে,— ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, ইহা পূর্ণরূপেই রহিয়াছে। বিপদে-আপদে পরমেশ্বর নিয়ত তোমাদিগকে রক্ষা করুন, এই প্রার্থনা সর্ব্বদাই করি। আরও প্রার্থনা করি, তোমরা যেন ভয়হীন মনে নিজ শৌর্য্যবলে সর্ব্বদাই সর্ব্ব

সমস্তার পূর্ণ সঙ্গত সমাধান করিতে সমর্থ হও। মন যেন কখনও হতাশায় কাবু না হইয়া যায়। তোমরা অনেকেই জীবহিতকল্পে অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিতেছ, এই জন্য তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ সর্ব্বদাই শ্রদ্ধাবিমিশ্র। ব্যক্তিগত লাভ-লোভের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া যে যতটুকু জনসেবা করিতে পারে, আমার দৃষ্টিতে সে তার মানবিক সত্তাকে অতিক্রম করিয়া ততটুকু দেবতা হইয়াছে। ধরিত্রী দেবতায় পূর্ণ হইয়া যাউক, ইহাই আমার কামনা। এইজন্যই তোমাদিগকে আমি বেশী ভালবাসি। ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ-হিংসা হইতে মনকে দূরে রাখিয়া যতটুকু কাজ করা যায়, ততটুকুই খাঁটি কাজ। মাটীর মানুষ খাঁটি কাজ করিয়া দেবতা হয়। তোমরা জনে জনে দেবত্ব লাভ কর, ইহাই আমার কাম্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ কার্ত্তিক, সোমবার, ১৩৮৪

(২৪ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা, সকলে বিজয়ার স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা নানা স্থানে ছোট ছোট সভা করিয়া তাহাতে চরিত্র-

গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নানা আলোচনা করিয়া শ্রোতাদের মনে জাতির বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় পৌছিবার প্রেরণা দিতেছ জানিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি। সাধারণ এই সকল সভাতে দুই তিনশত মানুষের সমাবেশ হইলেই বুঝিতে হইবে, কাজ ভালই হইতেছে। অবশ্য প্রচার ও সংগঠনকালে এই চেষ্টা রাখিতে হইবে, যেন পাঁচশত বা এক হাজার জনতা হয়ই হয়। শ্রোতার সংখ্যা বেশী থাকিলে অল্পশ্রমে বেশী কাজ হয়। কারণ, এত শ্রোতা কখনও এক পাড়ার বা এক গ্রামের হয় না। শ্রোতারা মন দিয়া কথা শুনিলে বুঝিতে হইবে যে, সভা সফল হইয়াছে। প্রকৃত সফলতা হইবে তখন, যখন শ্রোতারা সভাস্থলে শ্রুত কথাগুলি আবার নিজ নিজ গ্রামে পুনরাবৃত্তি করিয়া লোককে শুনাইবেন। এইদিকে একটু দূরদৃষ্টি রাখিয়া কথা বলিলে বক্তাদের বক্তব্য দিনের পর দিন স্পষ্টতর এবং সুন্দরতর হইবে।

তবে, তেমন দামী কথা ধ্যানবল এবং যুগপৎ স্বাধ্যায়ের ফল ব্যতীত প্রত্যাশা করা যায় না।

সভা যেখানে হইতেছে, সেখানে উদ্যোক্তাদিগকে সভার কর্ম্মসূচী বা Agenda তৈরীর কাজে যোগ্য অধিকার দেওয়া উচিত। বাহির হইতে আগত নেতারূপে সম্মানিত ব্যক্তিরা যদি Agenda তৈরীর ব্যাপারে সবটা কর্ত্তৃত্ব নিজেদের হাতেই রাখেন, তাঁহাদের ইচ্ছা স্থানীয় কর্ম্মীদের ইচ্ছা বা আগ্রহকে সম্মানদান না করে, তাহা হইলে দূরাগত এবং স্থানস্থিত কর্ম্মীদের মধ্যে হৃদ্যতার বন্ধন সৃষ্ট হইবার বাধা জন্মে।

স্থানীয় গায়ক-গায়িকারা এবং বক্তারা যাহাতে অল্পাধিক সুযোগ

পায়, তাহা দেখা উচিত। নিতান্ত কুৎসিত কণ্ঠ এবং আনাড়ী বক্তা হইলে কথা আলাদা। স্থানীয় গায়ক-গায়িকা এবং বক্তাদের কিছু কিছু সুযোগ না দিলে তাহাদের সাহায্য নিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামে প্রচার-কর্ম্মকে প্রসারিত রাখিবার প্রকল্পটী কি প্রকারে সফল হইতে পারে, ভাবিয়া দেখ। শহরের নামী বক্তাদের সম্মুখেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া কথা কহিবার অভ্যাসও গ্রাম্য কর্ম্মীর পক্ষে প্রচার-শিক্ষার একটী উপায়।

সুনির্ব্বাচিত কবিতার আবৃত্তি করিতে দেওয়া লাভজনক। মনে রাখিতে হইবে যে, বাহির হইতে বক্তা এবং গায়কেরা কেবল বিদ্যা ফলাইয়া যশ অর্জ্জন করিতেই আসেন নাই, আসিয়াছেন গ্রামের লোকদিগকে অনুরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রবুদ্ধ করিতে। সুতরাং এই উপলক্ষ্যে নূতন কর্ম্মীর আবির্ভাবকে সুসম্ভব করিবার চেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন আছে। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কৈশোরের উৎকৃষ্ট আবৃত্তিকারেরা অথবা ঘরে বসিয়া লিখিত কবিতা মুখস্থ করিয়া প্রকাশ্যে বলনেওয়ালারা ভবিষ্যতে সুসমর্থ বক্তায় পরিণত হইয়াছেন। তবে, একই সভাতে অনেকগুলি আবৃত্তি করিলে বা মুখস্থ বক্তৃতা দিলে সভা প্রাণহীন হইয়া পড়ে। ইহা হইতে দেওয়া উচিত নহে।

সভাপতিকে অভিনন্দনদান দোষের নহে। কিন্তু সভাপতি যদি এমন অশালীন ব্যক্তি হন, যে নিজ প্রশংসা শুনিয়া স্ফীত হইয়া পরে সভাস্থলে সভার উদ্দেশ্য-বিরোধী এবং আপত্তিকর মন্তব্য-সমূহ করিতে থাকেন, তবে সভা পণ্ড হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব যাকে-তাকে কখনো সভাপতি করা উচিত নহে। আর অভিনন্দন-পত্রে

অসত্য প্রশংসাও থাকা উচিত নহে। কাণাকে পদ্মলোচন বলিয়া, মিথ্যাচারীকে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলিয়া বর্ণনা করার মতন বোকামী আর কিছু নাই। কাহারও চরিত্রে প্রশংসনীয় কিছু থাকিলে, সে প্রশংসা অবশ্যই করা উচিত। যোগ্য ব্যক্তি হইলে অখণ্ড-সংহিতা-দান আরও প্রশংসনীয়।

শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ পল্লীগ্রামে গিয়া স্থানীয় উদ্‌যোগী কর্ম্মীগণের দোষ-ত্রুটীর উপর বদ্ধদৃষ্টি না হইয়া তাহাদের গুণগুলি দেখিবার চেষ্টা করিলে ইহার ফলে পল্লীবাসীগণের উৎসাহ ও উৎকর্ষ উভয়ই বাড়িবে।

শহর হইতে বক্তারা এবং গায়কেরা আসিয়া গ্রাম মাতাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, ইহা আমাদের পরম লাভও নহে। এক গ্রামের লোক উদ্‌বুদ্ধ হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামগুলিতে কাজ করিবেন, এইরূপ বাতাবরণ সৃষ্টি করা চাই। শহরের ভাষণে কোন স্থায়ী ফল হয় না। সাময়িক হুজুগ জাগাইতেও সেখানে দামী বক্তার প্রয়োজন। কিন্তু পল্লীগ্রামের কাজ চালাইতে পল্লীগ্রামের খাঁটি কর্ম্মীরা অধিকতর সফল হন। তার একটী কারণ এই যে, পাড়াগাঁয়ের লোক পাড়াগাঁয়ের মন বোঝেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ছোট ছোট অনুষ্ঠানে একই কথা তাহারা বারংবার বলিবার সুযোগ পান। একটা সভাতে অনেক কথা বলার যাহা ফল, অনেকগুলি সভাতে একটি কথা বলার ফল তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী।

পাঠ-প্রকল্প-অভিযানকে যাহারা মূল্যহীন জ্ঞান করে, তাহারা মূর্খ। অখণ্ড-সংহিতা পাঠের কি দাম, তাহা এতদিনেও যাহারা বোঝে নাই,

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তাহাদের কথামত তোমরা চলিও না, চলিলে ভুলই করিবে। সভা হউক, কীর্ত্তন হউক, জপযজ্ঞ হউক, সমবেত উপাসনা হউক বা এই জাতীয় অন্য কিছুই হউক, সবকিছুর আগেই অখণ্ড-সংহিতার সুনির্ব্বাচিত অংশ কিছুটা পড়িয়া লইও। ইহা একেবারে নিয়ম করিয়া লও। আমি নিজে নিতান্ত বাজে লোক হইতে পারি, কিন্তু অখণ্ড-সংহিতার বাণীগুলি বাজে নহে। যতদিন তোমরা ভাল ভাল বক্তা তৈরী করিতে না পারিতেছ, ততদিন তোমাদের প্রত্যেককে অখণ্ড-সংহিতা হইতেই ভাব, ভাষা, ভঙ্গিমা আহরণ করিতে হইবে। তোমাদের যাহা পরম সম্পদ, তাহার তোমরা দাম বোঝ না, শুনিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। অখণ্ড-সংহিতা আজ ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর যাবৎ আগ্রহী কর্ম্মীরা গৃহে গৃহে পাঠ করিয়া শুনাইয়াছে। যখন ইহা মুদ্রিত হয় নাই, তখন হাতে লেখা কপিগুলি নিয়া কর্ম্মীরা গ্রামে গ্রামে ছুটিয়াছে, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনীষীরা শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ শুনিয়াছেন। আর তোমরা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত সভা-সমিতি পাঠ-প্রকল্পের চাইতে বড় মনে করিলে?

তোমরা অনেকেই রিপোর্ট পাঠাও, তাহাতে লক্ষ্য করিয়াছি যে পত্রিকা মারফৎ নাম-প্রচারের চেষ্টাটাই প্রধান। রিপোর্টে অতিরঞ্জন থাকা অত্যন্ত দোষের ব্যাপার। সরল বিশ্বাসে অতিরঞ্জিত খবর ছাপাইবার ফলে বেশ কয়েকবার প্রতিধ্বনির সম্মান-হ্রাস ঘটিয়াছে। একই সংবাদ তিনজনের কলমে আসিলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। দশ বা পনেরটী সভার বিবরণ দুই তিন পাতার মধ্যে আঁটাইয়া লেখা উচিত। যাহাতে একই বক্তার নাম ভিন্ন ভিন্ন সভার বিবরণের সহিত বার বার ছাপাইতে না হয়। তেমনভাবে সংবাদগুলি সম্পাদিত হওয়া উচিত।

একই বক্তার নাম, একই গায়কের নাম, একই সভাপতির নাম, একই মাসের রিপোর্টে বার বার ছাপা হওয়া একটা বিদঘুটে ব্যাপার। তোমরা কোথায়, কবে, কত লোকের সমক্ষে চরিত্র-আন্দোলন করিয়াছ সভা কতক্ষণ চলিয়াছে, মাত্র এতটুকু খবরই প্রয়োজন। বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গ সকল স্থানেরই খবর একসঙ্গে ছাপা হওয়া দরকার। তোমরা বড় বড় রিপোর্ট লিখিলে প্রতিধ্বনির ক্ষুদ্র কলেবরে তাহা আটিবে কেন?

যাহারা কাজ করিতে চাহে, তাহারা লোকের কথায় যেন দমিয়া না পড়ে। যেখানে ব্যূহবদ্ধ হইয়া সাংগঠনিক কাজ করা যায়, সেখানে উর্দ্ধতন কর্ম্মীদের বা কর্ম্ম-পরিচালকদের কর্ত্তৃত্বের চাপে নিম্নতর কর্ম্মীদের যে অনেক সময় আত্মসম্মান আহত হয়, একথা অনুভবে আনিতে না পারা এক প্রকারের হৃদয়হীনতা। ইহা নেতৃত্বের অযোগ্যতাও বটে

কাজ শুরু করিয়া আর থামিতে নাই। বৃথা জল্পনা এবং অকারণ কালাত্যয় না করিয়া সর্ব্বক্ষণ কাজ চালু রাখ, নির্দ্ধারিত কয়েকটা জেলার উপর আমার স্নিগ্ধ প্রসন্ন দৃষ্টি দীর্ঘকাল যাবৎ পড়িয়া আছে, তাহার দুইটী কারণ। একটী কারণ এই যে, শ্রমক্ষম পুরুষ ও নারীর সংখ্যা এই জেলায় অত্যধিক। দ্বিতীয় কারণ এই যে, প্রথম কারণ বশতই ওখানকার কাজে ভাবী সাফল্যের আশা অপরিমেয়। কিন্তু নানা জটিল পরিস্থিতিতে পড়িয়া আমার প্রায় প্রত্যেকটী কল্পনাই কেবল বিলম্বিতই হইয়াছে। অন্য কোন জেলা আমার এত মনোযোগ পায় নাই। এই কারণে এখানকার কাজে সামান্য বিলম্ব ঘটিলে, আমার ভিতরে অসহিষ্ণুতা ঠেলিয়া, ফুলিয়া, ফাঁপিয়া, ফাটিয়া উঠিতে চাহে। একথা আমি গোপন রাখিতে চাহি না।

অতীত যাহার যাহাই হউক, যে নিজে চরিত্রবান্ থাকিয়া আমাদের এই আন্দোলনে যোগদান করিতে চাহিবে, তাহার সেবাটুকু আদায় করিবার জন্য আমাদিগকে অমানী হইতে হইবে, বিনীত হইতে হইবে, বিনম্র হইতে হইবে, মানদ হইতে হইবে, তাহাদিগকে খাটাইয়া নিজের মান বাড়াইতে চেষ্টা আমরা করিব না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১১ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ১৩৮৪
(২৮ অক্টোবর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার প্রথম পত্রখানা সম্ভবতঃ আমার নেত্রগোচর হয় নাই। হইলে, এমন জরুরী পত্রের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে নিশ্চয়ই চেষ্টা করিতাম। প্রতিখানা পত্রকে আমি জীবন্ত একটা মানুষ বলিয়া গণনা করি এবং অভ্যাগতেরা আসিয়া বসিবার ঘরে ভিড় করিলে যেমন সুজন তাহাদের একজনকেও অনাদরে থাকিতে দেয় না, আমিও আমার ব্যবহারে ঠিক তদ্রূপ। তোমার দ্বিতীয় পত্র পাঠ করিয়া

অত্যন্ত বেদনাহত হইলাম। এমন একটা দেশে নারী হইয়া জন্ম লইয়াছ, যেখানে যে-কোনও অবস্থায় তোমাকে নিজের সুনাম, সম্ভ্রম ও সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া চলিতেই হইবে। যে গৃহে তরুণ-কৈশোরে সন্তান-রূপে গৃহীত হইয়াছ, সেই গৃহেরও সম্মান রক্ষার দিকে তোমাকে নজর রাখিতে হইবে। নিঃসন্তান দম্পতীরা অনেক সময়ে পরের সন্তানকে পালন করিবার জন্য নিয়া থাকেন এবং দুই চারিটি স্থলে তাহাদিগকে ঘাড়ের বোঝা বা উৎপাত বলিয়া, আপদ বলিয়া, অবাঞ্ছিত বলিয়া অথবা মানসিক বিকার সৃষ্টি করেন। ইহা আমি কোথাও কোথাও দেখিয়াছি। এই পরিবারে যে তুমি অতি কচি বয়সে পালিতা কন্যারূপে গৃহীতা হইয়াছিলে, ইহাতে তোমার ত যা কোনও দোষ ছিল না। পিতা স্বর্গীয়, মাতা শেষ শয্যায়, এমন অবস্থায় যাঁহারা করুণা করিয়া তোমাকে আদর সহকারে আমারই অনুমতিক্রমে স্বগৃহে নিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা ত তোমার রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়। তোমার পিতৃকুলের সহিত ইহাদের কুল এক না হইলে হয়ত এত বড় দয়াটা তাঁহারা করিতেন না। তোমাদের বংশ ভারত-বিখ্যাত।

নিজ বংশ-মর্য্যাদার সম্মানের দিকে তাকাইয়াও তোমাকে চলিতে হইবে, কেবল নিজ ব্যক্তিগত সম্ভ্রমের দিকে লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না। ইঁহারাই তোমাকে নৃত্যাদি আধুনিক রীতির নানা শিল্প-শৈলী শিখাইবেন, ইঁহারাই তোমাকে নাট্যাভিনয়ে অংশ নিয়া আধুনিক সমাজের যোগ্যা হইবার উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাইবেন এবং সর্ব্বপ্রকার সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিয়া তোমাকে অপবাদের কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত করিয়া দিবার জন্য ক্ষুরধার রসনা পরিচালনা

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

করিবেন,—যুগপৎ এই দুইটী বিপরীত ধর্ম্মী কাজ এক স্থান হইতে কি করিয়া চলিতে পারে, তাহা আমি বুঝিতেছি না। রবীন্দ্রনাথ যখন নারীনৃত্য প্রবর্ত্তন করিলেন, তখন বাংলায় মাত্র দুইটী মানুষ সাহস করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিল। তন্মধ্যে একজন ছিলেন প্রসিদ্ধ এক সাংবাদিক আর একজন ছিলেন মাঠে, হাটে, ঘাটে, শহরে, পল্লীতে, বাজারে, মেঠো বক্তৃতা দেনেওয়ালা এক নিঃসম্বল দরিদ্র সন্ন্যাসী। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হইতেছেন সঞ্জীবনীর প্রাতঃস্মরণীয় সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইতেছি এই আমি, যে তোমাকে কিছুকাল পূর্ব্বে নাট্যবিলাসের চরিত্র-সংঘাত-সম্ভাবনা কালে শুধু মাত্র একটা দীক্ষামন্ত্র কাণে শুনাইয়া দিয়া তোমার চরিত্রের ঐতিহ্য রক্ষা করিবার প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। অথচ আমি তোমাকে বলি নাই যে, নাটক করিও না, নাচ গান হইতে দূরে থাক। আমার দেওয়া মন্ত্র সংযম-সিদ্ধ মন্ত্র। এ মন্ত্র পাইলে আর সাধন করিলে বিনা চেষ্টায় সঙ্কট-সন্ধিক্ষণে আত্মসংযম অটুট রাখিবার মনোবল আপনা আপনি পাওয়া যায়।

তুমি যা এই নামে নির্ভর কর। এই নামের একান্ত ভাবে আশ্রয় লও। সাধন করিতে পরিজনবর্গের বাধা যাহাতে ন্যূনতম হয়, তজ্জন্য গোপনে মনে মনে সাধন কর। আমার দেওয়া নামের মধ্যে আমি আছি, তুমি আছ, আমার দেওয়া নামের মধ্যে আমার, তোমার, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের পরমপ্রভুও আছেন। একথা বিশ্বাস কর। • • • ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১১ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, বিজয়ার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশা করি, শিলচর হইতে মহীতোষের পত্র পাইয়াছ। আমি ঐ একই বিষয়ে লিখিব। আমার লিখিতে কষ্ট হয়, পড়িতে ক্লেশ ততোঽধিক। তথাপি, জরুরী বলিয়া লিখিতেছি।

তুমি কামরূপ জেলা হইতে বদলী হইয়া নগাঁও জেলায় আসিয়াছ। ভালই হইল। ধনীরামের সংগঠন-নৈপুণ্যে গৌহাটী ও তৎচতুষ্পার্শ্বে কাজ ভাল চলিতেছে। ধনীরাম সর্ব্বদা সমভাবের ভাবুকদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে। তাহার সাংগঠনিক সাফল্যের ইহা অন্যতম শ্রেষ্ঠ কারণ। নগাঁওতে যখন আসিয়াছ, তখন এ জেলার সমভাবের ভাবুকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ও বৃদ্ধির চেষ্টা কর। মানুষের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় স্থাপন সাংঘিক ঐক্যকে বর্দ্ধিত করে। ঘরে ঘরে যাও, জনে জনের সহিত কথা বল, ছোট বড় যেমন হউক প্রত্যেকের হাতে একটী কাজ তুলিয়া ধর। পরিচয় স্থাপন কর সদুদ্দেশ্যে, কথা বলিবে মিষ্ট ভাষায়, অদোষদর্শী অনিন্দক ভঙ্গীতে, কাজ দিবে সৎ ও মহৎ। এক রতি একটী হীরার দাম পঁচিশ টন লোহা হইতে বেশী হইতে পারে। দামী কাজ দাও, হোক না তাহা ছোট। কোনটী দামী কাজ, কোনটী বাজে কাজ, তাহা দুই চারদিন কাজ করিলেই বুঝিতে পারিবে। ইহার জন্য খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িতে হইবে না। এক এক জনের কাছে একই উদ্দেশ্যে দশবার

৫

করিয়া যাইবে, বিশবার করিয়া যাইবে, অসংখ্যবার যাইবে, ইহাতে আলস্য থাকিলে চলিবে না। তবে, কোথাও অকারণে যাইবে না, আড্ডা মারিয়া সময় নষ্ট করিবে না। আড্ডা মারা নাকি কবি ও সাহিত্যিকদের বিলাস। এই বিলাস তোমাদের খাটিবে না। তোমরা প্রত্যেকেই একটা করিয়া ঘড়ি রাখ সময়ের সদ্ব্যবহারের জন্য। বার বার ঘড়ি দেখিলে, অথচ আড্ডা মারিয়া সময় নষ্ট করিলে, ইহা নিতান্তই আত্মবিরোধী কর্ম্ম। সকলকে সময়ানুবর্ত্তিতা শিখাইবে, নিজেরা সময়ানুবর্ত্তী হইবে।

ত্রিপুরা রাজ্য ও কাছাড় জেলাতে ব্যক্তিগত-পরিচয়-স্থাপন-চেষ্টার মাধ্যমে তরুণদের মধ্যে নূতন নূতন বক্তা ও কর্ম্মী-সৃষ্টির চেষ্টা ধারাবাহিক ভাবে চলিতেছে। সম্প্রতি কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতেও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ-চেষ্টা চলিতেছে। মধ্যস্থলে গোয়ালপাড়া এবং নগাঁও জেলায় যদি একাজ শুরু হইয়া যায়, তবে তাহার ফল সুদূর-প্রসারী হইবে। সুতরাং প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে কিছু কিছু কাজের ভার দেওয়া উচিত। একথা সত্য যে, প্রত্যেক জেলাতেই কর্ম্মাগ্রহী ছেলেরা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইয়া ঘুমাইয়া জীবনের পরমায়ু নষ্ট করিতেছে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি পছন্দ করে না। তাহাদের মধ্যে অনেকে সাম্প্রদায়িক কোন ধর্ম্মের প্রচারে রুচিবোধ করে না। কিন্তু একটু খুঁজিলেই দেখিতে পাইবে, ইহাদের বুকে দুইটা টোকা দিলেই টের পাইয়া যাইবে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যার ফলে এবং অফুরন্ত ঈশ্বর-কৃপার মহিমায় ইহাদের প্রাণের ভিতরে আস্তিক্য বুদ্ধির ফোয়ারা ছুটিতেছে। একটু চেষ্টা করিলেই ইহাদিগকে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের উৎকৃষ্ট কর্ম্মীরূপে পাওয়া যাইতে পারে।

আমি এতকাল ধরিয়া চরিত্র-গঠন-আন্দোলন করিয়া যাইতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার বক্তৃতার প্রশংসা অসংখ্য লোকে করিল কিন্তু কেহ আসিয়া আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া তরুণদিগকে বলিল না,—"এস ভাই চরিত্রবান্ হও, এস বোন চরিত্র-সাধনা কর।" দেশের পরাধীনতা দূর করিবার জন্য যাহারা ব্যাপক আন্দোলন চালাইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া অন্যেরা কি চরিত্রের উপর জোর দিয়াছেন? স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা চরিত্র-সাধনার উপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়াছেন ও দিতেছেন, একমাত্র তাঁহারাই, আমার মতে, স্বাধীনতার প্রকৃত ভিত্তি রচনা করিতেছেন। নেতৃবর্গের কাহাকেও মফঃস্বলে পাইতে হইলে কত সময়ের জন্য কয় বোতল মদের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, উদ্যোক্তা ও আয়োজনকারীদিগকে তাহার ফর্দ্দটা আগে তৈরী করিতে হয়। কি জাতের মদ্য রাখিতে হইবে, তাহা না জানিলে ত অভ্যর্থনাই মিথ্যা। আমার ন্যায় ক্ষীণকণ্ঠ দুই চারিজন ব্যক্তিদের দ্বারা নানা স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যবসায়-সহকারে প্রচারের যে দীপ-শিখাটিকে জ্বালাইয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা শতগুণিত সহস্র গুণিত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অনুকূল পরিস্থিতি প্রতিধ্বনি মাসিক পত্রিকাখানার সাড়ে ছাব্বিশ বর্ষব্যাপী নিষ্ঠাযুক্ত কর্ম্মের ফলে উপস্থিত হইয়াছে। এখন যাহারা এই আন্দোলনে যোগ দিবে, তেমন তরুণদিগকে খুঁজিলেই পাইবে। এই বিশ্বাসটুকু অটুট রাখিয়া কাজে লাগ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২১শে কার্ত্তিক, সোমবার ১৩৮৪
(৭ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা কাজে নামিয়া গিয়াছ, উত্তম করিয়াছ। তোমাদের উৎসাহ দেখিয়া আমার পুনরায় প্রয়াত যৌবন ফিরিয়া পাইতে ইচ্ছা করিতেছে। তোমরা আমার কণ্ঠ হইয়া, বাহু হইয়া, পদযুগ হইয়া কথা বল, কাজ কর, ভ্রমণ কর। যে কাজে স্থূল শরীর নিয়া আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারিতেছি না, সে কাজ আমার হইয়া তোমরা কর। তোমরা প্রতিটি কুমার-কুমারীর নিকট প্রতিটি কিশোর-কিশোরীর নিকট আমার উচ্চারিত পবিত্রতার বাণীগুলির ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুলিতে থাক। তোমরা সকলের কাণে চরিত্র-গঠনের প্রয়োজনীয়তায় মধু সাগ্রহে সযত্নে ঢালিতে থাক।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে নিয়ত চলমান রাখিবার চেষ্টা করিবে। এই আন্দোলনের ক্রমবিকাশ ও বিস্তার দ্বারাই প্রত্যেকে আমাকে চিরজীবী রাখিবার প্রয়াসে সফল-প্রযত্ন হইতে পারিবে, আমার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করিবার মত নিকৃষ্ট আন্দোলনের প্রতি তোমরা দৃষ্টিমাত্রও দিও না। আমার পূজা আমার কাম্য নহে, চরিত্রের পূজাই আমার কাম্য। চরিত্রহীন ব্যক্তিরা মনে মনে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হউক যে, আমার প্রতিমূর্ত্তিতে মাল্যদানই আমার পূজা

নহে। নিজ নিজ চরিত্রকে কণামাত্র সংশোধন করিয়া নিবার চেষ্টার মধ্য দিয়াই তাহারা আমার পূজা করিতে পারে, এবং তাহাতেই আমার সম্মান ও মর্য্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। আমি প্রাণঢালা প্রেম দিয়া বিশ্ববাসীকে ভালবাসিয়াছি। তাই, আমি তাহাদের প্রতিজনের জীবনে নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা দেখিতে চাহি।

আমার স্বকীয় প্রতিমূর্ত্তি আমি স্বেচ্ছায় কখনও তোলাই নাই। কে যে কখন আমার প্রথম ছবি আমাকে না জানাইয়াই নিয়াছিল, তাহাও আমি জানি না। কিন্তু ইংরাজের পুলিশ মানুষের বাড়ী বাড়ী খানাতল্লাস করিতে গিয়া নাকি সর্ব্বত্র আমার ফটো পায়। সেই হইতেই আমি ইংরাজের চক্ষে এক পরম শত্রু-রূপে প্রতিভাত হইলাম। আমার ফটো কেন অমুকের আর তমুকের ঘরে পাওয়া গিয়াছে, আমার নিকটে অসহিষ্ণু পুলিশের ইহাই ছিল প্রধান জিজ্ঞাস্য। লোকের বাড়ীতে আমার ফটো থাকিলে কেন আমিও ওখানে থাকি না, সেই কথাটী তাহাদেরই জানিবার কথা, আমার জানিবার কথা নহে। কিন্তু এই কারণে আমার ফটো ইংরাজের বিদ্বেষ-দৃষ্টিতে পড়াতে আমি কারামুক্ত হইবার পরে এক লক্ষ ফটো ছাপাইয়া তাহা বিতরণ করিয়াছিলাম। একাজটা আমার নিতান্তই একটা ছেলেখেলা। তখন জিদের বশে এক লক্ষ ফটো বিতরণের অনেক পরে অর্থাৎ আজ বুঝিতেছি যে, একাজ না করিলেও হইত। বৃথা কতকগুলি টাকা খরচ মাত্র।

ইংরাজ আমাদের উপরে অনেক নির্ব্বোধ আচরণ করিয়াছে। আমরাও অনেকে চিন্তা না করিয়া ঝোঁকের বশে অনেক কাজে নির্ব্বুদ্ধিতা দেখাইয়াছি। ইংরাজের পুলিশের উপরে রাগ করিয়া

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

নিজের ফটোগ্রাফ দেশব্যাপী প্রচার করিয়া লাভ আমার কিছুই হয় নাই। বরং এখন যে ঘটা করিয়া নানা স্থানে প্রতিমূর্ত্তির পূজা চলিতেছে, তাহার কার্য্যকর প্রতিরোধ দিতে অসমর্থ হইয়াছি। ভারতবর্ষের মানুষের মনে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব আছে, যাহাতে মানুষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা স্বাভাবিক। কেহ স্বাভাবিক প্রেরণায় কোনও মূর্ত্তি পূজা করিলে আমি জোর করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিতে পারি না কেবল আমি ভারতবাসী বলিয়াই। তোমরা যদি ভবিষ্যতে ফটোর ব্যাপার নিয়া ঐরূপ কলহে প্রমত্ত হও, তবে তাহা এক অভারতীয় কাণ্ড হইবে, যাহার জন্য প্রশংসাভাজন হইবার আশা কদাচ পোষণ করিও না, করিতে পার না। আমি চাহি চরিত্রের পূজা, মানুষের পূজা নহে। আমি চাহি মনুষ্যত্ব ও তাহা সাধন করিবার অধ্যবসায়ের পূজা। কেহ ঘরে বসিয়া গুরুর পূজা করিয়াছে বলিয়া তুমি তাহার মাথায় লাঠি ভাঙ্গিতে পার না। উহা বর্ব্বরতা হইবে। এই সব ক্ষেত্রে ক্রোধ বা জিদ দিয়া সমস্যার সমাধান হইবে না। মাছও ধরিব, পানিও ছুঁইব না, এরূপই একটী সমস্যা ইহা। আমার ফটো পূজা করা প্রয়োজন নহে, ইহাতে লাভ নাই বা লাভ থাকিলেও তাহা যৎকিঞ্চিৎ মাত্র, এই কথাটা নিজেরা মনে রাখিও। প্রচার করিয়া আকাশ-বাতাসে কলহের বাষ্প ও বিদ্বেষের ধূম্ররাজি বিস্তারিত করিও না।—চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে এই ভাবে চালাও। • • • ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩শে কার্ত্তিক, বুধবার ১৩৮৪
(৯ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার কাব্যগ্রন্থখানা পাইলাম। কোনও কোনও কবিতা সত্যই অতীব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। শিক্ষকতায় অবসর নিয়াছ বলিয়া কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিও না। কোন্ উৎকৃষ্ট ভাবকণাটুকু কোন্ যুগের কোন্ তারিখে কোন্ মানুষের কেমন মনে ভাবের ঊর্ম্মিমালা সৃষ্টি করিবে এবং ইতিহাসকে নূতন করিয়া গড়িবার প্রেরণা দিবে, তাহা কেহ জানে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪
(৯ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড এখন আসল হৃৎপিণ্ডের কাজ দিতে পারিতেছে

দেখিয়া খুবই আহ্লাদিত হইলাম। ভগবান্ দয়া করিয়া তোমার আয়ু বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তুমি আমৃত্যু তাঁহার মহিমা-চিন্তন করিয়া সুখে ও নিশ্চিন্তে কাল কাটাইয়া যাও। তোমার তীব্র ও একাগ্র সচ্চিন্তাগুলি ভাবী মানবকুলের পাথেয়-রূপে সঞ্চিত হইতে থাকুক। জীবন্তে ও ম্রিয়মাণ অবস্থায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনের কুশল সম্পাদন তোমার স্থির লক্ষ্য হউক। ভয় নাই, তুমি দীর্ঘজীবন পাইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু —

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। দুশ্চিন্তা একেবারেই করিও না। পরমেশ্বর তোমার সহায় থাকুন, এই প্রার্থনা নিরন্তর করিতেছি। জীবনটা বিশ্ববাসী সকলের কুশল সাধনের জন্য, একাকী নিজ কৃতিত্ব অর্জ্জনের জন্য নহে। সর্ব্বদা এই কথা মনে রাখিও। নিষ্কলঙ্ক সুনির্ম্মল চরিত্র-গঠন করিয়া প্রত্যহ কিছু না কিছু আত্মোন্নতির চেষ্টা করিতে থাক। ইহাতে তোমার কুশলের সহিত বিশ্ববাসীর ব্যাপক কুশলও সাধিত হইতে থাকিবে। তোমার শরীরের প্রত্যেকটী অনু-

পরমাণু, এক একটী গ্রহ বা নক্ষত্রের তুল্য বিরাট সম্ভাবনায় পূর্ণ। ইহাদের প্রত্যেককে বিশ্বের কুশলে নিয়োগ করিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৬)

গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু —

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে সংগঠন কার্য্যে নামিয়া পড়িয়াছ দেখিয়া যার পর নাই তৃপ্ত হইয়াছি। তবে, সংগঠন বলিতে আমরা শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধনের চেষ্টাকে বুঝিও না। জগতে যে যাহার ইচ্ছা শিষ্য হউক বা থাকুক, তাহা নিয়া আমাদের দুশ্চিন্তা নাই। আমাদের চিন্তা এই যে, প্রতিটি মানুষ অপর সকল মানুষের কুশলকামী হউক, কুশলকারী হউক। বিশ্বের কুশল আমাদের লক্ষ্য, জাতি-বিশেষ, ধর্ম্ম-বিশেষ, সম্প্রদায়-বিশেষ বা দল বিশেষের সম্প্রসারণ আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের মন যেন একেবারে অসাম্প্রদায়িক হয়। প্রতিদান-লোভহীন হইয়া তোমরা মানুষের ভিতরে কাজ করিতে থাক, তবেই প্রকৃত সফলতা আসিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শ্রীমান্ নীরোদ চতুর্দ্দিকের সাতটী অখণ্ডমণ্ডলীকে পুনর্গঠিত করিয়া কর্ম্মক্ষম ও কর্ম্মপরায়ণ করিবার যে চেষ্টা করিতেছে, আমি তাহাতে অভিনন্দন জানাইতেছি। কোনও মণ্ডলীর সহিত কোনও মণ্ডলীর ঝগড়া-কলহ থাকিবে না, প্রয়োজন-সময়ে একটী সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে সকলের শক্তি ও অধ্যবসায় একাগ্র ও একনিষ্ঠ হইয়া একই সময়ে প্রযুক্ত হইতে পারিবে, এইটীই যেন পুনর্গঠনের স্বাভাবিক ফল হয়। নবীনেরা নিত্য নূতন অভিযানে যোগদানের সুযোগ পাইবে, প্রবীণেরা তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ সদুপদেশ দিয়া ইহাদের গতি নির্দ্দোষ ও নিরাপদ করিতে চেষ্টা পাইবেন। নবীনেরা প্রাচীনদিগকে অবজ্ঞা করিবে না, প্রবীণেরা নবীনদের কর্ম্মোৎসাহ বর্দ্ধন করিবার প্রয়োজনে নিঃসঙ্কোচে কথা কহিতে ভয় পাইবেন না।—অবস্থাটা এইরূপ হওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় লোকগুলি সব গরীব। গরীব বলিয়াই ত তাহাদের সংঘশক্তি, একনিষ্ঠা এবং মিলিত থাকার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। দুই-পাঁচটা জায়গায় বড় বড় জনসভা দুই-পাঁচটী হইয়া যাইবার পরে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট ছোট সভা অনেকগুলি করিয়া যাইতে হইবে। আমি বারংবার জানাইয়াছি যে, কামানের গোলা ফুরাইয়া গেলে দলে দলে ছোট ছোট ঝাঁকের অসংখ্য মৌমাছি প্রেরণ করিতে হয়।

নিজে সম্মানের কাঙাল না হইয়া আমাকে সম্মানিত করিবার চেষ্টার মধ্য দিয়া নিরভিমান হও। কারণ, নিরভিমান ব্যক্তিই এই কাজে সফলতা আহরণ করিতে পারিবে। কমলপুর-অঞ্চলে পুনর্গঠিত এই সাতটী মণ্ডলীকেই আমি স্বীকৃতি দিতেছি। এখন কাজ চালু কর। দেরী করিয়া সময় নষ্ট করিও না। তোমার বয়স মাত্র ত্রিশ জানিয়া আমি তোমাকে অবজ্ঞা করিব না। ইহাই ত কাজ করিবার বয়স। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(২৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

গত কল্য তোমাদের ঠাকুরনগরের চরিত্রগঠন-আন্দোলন-সম্পর্কিত সভা নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে। এ আন্দোলন আমাদের কোনও স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে, চাঁদা তুলিবার জন্য নহে, যশ কুড়াইবার জন্যও নহে। গত ষাট-বাষট্টি বৎসর যে আমার যশ কীর্ত্তিত হয় নাই তাহাতে ত আর আন্দোলন নিঃস্তব্ধ হইয়া যায় নাই। সত্যের ঢাক আপনি বাজে। তাই প্রতিস্থানে তোমাদের চরিত্রগঠন-আন্দোলনের সভাগুলি প্রত্যাশাতীত সাফল্য অর্জ্জন করিতেছে। সুতরাং মনে কণামাত্র সন্দেহ নাই যে, তোমাদের ঠাকুরনগরের সভা সফলই হইয়াছে।

একটা দুইটা বড় সভা কোথাও সফল হইবার পরে মাঝামাঝি স্থানগুলিতে ছোট ছোট সভাও করিতে হয়। তাহাতে বড় সভার সুফলগুলি গ্রামগ্রামান্তরে দৃঢ়মূল হয়, স্থায়ী হয়, ব্যাপক হয় এবং গভীর হয়। কিন্তু তাহা করিতে হইলে বক্তা-প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। কাছাড় ও ত্রিপুরা ব্যাপক ভাবে তাহা করিয়া যাইতেছে। তোমাদেরও হয়ত তাহা করিতে হইবে। এই বিষয়টা ভাবিয়া দেখিও।

পাড়ায় পাড়ায় পাঠ-প্রকল্পের অনুষ্ঠান করিয়া সুনির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ লোককে শুনাইয়া যাইবার ব্যবস্থা করাও এক উত্তম সূচনা। আমি জীবন ভরিয়া যত কথা বলিয়াছি এবং লিখিয়াছি, তাহার অনেক অংশে তদনুকূল প্রসঙ্গ তোমরা পাইবে। আমার শিষ্য বাড়াইবার জন্য নহে, লোকের চরিত্রোৎসাহ বাড়াইবার জন্য এই কাজ তোমরা করিতে পার। যার উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও নির্ভুল, যার পক্ষে ধীরগতিতে অথচ উচ্চকণ্ঠে পড়া সম্ভব, এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্যকে এই কাজের ভার দিলে কাজ পণ্ড হইবে। ধীর মানে slow, উচ্চ মানে loud. আকাশবাণীর প্রবক্তাদের মত কণ্ঠকে ঘোড়দৌড়ের মাঠে নামাইয়া দিলে শ্রোতার বুঝিতে অসুবিধা হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(২৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মণ্ডলীর অপ্রত্যাশিত কলহের মেঘমালা যখন অভাবনীয় ভাবে আপনা আপনিই অপসারিত হইয়াছে, তখন প্রত্যেক কর্ম্মক্ষম সদস্য ও সদস্যাকে চরিত্রগঠন-আন্দোলনের কোনও না কোনও কাজে লাগাইয়া দাও। শূন্য মস্তিক শয়তানের লীলাস্থল। মানে, লক্ষ্যবস্তু সুস্থির হইলে এবং হাতে কাজ থাকিলে নিতান্ত দুঃশীল লোক ছাড়া প্রত্যেকেই ভাল পথে বিচরণ করে এবং সঙ্ঘের পক্ষে নিরাপদ হয়। প্রেম সহকারে কাজ করিতে করিতে হৃদয়ের পরিবর্ত্তনও ঘটে। সেই পরমশ্লাঘ্য অবস্থাতে মণ্ডলীর কর্ম্মীদিগকে ফিরাইয়া আনিতে প্রাণপণ যত্ন নাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। তোমাদের মণ্ডলীর কলহ এভাবে মিটিবার কোনও স্বপ্ন কেহ কখনো দেখে নাই। কলহ অপ্রত্যাশিত ঈশ্বর-কৃপায় থামিয়াছে। এখন প্রতিটি কর্ম্মীকে কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে। কাজ হইতেছে, প্রত্যেক মানুষকে এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ও প্রত্যয়ী করিয়া তোলা। প্রত্যেকে নিজেদের চরিত্র-গঠনে লাগিয়া যাও, প্রত্যেকে অপরকে চরিত্র-গঠনে প্রোৎসাহিত কর। চতুর্দ্দিকে সুস্থ ও শুভ্র বাতাবরণ সৃষ্টি কর। জনে জনের প্রাণের পরতে এই আগ্রহ অঙ্কিত কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া পাঁচ ঘর গুরুভাইবোন্ তোমাদের শহরে পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। মাত্র দুই তিন জনে মিলিয়া এতদিন প্রায় একা একা যে সমবেত উপাসনা চালাইতেছিলে, তাহারই ইহা গৌণ সুফল বলিয়া মনে করিতেছি। বিশ্বাস কর যে, কৌশল বা অপচেষ্টা করিয়া ধর্ম্ম-জগতের সহকর্ম্মী যোগাড় করার রাস্তা তোমাদের নয়। যে কয়জন সমধর্ম্মীর খোঁজ পাইয়াছ, তাহাদের প্রতিজনের মনে আমাদের আদর্শের ছাপ মারিবার চেষ্টা একান্ত আবশ্যক। আমাদের আদর্শ অসাম্প্রদায়িক, তাই সর্ব্বসম্প্রদায়ের লোকের নিকটে একদা এই আদর্শ বিশেষভাবে সমাদৃত ও সম্মানিত হইবে। কিন্তু তারও আগে প্রয়োজন হইতেছে, তোমাদের নিজেদের ইহার প্রতি অনুরক্ত হওয়ার। তোমরা নানা দেশে নানা ভাবে ছড়াইয়া আছ। কারণ, তোমাদের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা আমার সজ্ঞানে কখনই ছিল না। স্রোতের জলে ভাসিতে ভাসিতে যে যখন যে ভাবে আমাকে সাগ্রহে স্পর্শ করিয়াছে, মাত্র তাহাকেই তখন আমি চুম্বকাকর্ষণে ধরিয়া নিয়াছি। তোমাদের গোষ্ঠীপুষ্টি আমার সচেতন মনের কাজ নহে। আমি সেইরূপ অধ্যবসায়ে কদাচ নামিবও না।

কিন্তু এখন একটা বিষয় সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, যে লোকটার অতি-শ্রম, দুরন্ত পীড়ায় বা অনশনে বহুবার মরিয়া যাইবার কথা ছিল, সে

না মরিয়া এবং অন্যের মুখাপেক্ষী না হইয়া ষাট-পয়ষট্টি বৎসর ব্যাপিয়া একটা আন্দোলন ধারাবাহিক প্রযত্নে চালাইয়া যাইতে পারে। গোষ্ঠী বাড়াইবার উদ্দেশ্য আমার থাকিলে এতদিনে শিষ্যসংখ্যা এক কোটি ছাড়াইয়া যাইতে পারিত। অথচ যেখানে যাও, সেখানেই সমধর্ম্মী তোমরা দুইটা চারিটা পাইয়া যাও। সুতরাং এখন Consolidation বা সংগঠনের প্রয়োজন পড়িয়াছে। সংগঠন মানে অবিন্যস্ত কেশকলাপ সুবিন্যস্ত করা, ছড়ানো বিছানো জিনিষপত্রগুলিকে সিজিলক-মিছিলে আনা, অবান্তর আয়োজনগুলিকে শৃঙ্খলিত করা, প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি বিশেষ ব্যবস্থায় রক্ষা করা। তোমার গুরুভাইবোনদের নিয়া যদি আমার রচনাবলীর সঙ্কলন হইতে কেবল বাছা বাছা কথাগুলিই লোককে শুনাইয়া যাইতে থাক, তবে তাহা দ্বারা এই কাজ সহজ হইবে।

প্রত্যহ রেলযোগে হাওড়া আসিতে ট্রেণে বসিয়া তুমি অপরকে শুনাইয়া শুনাইয়া অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিয়া করিয়া যে এক নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার সুফল ত ইহাতেই প্রত্যক্ষ হইল। অপরকে আলো দাও কিন্তু Convert করিতে চাহিও না। তাহার স্বাধীন মতকে সম্মান দিও। সকলের সকল স্বাধীন মতকে মর্য্যাদা দিয়াও আমরা নিজেদের মত প্রচার করিতে যে পারি, তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল তোমরা প্রতিজনে হও। যার যার জাহাজের ইঞ্জিন তার তার নিজ নিজ বিদ্যুতে চলুক, কিন্তু সমগ্র সমুদ্রকে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিয়া তুমি পথ-নির্ণয়ে নিঃসংশয়তা দান কর। তুমি সমুদ্র-তীরের আলোকস্তম্ভ হও।

ছেলের মন বিপথে যাইতেছে, তাহার রুচি সৎপথে আসিতেছে না,

ইহা দেখিয়াই হতাশ হইয়া যাইও না। বারংবার মধুর-বচনে হিতোপদেশ দিতে দিতে তাহার মন নিশ্চয়ই ফিরাইতে পারিবে। হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। তুমি ও তোমার স্ত্রী মনঃপ্রাণ দিয়া তাহাকে কেবল আশীর্ব্বাদ কর। পিতামাতার ব্যর্থ ক্রন্দন নহে, রুদ্র রোষ নহে, রুক্ষ অভিসম্পাত নহে, পরন্তু পিতামাতার আশীর্ব্বাদই তাহাকে সৎপথাশ্রিত করে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

পুত্রের রুচি-প্রকৃতি বিপথচারিণী হইলে পিতামাতার কি যে উদ্বেগ, তাহা আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু ইহার প্রতীকার শাসন বা রুক্ষ বচন নহে। মধুর ভাষণে বারংবার তাহার মনকে আদর্শ জীবনের প্রতি আকর্ষণ করিতে হয়। তাহাই তোমরা স্নেহসহকারে করিতে থাক। একটী মাত্র ছেলে, তার জন্য ব্যাকুল হওয়া স্বাভাবিক কিন্তু ভগবানে বিশ্বাস হারাইও না। প্রতিটী সৎকার্য্যে তাহাকে ডাক। রাগ করিয়া বা অভিমান করিয়া তাহাকে অনাবশ্যক মনে করিও না। শাসনের দ্বারা বশ করার একটা রীতি দেশে চালু আছে বটে, কিন্তু

তাহা সুগম পন্থা নহে। তাহাতে বিদ্রোহের ভাব প্রায় অবশ্যম্ভাবী। পুত্রকন্যা পিতামাতার বিদ্রোহী হইবে, ইহা ভাবিতে আমার হৃৎকম্প হয়, তীব্র যাতনা জন্মে, অসহ ক্লেশ-তরঙ্গ ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে, মর্ম্মদাহ ঘটে এবং অশান্তির বন্যা বহিতে থাকে. বিনীত বশংবদ পুত্রকন্যাই আমার ধ্যান-নয়নের মণি। কথাটা পুত্ররত্নকে বুঝাইয়া বলিও। কাজ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

এই সঙ্গে দাঁতনবাসী তোমার এক সতীর্থের পত্র পাঠাইলাম। লক্ষ্য করিতেছি, পত্রে একটী সুচিন্তিত কর্ম্মপরিকল্পনার আভাস আছে। হয়ত এই পরিকল্পনা করিবার কালে তোমাদের অনেকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় নাই,—এমন হইলে হইতে পারে। কিন্তু পরিকল্পনাটী চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা চিন্তায় ও কর্ম্মে অগ্রণী, এমন লোকদের কাহারও কাহারও মতামত নেওয়া হয় নাই বলিয়া কেহ তোমরা আপত্তি তুলিও না। পরিকল্পনাটী তোমরা এক কথায় মানিয়া লও এবং ইহাকে আশানুরূপ বাস্তবায়ন দিবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

সাধারণতঃ বাঙ্গালীদের কাজে কথা থাকে বেশী, রূপায়ণ থাকে অল্প। কেবল কথার দাপটে ছুনিয়া উড়ান যায় না বলিয়াই শেষ পর্য্যন্ত কলহ বাঁধিয়া যায় এবং কর্ম্মকাণ্ড পণ্ড হয়।

এই আন্দোলনকে চিরস্থায়ী করিতে হইবে। সুতরাং কোথাও কেহ নূতন চিন্তা, নূতন কল্পনা উপহার দিলে তাহাকে আদর করিতেই হইবে। সত্যিকার কাজে আগে নামিয়া যাওয়া প্রয়োজন, পরিকল্পনার ভুলত্রুটি কাজের মুখেই খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িয়া যাইবে। তোমার সতীর্থ প্রবীরকে যে পত্র দিলাম, তাহার অনুলিপি নিম্নে দেখ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বঙ্গাইগাঁও এর সুখেন্দ্রলাল যে পত্রাংশ তোমাকে প্রেরণ করিয়াছে, তাহা তুমি আবার নিজ অঞ্চলে মুদ্রিত করিয়া পুনর্বিতরণ আরম্ভ করিয়াছ দেখিয়া তোমার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অনুরাগে আমি মুগ্ধ হইয়াছি।

পল্লীতে পল্লীতে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কাজ শুরু করিবার জন্য যে আগ্রহ করিয়াছ, তাহাতে আর ঢিলা দিও না। বনপুকুর সেবাশ্রমের দুই মাসব্যাপী শিক্ষণ-শিবিরের কাজ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরম্ভ করা আমাদের উচিত ছিল। জেলা মেদিনীপুর মধ্যবর্ত্তী

বৎসরাধিক কাল বৃথা কাটাইয়াছে বলিয়া কাছাড়, ত্রিপুরা ও জলপাইগুড়ি জেলার অপেক্ষা তাহাদের কাজ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। এখন তোমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে অতি দ্রুত অধিক কাজ সমাপন করিবার চেষ্টা করা। তরুণ বক্তাদের তোমরা যোগ্যভাবে তৈরী করিতে পার নাই। কেবল চেঁচাইলেই বক্তৃতা হয় না। আস্ফালন করিলেও হয় না। বিজ্ঞাপন ছড়াইলেই সভা সফল হয় না। প্রত্যেকটী বক্তার মনের বীণা এক সুরে বাঁধিয়া নিতে হয়। নতুবা একের বক্তৃতা দ্বারা অপরের কথিত বিষয় খণ্ডিত হইয়া যায়। ফলে শ্রম বৃথা যায়। তোমাদের একটী মাত্র শাস্ত্রগ্রন্থ! তাহা হইতেছে অখণ্ড-সংহিতা। প্রত্যেক বক্তা বাইশ খণ্ড তক্ অখণ্ড-সংহিতার আদ্যোপান্ত পাঠ করিবে এবং সুন্দর সুন্দর সুনির্ব্বাচিত অংশগুলি কণ্ঠস্থ রাখিবে, এমন ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। এই ব্যাপারে তোমরা বাহিরের বক্তাদের উপরে বেশী নির্ভর করিতে পার না। অন্য জেলাতে নানা স্থানে বিরাট বিরাট সভাতে দেখা গিয়াছে যে, সভাপতি কিম্বা প্রধান অতিথি আমাদের চিন্তাধারার কিছুই পরিচয় রাখেন না বা আমাদের কর্ম্মধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীলও নহেন। এমন ব্যক্তিদের ডাকিয়া আনিয়া ক্লেশ দেওয়া এবং নিজেরা হয়রানি হওয়া একান্তই অবাঞ্ছনীয়। সম্প্রতি উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ একটী শহরে একটী সুন্দর অনুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে তোমাদেরই এক বাগ্মিতাশক্তিহীন ভ্রাতার বক্তৃতার দরুণ। তোমরা বক্তা ও গায়ক নির্ব্বাচন করিতে কঠোর হইও। কতকগুলি রাবিশ ঘাটিবার জন্য দূর হইতে শ্রোতারা সময় ও অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতে পারেন না। বাজে লোক দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে বা গান গাওয়াইলে এই বিভ্রাটটী ঘটিবেই ঘটিবে।

ধৃতং প্রেম্না

বনপুকুর-শিক্ষণ-শিবিরের পরে তোমরা আর কোনও শিক্ষণ-শিবির কর নাই। করিবেই বা কি করিয়া? তোমরা সুপ্রিয়ের, সুকুমারের, মৃণালকান্তির বা মহীতোষের শিক্ষণ-শিবির কখনো দেখ নাই। ইহারা নিজেরা যশস্বী বক্তা। অখণ্ড-সংহিতার বাণীগুলি ইহাদের কণ্ঠাগ্রে চিরলগ্ন। গ্রন্থের কোন্ খণ্ডের কোন্ পৃষ্ঠায় কোন্ বিষয়ের আলোচনা আছে, তাহা ইহাদের নখদর্পণে। মেদিনীপুর জেলার মত ইহাদের শিক্ষণ-শিবিরে দুই মাস লাগে না। কোথাও হয় ছয় দিনের শিবির, কোথাও হয় দুই দিনের শিবির। শিক্ষণ-দানের নৈপুণ্যে ছয় দিনে আর দুই দিনেই চালু বক্তা তৈরী হইয়া যায়। তবে, বক্তাকে চরিত্রের সাধনা সঙ্গে সঙ্গে করিতে হয়।

তোমরা এসব স্বচক্ষে দেখ নাই। সুতরাং তরুণ বক্তাদের "টীম" তৈরী করিলে কি ভাবে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। হয়ত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস তোমাদিগকে প্রোৎসাহিত ও প্রবুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছ যে, অনেক বক্তা তোমরা হাতের মুঠায় পাইয়া গিয়াছ। সুতরাং বক্তা বাছাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের একটু খরদৃষ্টি হইতে হইবে। বক্তাকে খুশী করিবার জন্ত নির্ব্বিচারে তোমরা যাহাকে তাহাকে সভামঞ্চে দাঁড়াইবার সুযোগ দিতে পার না। তোমার পত্রে একটু অতিরঞ্জন আছে বলিয়া আমার মনে হইল। তজ্জন্য দোষ ধরি না। কাজে যে আগ্রহী হইয়াছ, ইহাতে আমি খুশীতে উচ্ছল। সবাই এভাবে কাজে আগ্রহী হউক।

একটী সভাতে চারিটীর বেশী বক্তা রাখা ঠিক নহে। যে যতটুকু সুন্দর ভাবে বলিতে পারে, তার অতিরিক্ত তাকে বলিতে দেওয়া উচিত নহে। এই কথাটী ভাল করিয়া মনে রাখিও।

আমি মরিয়া যাইবার পরেও তিন শত বৎসর এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালাইয়া যাইতে হইবে। এই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সব কাজ ধরিবে এবং করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৪শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪

(১০ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

একটা খারাপ বাসায় গিয়া উঠিয়াছ শুনিয়া চিন্তিত হইলাম। পানীয় জল, খাদ্যবস্তু ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যাহাতে দূষিত না হইতে পারে, এমন পরিচ্ছন্নতা ও সদাচারের মধ্য দিয়া জীবন কাটাইতে চেষ্টা করিও। অপরিচ্ছন্নতা ও অসতর্কতা হইতেই আমাদের অধিকাংশ শারীরিক ক্লেশের জন্ম হয়।

ছেলেমেয়েদের সৎশিক্ষার দিকে তীব্র লক্ষ্য রাখিবে। বাড়ীর সদনুষ্ঠান-সমূহ হইতে তাহাদিগকে দূরে থাকিতে দিও না। স্নেহভরে তাহাদিগকে পাঠ, কীর্ত্তন ও উপাসনাতে ডাকিবে।

সাধারণতঃ গরীব পল্লীগুলিতে মানুষ নানাভাবে অসহায়। শিক্ষার

ও সম্পদের দিক দিয়াই শুধু নহে, নৈতিক দিক দিয়াও তাহাদের দুর্ব্বল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুত্রকন্যাদিগকে অনৈতিকতার অশুভ স্পর্শ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৬)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৪ শে কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনটীকে সর্ব্বত্র বিস্তারিত কর এবং চালু রাখ। আমি তোমাদের নিকটে এই আন্দোলনের প্রসার ব্যতীত আর কোনও পার্থিব বস্তু চাহি না। বর্ষ, যুগ, শতাব্দী পার হইয়াও তোমাদের এই আন্দোলন চলিতেই থাকুক। সবল, দুর্ব্বল, ধনী, দরিদ্র, সক্ষম, অক্ষম সকলে এই আন্দোলনে আহুতি যোগাউক। সর্ব্বদেশের, সর্ব্বধর্ম্মের, সর্ব্বগোষ্ঠীর প্রত্যেকটী নরনারী এই আন্দোলনে বলদঙ্কার করিতে থাকুক। ইহার আরম্ভ আছে কিন্তু শেষ নাই, ইহা প্রত্যেকে মনে রাখিও। প্রত্যেকে প্রত্যেককে এই কথাটী মনে রাখিতে সাহায্য কর। আমি স্বদেশ-বিদেশ চিনি না, ধর্ম্মাধর্ম্ম জানি না, সত্যমিথ্যার বিচারেও সমর্থ নহি,—কিন্তু ইহা চাহি যে, জগতের সর্ব্বযুগের সকল মানুষ চরিত্রবান্ হউক, মানুষ নামের যোগ্য হউক এবং মানুষ নামের গৌরব বর্দ্ধিত করুক। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৩৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৮৪
(১৫ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

• • • লোকে ধন-সম্পদকে পরমকাম্য মনে করে। কারণ, তাহা ছাড়া নিরাপদে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করা যায় না। ট্যাঁকে টাকা থাকিলে সমাজে সম্মান আহরণ করা যায়, ইচ্ছা থাকিলে জন-কল্যাণ-সাধনে কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার করা যায়। কিন্তু ধন-সম্পদ আমার কাম্য নহে। আমি চাহি চরিত্র-সম্পদ। এই সম্পদে আমার প্রতিবেশীরা সকলে সুসম্পন্ন হইলে আমার পক্ষে চরিত্রবান্ থাকা সহজ হয়, এই জন্য আমি প্রত্যেক প্রতিবেশীকে চরিত্রবান্ দেখিতে চাহি। এই একটী কথা মনে রাখিয়া প্রত্যেকে কাজ করিও। তোমরা ছোট ছোট করিয়া হইলেও চরিত্র-আন্দোলনের সভা শহরের পাড়ায় পাড়ায় ঘন ঘন করিতে থাক। • • • ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

কাছাড় জেলার পনেরটী জনসভাই বিশেষ সফলতার সহিত সম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। একটী স্থানে কোনও এক গ্রাম্য ধর্ম্মগুরুর শিষ্যেরা ঢিল ছুঁড়িয়াছিল এবং বহুস্বনার (Mike) তার কাটিয়া দিয়াছিল, জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই নাই। যাহারা অজ্ঞান, তাহারা অপচেষ্টা করিবেই। তোমাদিগকে ইহাতে অবিচলিত থাকিতে হইবে। ক্রোধ নহে, ক্ষমা; চাঞ্চল্য নহে, সুধীর সুজনতা; ভয় নহে, দুর্ব্বার দুঃসাহস নিয়া তোমাদের অধ্যবসায়ী থাকিতে হইবে। তোমরা কেহই গ্রাম্য গুরুর শিষ্য নহ, তোমরা বিশ্বগুরুর পতাকাবাহী। তোমরা থাকিবে উদার, অক্রোধ, অনসূয়, অহিংস ও ব্রতনিষ্ঠ কর্ম্মী। তোমাদের সম্বল সত্য, সততা, সরলতা ও স্বাবলম্বন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৩৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তুমি, তোমার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, বধূগণ ও আত্মীয়-পরিজনসহ সকলকে লইয়া আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও। যে সকল প্রবীণ ভক্ত ও সন্তানেরা তোমাদের শহরে আছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার স্নেহ ও আশিস জানাইও। আমি যে-কোনও স্থানে যে-কোনও নির্দ্দিষ্ট একজনকে আশীর্ব্বাদ-লিপি

লিখিবার কালে সর্ব্বস্থানের সর্ব্বজনের প্রতি স্নেহ ও আশিসকে বিস্তারিত করিয়া ছড়াইয়া দেই। আমি একাকী কোনও একজনকে ভালবাসিতে শিখি নাই, একজনকে ভালবাসিলে আমাকে সেই ভালবাসা সকলকে বিলাইতে হয়। এই জন্যই আমি জনে জনে আলাদা করিয়া পত্র লিখি না, একজনের মাধ্যমেই আমার শুভেচ্ছা-বাণী সকল স্থানের সকলকে জানাই। আমার এই ক্ষুদ্র পত্রকে সকলের প্রতি প্রদত্ত পত্র বলিয়া জ্ঞান করিও। তোমরা সৎ হও, সাধু হও, সংযমী হও, তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাস এবং সকলে সকলের জন্য সমভাবে ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত হও, অভ্রান্ত হও, তোমাদের প্রতি ইহাই আমার শাশ্বতী বাণী। এ বাণীর মৃত্যু নাই। এ বাণী চিরকাল সফল হইবে। এ বাণী মানবের দানব-স্বভাবকে, রাক্ষস-চরিত্রকে পৈশাচ আচরণকে সংবৃত, সংযমিত, সম্মিত-সংশোধিত করিয়া মানব-সভ্যতাকে অপমৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবে। তোমরা আমার পরমপ্রিয় আত্মজন। তোমরা এই বাণীকে জীবনে বাস্তবায়িত করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫০
২৯শে কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নদীয়া জেলার চরিত্র-গঠন-আন্দোলন নিয়া যে ছয়টি সফল সভানুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ যদি দ্রুত না প্রেরণ করিতে পার, তাহা হইলে ঐ বিবরণ প্রতিধ্বনিতে প্রকাশ হওয়া অসম্ভব পাঁচ সাত পৃষ্ঠাব্যাপী বিবরণ না দিয়া ফুলস্কেপের একটী পাতার একটী পৃষ্ঠায় সকল স্থানের বিবরণ সুশৃঙ্খলভাবে দিতে হইবে। সভার স্থান, তারিখ, সভাপতির নাম, জনতার সংখ্যা উল্লেখ করিয়া সকল স্থানের বক্তা ও গায়কদের নাম একস্থানে লিখিলেই চলিবে। সাত আটটা সভার জন্য প্রতিধ্বনির এক পৃষ্ঠার বেশী স্থান আমরা দিতে পারিতেছি না। ছয়টী সভায় যদি একই ব্যক্তি সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন, তবে ছয়বার ভদ্রলোকের নাম ছাপাইবার প্রয়োজনটা কি? ছয়টা সভায় যদি একই ব্যক্তি ছয়টী গান গাহিয়া থাকেন, তবে সেই গায়ক বা গায়িকার নাম ছয়বার ছাপিবার কি সার্থকতা আছে? বিভিন্ন সভাতে কে কে সভাপতিকে মাল্যার্পণ করিল, সেই নামগুলি আলাদা আলাদা ছাপিবার কি প্রয়োজনীয়তা আছে? তোমরা যে জনসাধারণের কাছে চাঁদা তোলা ব্যতীতই একটা বিরাট ও হিতকর আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছ, এই খবরটা অন্যত্র প্রচারিত হইলে নানা স্থানের লোকের মধ্যে এই আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা দিয়া ইঁহাকে ব্যাপকতর করিবার জন্য আগ্রহ আসিবে। সেই আগ্রহটী জাগাইবার জন্যই খবর লিখিতেছ, এই কথা মনে রাখিও। কারণ দেশের নানা জেলায় নানা স্থানে যুগপৎ কাজ চলিতেছে,—কেবল তোমাদের জেলার কাজই আমাদের চূড়ান্ত গৌরব নহে। স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় যদি বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ করাইতে পার, তবে তাহা করিও কিন্তু প্রতিধ্বনিতে সংক্ষিপ্ত সংবাদ ব্যতীত প্রকাশ আর সম্ভব নহে।

কাগজের এক পিঠে যে সংবাদ লিখিতে হয়, ইহা সংবাদদাতাদিগকে গত পঁচিশ বৎসর ধরিয়া লিখিয়া আসিতেছি কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা?

তোমরা যে শুভকার্য্য আরম্ভ করিয়াছ, তাহা বহু বহু বৎসর ধরিয়া চালু রাখিতে হইবে। ইতোমধ্যে রাজনৈতিক কত রকমের ঝঞ্ঝা তোমাদের মাথার উপর দিয়া যাইবে, তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিও না। রাজনীতির চর্চ্চা যাহারা করিতেছেন, করুন, তোমাদের রাজনীতির কুটিল আবর্ত্তে পড়িবার কোনও প্রয়োজন নাই। আমি ত মনে করি যে, দেশের কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী, তরুণ-তরুণীদের চরিত্র-বল বাড়িলে দেশের সকল রাজনৈতিক দলও তাহাতে লাভবান্ হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৩০শে কার্ত্তিক, বুধবার, ১৩৮৪
(১৬ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু ঃ—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অনেক পত্র লিখিয়া লিখিয়াও আমার পড়িতে ক্লেশ হইবে ভাবিয়া আর ডাকে দেও নাই জানিয়া তোমার অন্তরের প্রেম-কারুণ্য লক্ষ্য করিয়া সত্যই বিমুগ্ধ হইয়াছি। যদিও পত্রগুলি এখানে আসে নাই

বলিয়া চর্ম্মচক্ষে আমি দেখি নাই, তবু তাহাদের মর্ম্ম ও আবেদন আমার কাছে যথাসময়েই পৌছিয়াছে। এইটুকু দয়া পরমেশ্বর আমাকে না করিলে আমি লক্ষ লক্ষ লোকের সহিত শত যোজন দূরে থাকিয়া কোনও সংযোগ রাখিতে পারিতাম না। যে সব পত্র ডাকে দিয়াছ, তাহার একখানারও জবাব না পাইয়া তুমি যে কণামাত্র দুঃখ পাও নাই, ইহা তোমার পরম নিঃস্বার্থপরতার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তুমি সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু হও এবং জগতের অশেষ কল্যাণ-সাধন কর, এই আশীর্ব্বাদ করি।

তুমি তোমার পিতামাতাকে সুখী করিবার জন্য তাঁহাদের অভিপ্রায়ানুসারে শিলিগুড়িতে একটী বাড়ী করিতে চাহ, শুনিয়া সুখী হইলাম। পিতামাতার সেবার জন্য কেহ কিছু করিবে শুনিলে আমার হৃদয় আনন্দে নাচে, প্রাণ হর্ষে ফুলিয়া ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার এইটী একটী পরমশ্রেষ্ঠ দান। মাতৃপিতৃভক্তি বর্ত্তমান সভ্য সমাজ হইতে অতি দ্রুত দূর হইয়া যাইতেছে। তাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে এই কার্য্যে অনুমোদন জানাইতেছি। তিথি দেখিতে হইলে পূর্ণিমা দেখিয়া অথবা বার দেখিতে হইলে মঙ্গলবার দেখিয়া নিজেদের রুচিমত যে কোনও তারিখে গৃহনির্ম্মাণের কাজ শুরু করিতে পার। আমার মতে বৎসরের প্রত্যেকটী দিনই শুভদিন এবং মাসের প্রত্যেকটী তিথিই শুভতিথি। কারণ, পরমপ্রভুই ইহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তবু বিশেষ করিয়া মানামানির প্রশ্ন মনে জাগিলে মঙ্গলবার অথবা পূর্ণিমাকে বিশেষ দিন বলিয়া মনে করিতে পার। তবে, পিতৃ-মাতৃ-সন্তোষের জন্য যখন গৃহনির্ম্মাণ করিতে যাইতেছ,

তখন তাঁহাদের রুচি, সংস্কার এবং পছন্দের সম্মান রাখিতে চেষ্টা করিও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৩০ কার্ত্তিক, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

মনে হইতেছে, তোমরা একটু আড়ম্বর, একটু জাকজমক, একটু হৈ-চৈ করিয়া আগামী পৌষ মাসে প্রণব-বিগ্রহ স্থাপন, পূজন ও মনন করিতে চাহ। নতুবা বড় আকারের বিগ্রহ করা যায় কিনা, মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মাণ চলে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন হয়ত করিতে না। আমি তোমাদের প্রশ্নের জবাব অকপটে দিতেছি। তবে, এই কথাটুকু বলিয়া রাখিতে চাহি যে, সাধকের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের জন্যই যাহা কিছু করিবার করিও, মানুষের চখে তাক লাগাইবার জন্য কিছু করিও না। বাল্যকালে দেখিতাম, আমার পিতামহের গৃহে শ্রীদুর্গা-প্রতিমা পাঁচ ফুট উচু হইলে প্রতিবেশী অন্য এক ভক্তিমান্ সম্পদশালী আত্মীয়ের বাড়ীতে প্রতিমাখানি সাত ফুট উচু হইত। এবার কলিকাতায় এক স্থানে কালীপ্রতিমা শুনিলাম তেইশ ফুট লম্বা হইয়াছিল। আয়তনে অতি বৃহৎ করিবার মধ্যে বাহাদুরী ফলাইবার অভিপ্রায় ছিল বা আছে কিনা, আমি জানি না। না থাকাই উচিত

কিন্তু যদি তাহা স্বল্প পরিমাণেও থাকিয়া থাকে, তবে এই পূজা আংশিক ভাবে তামসিক হইয়া গেল। বড় উদ্দেশ্যে ছোট কাজ করা মন্দের ভাল কিন্তু ছোট উদ্দেশ্যে বড় কাজ করা একেবারেই পণ্ডশ্রম, একেবারেই যুক্তিহীন। তোমরা প্রণব-যোগে ঈশ্বরার্চ্চনাকে কদাচ হেয় উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত করিও না।

যেখানে পাঁচ কি দশ জন মাত্র ভক্ত উপাসনার্থ সমবেত হন, তেমন স্থানে ছয় ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি উচ্চতার প্রণব-বিগ্রহই যথেষ্ট। যেখানে শতাধিক উপাসক ও উপাসিকা সমবেত হইবেন, সেখানে হয়ত দেড় ফুট বা দুই ফুট মাপের বিগ্রহ প্রয়োজন হইবে। যেখানে পাঁচশত বা এক সহস্র ভক্ত-সমাবেশ, সেখানে হয়ত দুই ফুট হইতে আড়াই ফুট মাপের বিগ্রহ শোভনীয় হইবে। যেখানে এক সহস্র হইতে দুই বা তিন সহস্র উপাসক-উপাসিকার বসিবার প্রয়োজন, সেখানে হয়ত সোয়া দুই ফুট হইতে আড়াই ফুট বা বড়জোর তিন ফুট মাপের বিগ্রহ আবশ্যকীয় হইবে। যেখানে ইহার চেয়েও জনসংখ্যা অধিক হইবে, সেখানে প্রয়োজন আন্দাজ করিয়া বিগ্রহ তৈরী করা যাইতে পারে। এই বিষয়ে নিজেদের শিক্ষাগত সৌন্দর্য্য-বোধকে কাজে লাগাইবে,—হুজুগে কিছু করিবে না।

বিগ্রহ লইয়া শোভাযাত্রা সুসিদ্ধও নহে, অসিদ্ধও নহে। অর্থাৎ একাজটী করিবার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে অধিক যুক্তি দেখিতে পাইতেছি না। তবে, যাহা করিবে, তাহা শান্তিপূর্ণ ভাবে করিতে হইবে।

মৃত্তিকা দ্বারা বিগ্রহ করিলে তাহা বেশী দিন ভাল থাকে না। এজন্য দুর্গাপ্রতিমাদির ন্যায় কোথাও কোথাও জলে নিরঞ্জন হইয়া থাকে। এই প্রথাটী আমার খুব ভাল লাগে না। বিশেষ করিয়া,

জন্মোৎসবের প্রণব-বিগ্রহকে জলে ফেলায় আমি যুক্তি দেখি না। কেহ তাহা ভ্রমবশে করিয়া ফেলিলে রাগও করি না, রুষ্টও হই না। মৃত সংকারের কালে কাগজে মুদ্রিত বা হস্তে লিখিত ওঙ্কার-বিগ্রহ শবদেহে অগ্নিসংযোগের পূর্ব্বে জলে বিসর্জ্জন দিলে, আমার মনে ব্যথা লাগে না, স্বস্তিবোধ আসে। কিন্তু অন্যান্য উৎসবের পূজিত বিগ্রহকে ঘটা করিয়া শোভাযাত্রা করিবার পরে কেন জলে ফেলা হইবে, ইহা আমি বুঝি না। যেখানে অন্যান্য স্থানের নানা বিগ্রহের শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে, সেখানে ওঙ্কারের শোভাযাত্রা আপত্তি-জনক নহে, কারণ ইহাই ত সর্ব্ব-দেবতার সাকল্য-সমাহার। কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বা বিরুদ্ধমনোভাবসম্পন্ন জনগণের আয়োজিত শোভাযাত্রার মধ্যে, প্রথমে বা পশ্চাদ্‌ভাগে স্থান করিয়া নিবার জন্য কলহ-সম্ভাবনাকে বরণ করা আমি ঘৃণা করি। এই জাতীয় বুদ্ধি তোমাদের কখনও উদিত হইলে, তোমরা বিবেকী মানুষের যোগ্য ধীরতা ও সংযম অবলম্বন করিয়া সস্তায় সম্মান লাভের লোভ হইতে আত্মরক্ষা করিও। ওঙ্কার-পূজনের ফলে যেদিন তোমরা দেশ ও জগতের অন্ততঃ কতক অংশ হইতে পাপ, অসত্য, অনাচার, দুষ্কৃতা, পরস্বাপহরণ বিদূরিত করিতে পারিবে, সেদিন তোমাদের শোভাযাত্রা বাহির করিবার যোগ্যতা আসিবে বলিয়া মনে করিও।

বিগ্রহ কাঠের, ধাতুর, প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত হইতে পারে। মাটীর তৈরী বিগ্রহ বেশী দিন একরূপ থাকে না, মাঝে মাঝে তাহাতে মাটি ভরাইতে হয়, রং ফিরাইতে হয়। জন্মোৎসবের বিগ্রহ উৎসব-শেষে গুদামজাত না করিয়া কোথাও কোথাও অশেষ যত্নে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করিতেও দেখিতেছি। এই সব ব্যাপারে আমার বিশেষ

কোনও আদেশ-নির্দ্দেশ নাই। তোমরা কাণ্ডজ্ঞান ব্যবহার করিয়া কাজ করিতে পার। বিগ্রহের বর্ণ যে শুভ্র হইবে, লাল, কালো, নীল বা হলুদে আদি হইবে না, এই কথাটী মনে রাখিবে।

আসল কথা হইল, অনুষ্ঠানের পরে সবাই যেন দেখিতে পায় যে, তোমাদের প্রেম বাড়িয়াছে। মানে, ঈশ্বর-প্রেম, সতীর্থ-প্রেম, মানব-প্রেম, সর্ব্বজীবপ্রেম এবং বিশুদ্ধ নিখাদ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক নিষ্কলুষ সুবিমল প্রেম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১লা অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪
(১৭ নবেম্বর, ১৯৭৮)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সংকাজে নামিলে কিছু নিন্দা এবং কিছু প্রশংসা প্রাপ্য হয়ই হয়। যে নিন্দাটুকু অযৌক্তিক, তাহাও হয়, যে প্রশংসা একেবারে অমূলক, তাহাও হয়। এইজন্যই সংকাজে নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান রাখিয়া নামিতে হয়। যে প্রশংসা তোমার প্রাপ্য নহে, তাহা পাইলে লজ্জিত হইয়া উক্ত প্রশংসার যোগ্য হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং যে নিন্দা তোমার প্রাপ্য নহে তাহা ঘটিলে, উক্তরূপ নিন্দা যাহাতে কদাচ তোমার সম্পর্কে বাস্তবতা-সম্মত না হইতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক হইয়া

চলিতে হয়। এই সব ব্যাপারে সুখী বা দুঃখী, হৃষ্ট বা বিষণ্ণ, প্রসন্ন বা ছায়াছন্ন হইতে নাই। মনের জোর রাখিয়া কাজ কর, অন্যায় মন্তব্যে কর্ণপাত করিও না। নদীয়া জেলার ছয়টী স্থানে ছয়টী চরিত্রগঠন-আন্দোলনের সভা তোমরা যশোলোভে করিয়াছ, এই কথা বলিয়া কেহ তোমাদের সমালোচনা করিলে, হাসিয়া জবাব দিবে,—"হাঁ ভাই, যশের লোভেই কাজ করিতেছি এবং করিব। ছয়টী স্থানে সভা সফল হওয়াতে অন্তরে আত্মপ্রসাদ আসিয়াছে। সুতরাং যদি শক্তিতে, সামর্থ্যে, পরমায়ুতে, আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় বেড় পাই, তবে এই পবিত্র জেলায় অন্ততঃ একশত আটটী স্থানে এইরূপ সভা করিয়া জীবন ধন্য করিব, এই পণ করিয়াছি। এই জেলায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করিয়া হরিনাম গাহিয়া গাহিয়া পথের ধূলির বিভূতি সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়াছেন এবং ভগবৎ-প্রেমের চোখের জলে সকল পথ কর্দ্দমাক্ত করিয়াছেন, সেখানে আমরা কেন প্রতি পল্লীতে, প্রতি প্রান্তরে, প্রতি ঘাটে, প্রতি বাটে হরিওঁ-মহানাম কীর্ত্তন করিতে করিতে জনতাকে আমন্ত্রণ করিব না যে, আমাদের বাবামণি ডাক দিয়াছেন তোমাদের সকলকে চরিত্র-আন্দোলনের পুণ্য সভাতে যোগদান করিতে। ইহাতে আমাদের যশ হয়, আয়ু বাড়ে, আনন্দ উচ্ছলিত হয়। সুতরাং একাজ আমরা বারংবার করিব, নানা স্থানে করিব, তোমাদের সমালোচনায় শুদ্ধ হইয়া যাইব না।"

তোমরা যে এই আন্দোলনের সভা-সমিতি করিবার জন্য জনসাধারণের কাছে চাঁদা চাহ না, ভিক্ষা কর না, এই কথাটা প্রকারান্তরে ভিক্ষাপ্রার্থনা বলিয়া যাহারা ব্যাখ্যা করিতেছে, তাহারা বাংলা ভাষা

জানে না। তাহাদিগকে নিজ মাতৃভাষা শিক্ষা করিতে অতীব বিনম্র চিত্তে অনুরোধ করিও। তোমরা সাধারণের কাছে চাঁদা চাহিলে না, তবু কি দুই চারিজন প্রতারক চাঁদার খাতা নিয়া জনসাধারণের কাছে গোপনে যাইতে পারে না? এইরূপ বিরূপ ঘটনা কোথাও কোথাও সত্য সত্যই ঘটিয়াছে। এই সকল প্রতারণা বন্ধ করিবার জন্য প্রত্যেকখানা বিজ্ঞাপনে প্রচার করা সত্যই আবশ্যক যে, এই সকল সভার উপলক্ষ্য করিয়া তোমরা চাঁদা তোল না। কেহ যদি স্বকপোলকল্পিত অপব্যাখ্যা করিয়া কিছু বলে, তবে তাহার প্রতি কর্ণপাত করিও না।

প্রচার ও সংগঠন যেমন চলিয়াছে এবং চলিতেছে, তেমনই চলিতে থাকুক। পরনিন্দা যেমন দোষ, কর্ম্মক্ষতিকর হইলে আত্মনিন্দাও তেমন দোষ। এই উভয় দোষ হইতে দূরে থাকিয়া কাজ করিতে থাক। নিজেদের অনুচিত নিন্দা নিজেরা প্রচার করিলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হইয়া যায়। নিজেদের দোষ-ত্রুটি নিজেদের মধ্যে সসম্ভ্রম আলোচনা দ্বারা দূর করিবার চেষ্টা করিলে আত্মসংশোধনের ফলে সমুজ্জ্বল পরিবেশও উজ্জ্বলতর হয়। এগুলি কর্ম্মকৌশল। নিজেদের চরিত্র নিজেদেরই চেষ্টায় সংশোধন করিতে হইবে এবং নিজ-চরিত্র-সংশোধন-কামী কর্ম্মীরাই চরিত্রগঠন-আন্দোলনের মত বিরাট কাজকে ক্রমশ আগাইয়া নিতে পারে। যতজনকে পার, এই কথাটী বুঝাইয়া ঐকামতে প্রতিষ্ঠিত কর। ঝগড়া-ঝাটি বর্জ্জন করিয়া কাজ যতটুকু করিতে পারিবে, ততটুকুই তোমাদের fair progress জানিও। বাকী কাজে বিফলতার সম্ভাবনা থাকে। * * *

কোনও কোনও স্থানে প্রতি মণ্ডলী নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে

পারে। কিন্তু একটা জেলায় যেখানে অনেকগুলি মণ্ডলী, সেখানে এক মণ্ডলীর অনুষ্ঠানে অন্য পাঁচটা মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগ প্রয়োজন হয়। সেখানেই চরিত্র-গঠন-আন্দোলন চালাইবার জন্য আলাদা করিয়া একটা সংগঠনের সৃষ্টি আবশ্যক হয়। এই সংগঠন বা Organisation বিভিন্ন মণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কাজের ব্যাপকতা ও সুগমতা সৃষ্টির সহায়তা করে। বক্তার কথাই ধর, গায়কের কথাই ধর, প্রত্যেক মণ্ডলী কি নিজ নিজ বক্তা, নিজ নিজ গায়ক রাতারাতি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিবে? দূরদেশ হইতে কি বিচক্ষণ বক্তা ও নিপুণ গায়ক ডাকিয়া আনিতে হইবে না? প্রত্যেকটী ব্যষ্টি-মণ্ডলী কি নিজ নিজ অনুষ্ঠান সফল করিবার জন্য নানা স্থানের গুণী-জ্ঞানী জনের সঙ্গে যোগ্য ভাবে যোগাযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন না? কাছাড়ে যথেষ্টসংখ্যক সুবক্তা ও সুগায়ক থাকা সত্ত্বেও সেখানে ত্রিপুরা ও বাঁকুড়া হইতে বক্তা নিতে কি হয় নাই? সেখানে দুই তিন শতাধিক অখণ্ড-মণ্ডলীর মধ্যে সাত আট দশটী কি নদীয় জেলার যে-কোনও মণ্ডলী অপেক্ষা শক্ত-পোক্ত নহে? তথাপি সেখানে সংগঠন-কার্য্য চালাইবার জন্য একটা জেলা-সংগঠন গড়িতে হইয়াছে। একাজ দীর্ঘকালের। একাজ বহু ব্যাপকতার দাবীও রাখে। একাজে সমাজের নিঃশ্রেয়স কুশল অবশ্যম্ভাবী। একাজ দল-মত-সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ সর্ব্বজনীন,—তাই প্রতিটি অনুষ্ঠানে বহু মণ্ডলীর মৌন বা মুখর বা উভয়প্রকার সহযোগ নিশ্চিতই প্রয়োজন। একা একা কোনও মণ্ডলী দীর্ঘকাল কোনও সফল অনুষ্ঠান-পরম্পরা চালাইয়া যাইতে পারে না, ইহা ইতিহাস-সম্মত সঙ্গত কথা। তোমাদের মধ্যে যাহারা একা একা কাজ করিতে ভালবাসে, তাহাদিগকে অন্য মণ্ডলীর সহিত

মিলন-মিশ্রণের চেষ্টা করিতে পরামর্শ দিলে ভাল হইবে। একাকিত্বের গোঁড়ামি বা গোঁড়ামির একাকিত্ব, কোনটাই ভাল জিনিষ নয়। কাজ করিয়া যাইতে থাক, কাজ করিতে করিতেই দুর্গম দুস্তর পথ সুগম ও উত্তীর্য্য হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৪)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

কল্যাণীয়েষু :—

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্রে তোমার অন্তরের সুশ্রী চিত্রটী দেখিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। কিন্তু তোমার জীবনোপায়ে সঙ্কট জানিয়া ব্যথিত হইয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, জীবনে উন্নত হও এবং স্বাবলম্বী সুন্দর জীবন যাপনে সমর্থ হও।

নানা অফিসের প্রভাবশালী অফিসাররা দুর্নীতির পথে চাকুরী যোগাড় করিয়া দিবেন, এই আশ্বাসকে বিশ্বাস করিও না। মাঝখান হইতে টাকা মারা যাইবে। আশীর্ব্বাদ করি, সৎ-পথেই যেন চাকুরী পাও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৫)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে কার্য্যকরী করিবার চেষ্টার মধ্যে একটী বিরাট সুফল-সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহা হইতেছে আন্দোলনের ব্যাপ্তির সহিত সমতালে গভীরতা স্থাপন। এই দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়াতে আমি খুবই খুশী হইয়াছি।

সকলে যখন বুঝিয়াছ যে, বহুস্বনা ও গর্জ্জনার প্রয়োজন, তখন এই দুইটী সামগ্রী প্রচারকার্য্যের জন্য যে-কোনও সদুপায়ে সংগ্রহ করার বুদ্ধি উত্তম হইয়াছে। নানা জনের কাছে ধার করিয়া টাকা যখন জোগাড় করিয়াছ, তখন ধারটা যত দ্রুত পার, আগে শোধ করিও। তাহা হইলে পরবর্ত্তী যে-কোনও ব্যাপারে আর্থিক অসুবিধায় সমস্যা-সমাধান আগ্রহ সহকারে করিয়া দিবার লোকের অভাব হইবে না।

বহুস্বনা ও গর্জ্জনার (Mike and Loud Speaker) অপব্যবহারও অনেকে করে। তাহা যেন তোমরা করিও না। অনুচিত ভাবে ব্যবহারের দ্বারা বা অযত্নের দ্বারা জিনিষটীকে দ্রুত নষ্ট হইতে দিও না। ভগবানের কাজে যে যন্ত্রের খরিদ, তাহাতে সম্ভ্রম রাখিও, তাহাকে সম্মান করিও, তাহাকে যত্ন দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৪৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৪
(১৮ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার স্বহস্ত-প্রদত্ত বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রখানা সাদরে ও সানন্দে গ্রহণ করিয়াছি। যে-কাহারও বিবাহ-সংবাদে আমি অত্যন্ত সুখী হই এই ভাবিয়া যে, কোনও না কোন জন্মে আমিই হয়ত স্বয়ং ইহাদের এক বংশধর হইয়া জন্মাইব, জগতের সেবার জন্য, বিশ্ববাসীর কুশলের জন্য। গর্ভ ও ঔরস বংশানুক্রমে পরিশোধিত ও দিব্যান্বিত হইতে থাকিলে একদা ইহাদেরই ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র, যীশু, বুদ্ধ, নানক, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দেরাও আসিতে প্রলুব্ধ হইবেন। বিবাহ কথাটির মানেই হইতেছে ইন্দ্রিয়সুখের দিব্যায়ন-সাধন। আমার দৃষ্টিতে, বিবাহের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর অন্য কোনও অর্থ হইতেই পারে না।

তোমার মাতা পরমা সাধ্বী ছিলেন। তিনি ও তোমার পিতা জগদীশচন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের শিক্ষা পাইয়াছিলেন আর দীক্ষা নিলেন যৌবনে বরিশালে বসিয়া আমার নিকটে। সুতরাং তোমাদের কয়টী ভাইবোনের ভিতরে তপস্যার আংশিক পূর্ব্বানুক্রমিকতা আছেই আছে। সন্তান-সন্ততির দল তোমরা যদি এই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পার, তবে তিন পুরুষে বা নয় পুরুষে তোমরা এক দেববংশের পত্তন করিবে। আমার এই স্বপ্ন তোমাদের মধ্যে সফল হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৭)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

নূতন মণ্ডলী স্থাপন করিতেছ শান্তি, প্রীতি ও ঐক্যের প্রভাব বিস্তারিত করিবার জন্য, ধ্বংস করিবার জন্য নয়। প্রতিবেশী মণ্ডলী-সমূহের সেবকগুলিকে সহযোগ দিবার জন্য প্রবুদ্ধ কর। কোনও বাক্য দ্বারা, চিন্তা দ্বারা, কার্য্য দ্বারা অসৌহৃদ্য সৃষ্টি যেন না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাক। বিনয়, নম্রতা, পরস্পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সদ্‌বিবেচনা চিরকাল সম্প্রীতির বাতাবরণ প্রসারিত করে। নিজ নিজ ভক্তিভাব বর্দ্ধনের জন্য প্রকৃত ভক্তদের সঙ্গ কর। নিজ নিজ সেবাভাবের পুষ্টির জন্য নিরহঙ্কার সেবকদের সংশ্রবে যাও। তার্কিক, দ্বন্দ্বযুদ্ধপ্রিয়, গোঁড়া, জেদী ও অসহিষ্ণু লোকদের কাছ হইতে বা সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা কর। কেহ কুপরামর্শ দিলে তাহাতে কর্ণপাত করিও না। কেহ কাণ-কথা কহিলে ঐ সকল আরোপিত নিন্দাবাক্যে মূল্যদান করিও না। নিন্দিতের অসাক্ষাতে যাহারা তথাকথিত নিন্দকের অভিযোগ-বাক্যগুলি শুনায়, তাহাদের বক্তব্যের মধ্যে শতকরা আশিটি থাকে অবাস্তব, অমূলক, নির্জ্জলা মিথ্যা, এই কথা মনে রাখিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৮)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—,প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

কাছাড়ের পনেরটী স্থানে ভাষণ দিয়া ক্লান্ত হইলেও সুস্থ শরীরে বাঁকুড়া নিজগৃহে ফিরিয়াছ সংবাদে সুখী হইলাম। কাছাড়ের সংগঠনের ধারা ত প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ, ত্রিপুরার ধারার সহিতও গৌণভাবে পরিচিত হইয়াছ। নিশ্চয়ই কিছু শিখিয়াছ। এই শিক্ষাটুকু বাঁকুড়া জেলার ব্যাপক সংগঠনে লাগাইবার কৌশল তোমাদের এখন বাহির করিতে হইবে। সকল জেলার ধাত বা অন্তঃপ্রকৃতি এক নহে। কোথাও তাহা একটু উচ্ছল, কোথাও একটু স্বচ্ছভাবের, কোথাও কাব্যিক, কোথাও গদ্যগন্ধী। এই জন্য কাজের কৌশল বা ষ্টাইল দুই প্রকারের হইতে পারে। ত্রিপুরার ধাতটা তোমার একবার দেখিয়া আসা দরকার। কিন্তু চাকুরী কর সরকারী, ছুটি ইচ্ছানুযায়ী নেওয়া সম্ভব নহে। ভাবিয়া দেখিও, কি করা যাইতে পারে।

আপাতত নিজ জেলায় আগে মণ্ডলীর সংখ্যা-বর্দ্ধন কর। প্রত্যেক মণ্ডলীকে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কিছু কিছু অংশ বাটিয়া দাও। বক্তার যেখানে অভাব, সেখানে অখণ্ড-সংহিতার সুনির্ব্বাচিত অংশ-সমূহ সুস্পষ্ট কণ্ঠে নির্ভুল উচ্চারণে উচ্চৈঃস্বরে ধীরগতিতে পাঠ করিয়া গেলে আংশিক উদ্দেশ্যপূরণ হইতে পারে। কারণ, অখণ্ড-সংহিতা প্রধানতঃ চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের দীর্ঘকালব্যাপী

অনুশীলনের রেকর্ড-বহি মাত্র। ইহা পাঠ করিতে করিতে, ইহার পাঠ শুনিতে শুনিতে, ইহা কণ্ঠস্থ করিতে করিতে দুই চারি মাসের মধ্যে ডজনখানিক বক্তা তোমরাই সৃষ্টি করিয়া লইতে পারিবে। তবে বক্তা হইলেই চলিবে না, বক্তা মহাশয়কে চরিত্রের সাধনাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। এই আন্দোলনে যাহারা সংগঠক, সঞ্চালক, সম্পাদক, বক্তা, গায়ক ও কর্ম্মী হইতে চাহে, তাহাদের নিরত চেষ্টা থাকা উচিত যেন তাহারা প্রত্যহ কিছু না কিছু চরিত্রগত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেই থাকে। আমরা উপদেশ দিয়া লোককে কৃতার্থ করিলাম, কথাটা মাত্র ইহাই নহে। আমরাও নিজ নিজ চরিত্রকে সঙ্গে সঙ্গে সংশোধনে ব্রতী রহিলাম, কথাটা আসলে ইহা।

সম্প্রতি একটী শুভ সংবাদ এই যে, নগাঁও জেলার কর্ম্মীরা চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কে বেশ সচেতন হইয়াছেন এবং নিজেদের জেলার কাজ কোন্ ঢংয়ে করিবেন, তাহা নিয়া মূল্যবান্ আলোচনা শুরু করিয়াছেন। নাগাভূমি, মিকির পাহাড় ও নগাঁও জেলার সকল কর্ম্মীরা শীঘ্রই মিলিত হইয়া এই বিষয়ে পরামর্শে নামিতেছেন। তোমাদেরও কর্ত্তব্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই দুই জেলার এবং মেদিনীপুরের পশ্চিমাংশের সকল মণ্ডলীকে ডাকিয়া আনিয়া অবিলম্বে পরামর্শে বসা। জনসাধারণকে অভয় দিয়া জানাইয়া দিও যে, এই আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে তোমরা তাঁহাদের কাছে চাঁদা তুলিতে কদাচ যাইবে না। আজকাল চাঁদার উৎপাতে ভক্ত মানুষেরাও ভয়ে দুর্গা, কালী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি প্রণাম করিতে যায় না, দেখিতেছি।

প্রত্যেকটী কর্ম্মীকে বিনীত হইতে শিখাও। উগ্র প্রকৃতির কর্ম্মী দিয়া আন্দোলনের সর্ব্বনাশ যেন না হয়। প্রত্যেক কর্ম্মীকে সং-

হইতে প্রেরণা দাও এবং নিজেরাও সৎ থাকিতে চেষ্টা কর। ইহার ফল স্থায়ী হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৪৯)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অখণ্ডমতে শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদি হইলে তাহার বিবরণ প্রতিধ্বনিতে প্রকাশের জন্য দুই তিন পংক্তিতে প্রেরণ করিবে। সাময়িক পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা এই সব খবর পড়িতে বা শুনিতে আগ্রহী নহে। ইহা একটী জরুরী প্রশ্ন। পাঠকবৃন্দকে বিরক্ত করিয়া কেহ পত্রিকা চালাইতে পারে না। সুতরাং এই সব অনুষ্ঠানের ফটোও পাঠাইও না। ফেরৎ দিতে মনঃকষ্ট হয়।

কমলপুর আমবাসা অঞ্চলে পাঁচ সাতটী মণ্ডলীর পুনর্গঠন করিয়া ভাল কাজ করিয়াছ। এই সকল ব্যাপারে স্বর্গীয় ভুবন মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম, ত্যাগ ও সেবার কথা আমি জীবনে ভুলিব না। তিরোধানের পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত সে কাজ করিয়া গিয়াছে। তুমি নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিও।

মণ্ডলীর নিজস্ব গৃহ বা আশ্রম প্রথমেই হইতে পারে না। দীর্ঘকাল মণ্ডলীর কাজ চলিতে চলিতে আস্তে আস্তে হয়ত নিজস্ব গৃহ বা নিজস্ব

আশ্রম হইয়া যাইতে পারে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী কোনও গৃহস্থের গৃহে হইতে পারে। ঋতুর উৎপাত না থাকিলে বৃক্ষচ্ছায়াতেও হইতে পারে। মণ্ডলী থাকিলেই সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাতে সকলকে মিলিতে হইবে। কীর্ত্তনাঞ্জলি দিয়া বিদায় নিলে চলিবে না। যেখানে মণ্ডলী আছে অথচ সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী হয় না, সেখানে আমি মণ্ডলী নাই বলিয়াই ধরিয়া নিব। সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনার নিষ্ঠাটী হইতেছে মণ্ডলীর হৃৎস্পন্দন। হৃৎস্পন্দন না থাকিলে মানুষ বা অন্য জীব মৃত বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রূপ জানিও। কীর্ত্তনে হৈ চৈ থাকে, কিন্তু আমাদের সমবেত উপাসনায় থাকে ধীর প্রশান্তি। এই বিষয়ে কোনও মণ্ডলী আমার নির্দ্দেশ অমান্য করিলে তাহা বর্জ্জন করিও। উপাসনার মধ্যেও ত সীমাবদ্ধ ভাবে কীর্ত্তন আছে, তবে তাহার সুর অপরিবর্ত্তনীয় এবং সুনির্দ্ধারিত। উপাসনার যাহা ফল, কদাচ তাহা কীর্ত্তনাঞ্জলির দ্বারা লভ্য হইবে না। * * * ছোকরারা অনেকে যে কীর্ত্তনাঞ্জলি দিয়াই উপাসনার কাজ সারিতে চাহে, তাহার প্রধান কারণ হইল ইহাদের সমবেত উপাসনার শুদ্ধ সুর সম্পর্কে অজ্ঞতা। কিছু লোকের এই অজ্ঞতা দূর হইয়া গেলেই সমবেত উপাসনা তাহাদের ভাল লাগিবে এবং কীর্ত্তনাঞ্জলি দিয়া কোনও প্রকারে দায় মিটাইবার বুদ্ধি হ্রাস পাইবে। একদল লোক যে কীর্ত্তনাঞ্জলির জন্য জিদাজিদি করে, তাহার মূল কারণ ত বুঝিলে। সুতরাং একদল সুরজ্ঞ উপাসক উপাসিকা সৃষ্টি করিয়া এই ব্যাধির প্রতীকার কর।

তোমরা অনেকেই আমার ভ্রমণ-তালিকার জন্য বারংবার তাগিদ দিতেছ। কিন্তু ভ্রমণ-তালিকা করিলেই দীক্ষাদানের একটী সময়

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

রাখিতে হয়। দীক্ষা দিব না বলিলেও লোকে মানে না এবং এই ব্যাপার নিয়া অনেক স্থানে মারামারি পিটাপিটি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দীক্ষা নিবার পরে নবদীক্ষিতেরা আদর্শ মানিয়া নিয়া বিনীত চিত্তে সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটিতে যোগদান করিলে, তবে ত ঐ ঐ অঞ্চলে পুনরায় ভ্রমণের পিপাসা আমার আসিবে! কীর্ত্তনাগুলি আমি বাধ্যকর করি নাই, এমন কি বিকল্পও ইহা নহে। তবু যে কীর্ত্তনাগুলির জন্য ঝোঁক এবং জিদ, তাহা অযৌক্তিক। আসল কাজগুলিতে উপেক্ষা করিয়া বিকল্প কাজগুলিতে যাহাদের রুচি, এমন শিষ্যদলের গুরুদেবেরা সত্যই দুর্ভাগা। স্থল বিশেষে কীর্ত্তনাগুলি, জপাগুলি, পাঠাগুলি উদয়াস্তও চলিতে পারে কিন্তু নিয়মের এবং নির্দ্ধারিত সমবেত উপাসনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া তাহা চলিবে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫০)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৩ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৮৪

১৯ নভেম্বর, ১৯৭৭

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাকে অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্য করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া তোমরা দেশব্যাপী চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের প্রসারকে রূপায়ণ দিবার জন্য যে যত পার শ্রম কর, ব্যয় কর, আত্মগঠন কর, প্রতিবেশীদের

মধ্যে আত্মশোধনের স্পৃহা জাগাও। জগতের যে-কোনও একটী কোণায় একটী দুর্ব্বল মানুষ চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইতেছে দেখিলে, তাহাতেই আমি অধিক সাহায্য পাইব। কারণ, আমার স্বপ্নের সুন্দরী ধরণী ইহার দ্বারা পরমরমণীয়তায় বাস্তব হইবে। আমাকে টাকা দিবার চেষ্টা না করিয়া তোমরা তোমাদের স্বেচ্ছাদত্ত দানের দ্বারা চরিত্র-গঠন-আন্দোলনটীকে বিশ্বস্তর মূর্ত্তি দান কর এবং এক শতাব্দী যদি নাও পার, অন্ততঃ দ্বাদশ বর্ষ কাল একাদিক্রমে চালু রাখ। আমি একাকী এই আন্দোলনকে ষাট পয়ষট্টি বৎসর চালু রাখিয়াছি — তোমাদের সকলের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় তাহা হাজার বছরও চালু থাকা অসম্ভব মনে করি না। আমি তোমাদের ত্যাগে ও কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস রাখি। জনসাধারণের কাছে চাঁদা তুলিতে যাইও না, উহা হেয় পন্থা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫১)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৮৪

(২০ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণ ভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাইয়াছি। শুধু শারীরিক কুশল জানাইবার জন্য ডাক-খরচ করা যায় না। তোমাদের অঞ্চলের নরনারীদের মধ্যে

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করার কাজে প্রতিজনকে যে লাগিতে হইবে, এই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার জন্যই এই পত্র লিখিতেছি। আজকাল পত্র লিখিতে ক্লেশ হয়। কারণ, চক্ষু আমার বশ নহে।

চরিত্রগঠন বলিতে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি সকলেরই চরিত্রোন্নতিসাধন বুঝিতে হইবে। তোমাদের অঞ্চলে রিয়াং, কাইংফং, মলসুং বা নাগা, কুকী, মিকির প্রভৃতি বিভিন্ন আদিবাসী থাকিলে তাহাদেরও চরিত্রোন্নতি-সাধন বুঝিতে হইবে। পৃথিবীর সমস্ত মানব-গোষ্ঠীগুলিকে একটী মাত্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইলে এই কাজটীরই আগে প্রয়োজন। চরিত্রবান্, শুদ্ধাচারী, সংযমপরায়ণ, সত্যশীল ও জনদরদী হইলে সকল মানুষ কটাক্ষমধ্যে একটী জাতিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে, এই শুভ সম্ভাবনাটী নিশ্চয়ই আমি গগনের দিগন্তে দিগন্তে দেখিতে পাইতেছি।

সব ছেলেমেয়েদের পিতৃমাতৃপ্রণাম করিতে, গুরুজনের বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিতে, বচনে ও আচরণে সত্যশীল হইতে শিক্ষা দাও। এই অকিঞ্চিৎকর বা অতি সামান্য প্রারম্ভ হইতেই বিরাট এক নবযুগের সূচনা হইবে। * * * শহরের বা শহরের মত বড় বড় গ্রামের লোকেরা আমাদের বক্তাদের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইলেই ত চলিবে না, গ্রামের লোকের প্রাণে সেই বাণী প্রবেশ করিয়াছে কিনা, ইহা জানিতে চাহি। গ্রামই ত দেশের প্রাণ। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫২)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা -, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

যাহারা তোমাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও সহযোগ দিয়াছে, তাহাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইও কিন্তু যাহারা দেয় নাই বা দিতে পারে নাই, তাহাদিগকে কদাচ নিন্দা করিও না। চিন্তা, বাক্য ও ব্যবহার দ্বারা বান্ধবের সংখ্যা বর্দ্ধিত কর ; নিন্দা, বিরক্তি বা বিরূপতা দ্বারা অবান্ধব সৃষ্টি করিও না বা কাহাকেও চিরকালের জন্য অমিত্র করিয়া রাখিও না। যে-কোনও সৎ ও মহৎ কার্য্য দীর্ঘকালব্যাপী প্রযত্নে করণীয় থাকিলে এই আচরণ-বিধি প্রত্যেকেরই প্রপালনীয়। ইহা ব্যক্তি, সমষ্টি, সমাজ, গোষ্ঠী, বংশ, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্র প্রভৃতি প্রত্যেকের সম্পর্কে খাটে। ইহাকে উপদেশই বল আর নির্দ্দেশই নাম দাও, পালন করিতে হইবে।

তোমরা এক নূতন যুগের সূচনা করিতে যাইতেছ, যাহার পরিণতি দেশ, জাতি ও জগতের প্রকৃত প্রগতি এবং অভ্যুদয়। সর্ব্বত্র তোমরা মরিচায় ধরা লোহায় ঝামা ঘষিতে থাক। যেখানে যতটুকু পার, গানের সুরকে জীয়াইয়া রাখ।

তোমরা ধনী বা বিদ্বান্ মানুষ খুঁজিও না। তোমরা সচ্চরিত্র, প্রেমিক, বিনয়নম্র-স্বভাব মানুষ খোঁজ। তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া আন। ধনী বা বিদ্বানেরা ইহাদের পিছে পিছে আপনা আপনি আসিবেন। কাজটা কিছুটা ব্যাপক ভাবে করিয়া দেখ যে, আমার কথা সত্য হয় কিনা। ধনীর থাকে দম্ভ, বিদ্বানের থাকে দর্প

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

এবং এই দুইটী দোষের জন্যই ইঁহারা কর্ম্মীর দলে অপাংক্তেয়। যীশুর কয় বস্তা সোণার মোহর ছিল? বুদ্ধ কয়টী বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ার পার হইয়াছিলেন? সিংহ-গর্জ্জন থামিয়া গেলে ঝিঁঝিঁপোকারাই ডাকুক কিন্তু ডাকুক তাহারা একই সুরে একই লয়ে। মেঘগর্জ্জন থামিয়া গেলে ভেককুলই ডাকুক, কিন্তু ডাকুক তাহারা সমস্বরে সমতালে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৩)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইলাম। আমাকে কাগজে কলমে পত্র না লিখিয়া মনে মনে জানাইলে অনেক সময় সে কথা আমি জানিতে পারি। তবে, কখনও কখনও পারি না। কারণ, আমি ঈশ্বর নহি। আমি সাধারণ মানুষ মাত্র। মানুষের অসম্পূর্ণতা আমার মধ্যে আছে। কিন্তু মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাগুলি আমার মধ্যেও আছে, তোমার মধ্যেও আছে। কেহ কেহ নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া পূজিত হইতে দেখিলে বড় সুখী হন, কিন্তু আমি হই না। তুমি যখন নিজেও ঈশ্বর, তখন আমার ঈশ্বর হইতে আপত্তি নাই। জগজ্জোড়া তোমরা থাকিবে নগণ্য মানুষ, আর আমি একা একা হইব ঈশ্বর, এমন ঈশ্বর হইবার আমার সাধ নাই। আমি সকল মানুষকে ঈশ্বর বানাইতে আসিয়াছি। রিপুর দাসরূপে সামান্য মানুষ

থাকিতে আমি কাহাকেও দিতে চাহি না। আমার এই সাধটী যেদিন পূর্ণ হইবে, সেদিন ঈশ্বর, মহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমমহেশ্বর প্রভৃতি কোনও আখ্যা গ্রহণেই আমার আপত্তি থাকিবে না।....... ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪

(২২শে নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার সহিত আমার পূর্ব্বপরিচয় নাই। হঠাৎ আসিয়া নিজেকে গুরুতরভাবে বিপন্না বলিয়া পরিচয় দিয়াছ এবং বিপদের একটী আংশিক বিবরণ দুই একটী বাক্যে কহিয়াছ। তাহা হইতে আমি সুস্পষ্ট কোনও ধারণা করিতে পারি নাই। সুতরাং তোমাকে কি ভাবে কি সহায়তা করিব, তাহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। অনুমানে বুঝিলাম, তোমার বিপদ আসিয়াছে গুরুদেব-নামধারী কোনও বিশেষ ব্যক্তি হইতে বা তাঁহার উপদেশে পরিচালিত কতকগুলি মানুষ হইতে, সুখ্যাত ও অখ্যাত অনেক গুরুদেবেরই আচরণ ও অভিপ্রায় সম্পর্কে নানারূপ অভিযোগ বাতাসে উড়িতেছে বটে কিন্তু পরদোষানুসন্ধানে মন দেওয়ার অবসর আমার নাই বলিয়া সত্য মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায় মাথা গলাই না। তদুপরি, সঙ্গত ভাবেই হউক বা অসঙ্গত ভাবেই

হউক, ভারতীয় নরনারীদের মানসিক জগতের উপরে গুরুদেবদের যাহা প্রভাব, তাহাতে এই ব্যাপারে অনধিকার-চর্চা করিতে গেলে সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক হইবে কিনা, তাহাও ভাবিবার। গুরুদেব বলিয়া যদি কাহাকেও মানিয়া থাক এবং তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিতে গিয়া যদি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রতিকার-চেষ্টার চাপ তাঁহার স্কন্ধেই চাপান উচিত। তবে যে দেশে অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়াও জনমত হঠাৎ ঘুষ খাইয়া বা ভীতিপ্রদর্শনের নিকট নতি স্বীকার করিয়া হাওয়া-বদল করে, সে দেশে বিচারালয়েও সুবিচার পাওয়ার আশা সুদূর-পরাহত বলিয়া মনে করি।

সুতরাং তোমার নিকট-আত্মীয় ও পরিজনদের মধ্য হইতে বিশ্বাস করিবার যোগ্য পাত্র খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে এবং তাঁহাদের সৎ-পরামর্শ অনুসারে চলিয়া নষ্ট সম্পদ ও হৃত অধিকার আদায় করিতে হইবে। আমি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, আমি কি করিয়া এই সব কাজে তোমাকে সহায়তা করিতে পারি? ইহা আমার সাধ্য বা যোগ্য কাজ নহে।

তোমার স্বামী কতকগুলি সন্তানের দায়িত্ব তোমার উপরে রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাদের প্রতি দায়িত্বপালনের উপায়ন তোমাকে স্বামীর দেওয়া কারখানাটী হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং তুমি উহা পরহস্তগত হইতে দিতে পার না। ধনলুব্ধ ব্যাধেরা তোমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিতে চাহিলেও তোমার কাজ-কারবার তোমার বিষয়-সম্পত্তি তুমি কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে পার না। যাহাতে যোগ্য প্রতিরোধ দিতে পার, তাহার জন্য নিরন্তর ঈশ্বর-স্মরণ করিতে থাক। পরমেশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিতে করিতে তোমার হৃদয়ে

সাহস আসিবে, তোমার মস্তিষ্কে বুদ্ধি আসিবে, তোমার শরীরে বল আসিবে, তোমার হতাশা দূর হইবে। এক পরমেশ্বর ছাড়া ত্রিজগতে তোমার কেহ বন্ধু নাই, এই ভাব নিয়া ঈশ্বরের নামে মজ, ঈশ্বরের নামে ডোব।

আমার ধনবল নাই, জনবল নাই, বিদ্যার বল নাই, জ্ঞানের বল নাই। তাই নিতান্ত নিরুপায় হইয়া তোমাকে ঈশ্বরপ্রেমের উপদেশ দিলাম। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, আর সব ক্ষণিক ও মিথ্যা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার শরীর-মনের ভার, আমার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, আমার ইহকাল পরকাল, আমার সুখদুঃখ ও ভালমন্দ সব আমি পরমাত্মচরণে অর্পণ করিয়াছি। সুতরাং আমার শরীরের কুশল-অকুশল জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি? যতক্ষণ এই শরীর নিয়া সজ্ঞানে আছি, ততক্ষণ নিরন্তর পরমেশ্বর-স্মরণ করিতে করিতে কাজ করিব এবং কাজ করিতে করিতে পরমেশ্বর-স্মরণ করিব, এইটুকু মাত্র আমার অভীপ্সা।

তোমরাও যে যতটুকু যাহা পার, পরমেশ্বরকে দাও। দেখিবে, তোমার সুন্দর হস্তলিপির প্রতিটি সুশ্রী অক্ষরের ন্যায় জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম এক একটী শুভ্র-কুসুমের পরম-লোভনীয় রূপ-বৈচিত্র্য পাইবে।

যাহাকে দেখিতে পাও, তাহাকেই ডাকিয়া বল, এস ভাই আমরা পরমেশ্বরের হস্তধৃত যন্ত্র হই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেকটী অখণ্ড এবং অনখণ্ড পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তিকে বা ভক্তকে আমার প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ জানাইও। তোমরা প্রত্যেকে জগৎকল্যাণের যোগ্য হও। তোমরা প্রত্যেকে বিশ্ববাসীর হিতৈষী হও। আমি যে কাজগুলি আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষ করিতে পারি নাই, তাহাকে বিকশিত ও বিস্তারিত করিবার জন্য প্রত্যেকে যত্নশীল হও। তোমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় পৃথিবীর পাপ, তাপ, অপরাধ কমিয়া যাউক।

তোমাদের প্রদত্ত যাবতীয় বস্ত্র পাইয়াছি এবং আনন্দ সহকারে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু এত কাপড়-চোপড়েরও প্রয়োজন ছিল না বাবা। আমাকে প্রমাণ সাইজের একখানা গামছা দিলে আমি মনের খুশীতে উদ্বেল হইয়া আনন্দে নাচিতে থাকি। এমন অল্পে

সন্তুষ্ট আশুতোষকে অত বোঝা-লক্কর দিয়া কি লাভ ? বেশী দিলেই কি বেশী আনন্দ করিব ? আমাকে যখন যাহা দিতে চাহ, তাহা আমার এই ভৌম শরীরটার কাছেই পৌছাইয়া না দিয়াও আমাকে উত্তম রূপে ও স্থায়ী ভাবে দিতে পার। তাহার উপায় হইতেছে, চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে ব্যাপক এবং স্থায়ী করা। আমার পার্থিব শরীর পৃথিবীতে কয়দিন থাকিবে ? কিন্তু তোমাদের চরিত্র-আন্দোলনের সুফল অতীব দীর্ঘস্থায়ী হইবার সম্ভাবনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের আদরের দান বস্ত্রখানা পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। সারা বৎসরে আমার বস্ত্রের প্রয়োজন মাত্র ছয়খানা। বিরাট বস্ত্রখানাকে আমি মাঝখানে কাটিয়া দুইখানা করিয়া পরি। অনেক বস্ত্র, অনেক জামা, অনেক তোয়ালে যদি আসিয়া হাজির হয়, তবে আমি বিভ্রাটে পড়িয়া যাই। এই জন্যই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ এই যে, এই ভাবে অধিক অর্থব্যয় না করিয়া তোমরা যদি চরিত্র-আন্দোলনের সম্প্রসারণ-কল্পে সকলে মিলিয়া কিছু কিছু

ব্যয় কর, তবে, তাহাতে বাঙ্গালী ও অসমীয়া উভয় সম্প্রদায়ের লোকের অশেষ মঙ্গল হইবে। আসামে যে জিনিষটা কখনো ছিল না বা অতীতে থাকিয়া থাকিলেও কাহারও স্মরণ নাই, সেই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে তোমরা যদি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পার, তবে মানব-জাতির এক মহাকল্যাণ-সাধন করিলে, বাঙ্গালী-জীবনের একটা গৌরব আসামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যোরহাট, শিবসাগর, মারকাটিং, মরিয়ানী, গোলাঘাট, বরপাথর, সেখানে তোমরা ইতিমধ্যে কিছু কিছু কাজ করিয়াছ। তার ফল নিশ্চয়ই শুভ হইবে। সকলে সকলকে উৎসাহ দাও। সকলে সকলের সহযোগ করুক। যে কাজের লক্ষ্য হইতেছে জগদ্ধিত, সে কাজ একবার শুরু করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া উচিত নহে। যেখানে যে যতটুকু কাজ করিয়াছ, তাহার পরে আরো কাজ করিবার জন্য তোমাদের চেষ্টিত হওয়া প্রয়োজন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫২)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

(২৩ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

বালুরঘাটের নরেনের মত একজন অখণ্ডের পরলোকপ্রয়াণ-সংবাদে খুবই বিচলিত হইয়াছি। একজন সেনাপতি ধরাশায়ী হইলে তাহার মতন বিক্রমী দুই জন সাহসী সৈনিককে রণক্ষেত্রে নামাইয়া দিবার মত সংগঠন আমাদের হয় নাই। আমরা যাহাতে নরেন্দ্র নাথ দের মত আরও অনেক সংঘকর্ম্মী পর পর পাইয়া যাইতে পারি, তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে সংগঠন-কার্য্য চালাইতে হইবে।

পুপুন্‌কী আশ্রমের স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠ হইতে পৌষ মাসে চারি পাঁচটী ছাত্রবক্তা কয়েক দিনের জন্য তোমরা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার জন্য চাহিতেছ জানিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু এবার কলেরা, বসন্ত আদির টীকা তাহাদের এখনও দিতে পারি নাই বলিয়া মনে কুণ্ঠা আসিতেছে। পড়াশুনার ক্ষতি হইবে কিনা, এই বিষয়ের চিন্তা প্রধান শিক্ষক করিবেন। পড়াশুনার ক্ষতি না করিয়া চারিটি ছাত্রকে প্রচার-কার্য্যে পাঠাইতে পারিলে আমার কোনও আপত্তি নাই। * * *

যুবকেরা এখন তোমাদের কাজে আগাইয়া আসিতেছে শুনিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। লোকমুখেও আমি এই শুভ-সংবাদটী শুনিয়াছি। নবীনদিগকে কাজ করিতে দাও, প্রবীণেরা তাহা তত্ত্বাবধান কর। গোড়ায় ত জরিপের খুঁটি তোমরাই পুতিয়াছ। তাহারা প্রত্যেকটী খুঁটির চিহ্ন দেখিয়া কাজ করুক। বক্তৃতার প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বিনয়ের। নবীন-প্রবীণ সকলে তোমরা সম্পর্কে ভ্রাতা ও ভগিনী—প্রভু ও দাস নহ। নবীনের প্রতি সমাদর আর প্রবীণের প্রতি সম্মাননা-বোধ তোমাদের কাজকে অশ্বমেধের

মর্য্যাদা দান করিবে। কেহই যেন কাহারও কাছে হেয় না হয়। আবার অতিরিক্ত ব্যক্তিত্ব-বোধ যেন একজনকেও দাম্ভিক, অসামাজিক ও অনভিপ্রেয় না করে। ফরমুলা আমি সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহীই দিয়াছিলাম, কিন্তু অনেক মণ্ডলীতে মিথ্যা ও অসার ব্যক্তিত্ব-মোহ মণ্ডলীর ভিত্তিমূল শিথিল করিয়া দিতেছে। বাঙ্গালীর স্বভাবই কলহপ্রিয়তা, এই কথা বলিয়াই মনকে সান্ত্বনা দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। আদর্শবাদীই যদি কেহ হইয়া থাকে, তবে কেন সে অহঙ্কারকে দমাইতে পারিবে না? কেন সে রসনাকে সংযমের শাসনে রাখিতে পারিবে না? কেন সে নিজ আচরণের ত্রুটি খুঁজিতে যত্নবান্ হইবে না? কেন সে সতীর্থের অপরাধ ক্ষমা করিবে না? নানা স্থানে এইরূপ সমস্যার উদ্ভব দেখিয়াই আমি কথাগুলি লিখিতেছি। তোমাদের বালুরঘাট সম্পর্কে এই সকল মন্তব্য নহে। বালুরঘাটকে আমি সোনারঘাট নাম দিয়াছি। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলন বাহিরের শ্রোতাদের চরিত্রোন্নতিরই শুধু আন্দোলন নহে, ইহা আমাদের নিজ নিজ

চরিত্রের উন্নতি-সাধনেরও আন্দোলন। আমাদিগকে নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের সকলের উৎকর্ষ-বিধানের ইহা আন্দোলন। এই আন্দোলন শুধু objectiveই নহে, ইহার subjectivityই কিন্তু প্রধান কথা। আমরা অমৃত পানে অমর হইতে চাহি কিন্তু পুরাণের দেবতাদের ন্যায় দৈত্য-দানবদের বঞ্চনা করিতে চাহি না। আমরা সকলকে সমভাবে অমৃত বিলাইব। আমাদের চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সেই অমৃত বিলাইবার আন্দোলন।

আমাদের বক্তাদের প্রত্যেককে বিশেষ ভাবে বলিয়া দিও, বুঝাইয়া দিও, হৃদয়ে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিও এই বাক্যটীকে যে, আমরা আত্মসংশোধনের মূল উদ্দেশ্য লইয়াই বিশাল বিস্তৃত জনতার মধ্যে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ভাবধারা বহাইয়া দিতে আগ্রহী ও অগ্রণী হইয়াছি। সবাই ভাল না হইলে আমরা যোগ্য প্রতিবেশের অভাবে নিজেরা খারাপ হইয়া যাইব, এইরূপ আশঙ্কার কারণ আছে। প্রতিটি ব্যক্তি চতুর্দ্দিকের ব্যক্তিদিগকে, প্রতিটি পরিবার চতুর্দ্দিকের পরিবার-সমূহকে, প্রতিটি সমাজ চতুর্দ্দিকের সমাজ-সমূহকে, প্রতিটি দেশ বা রাষ্ট্র চতুর্দ্দিকের দেশ বা রাষ্ট্রসমূহকে সৎ হইবার সাহায্য করুক, সহায়তা দিক্, উৎসাহ প্রদান করুক, সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিক্,—ইহারই নাম চরিত্র-গঠন-আন্দোলন। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমার পিতামহ কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাকে অকাতরে আর্থিক সাহায্য করিতেন। কেহ কেহ মন্তব্য করিত,—"গাঙ্গুলী মহাশয় বৃথা অপচয় করিতেছেন।" ঠাকুর দাদা হাসিয়া বলিতেন,—"আমি জুয়াখেলার দান ফেলিতেছি। যদি কোনও একটা বিবাহের ফলে নবদম্পতীর বংশে একটা মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করে, তবে জগৎ ধন্য হইয়া যাইবে।"

সুতরাং তোমরা কেহ যদি কন্যাদায়গ্রস্তকে উদ্ধার করিবার কাজে সহযোগ কর, তবে তাহাতে আমার আনন্দের অবধি থাকে না।

অসবর্ণ পাত্রের যদি চরিত্র ভাল হয়, স্বাস্থ্য ভাল হয়, আর্থিক অবস্থা ভাল হয় এবং পারিবারিক প্রতিবেশ আধ্যাত্মিকতায় উন্নত হয়, তবে আমার চক্ষে অসবর্ণ বিবাহ দোষের নহে। ভাল'র কিছুই মিলিল না, অথচ শুধু দৈহিক তাড়নায় একটা বিবাহ হইয়া গেল, এইরূপ ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহকে শাসন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য মনে করি। অবশ্য জাতিভেদ-প্রথা ভাল, না মন্দ, এই বিষয়ে আমার সুস্পষ্ট কোনও অভিমত গঠিতই হয় নাই। জাতিভেদ ভাল, না মন্দ, জাতিভেদ চলিয়া গেলে কত দিনে যাইবে, জাতিভেদ থাকিয়া গেলে কত দিন থাকিবে, এই সকল বিষয়ে আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। সুতরাং ইহা গায়ের জোরে আমি সমর্থনও

করি না, বিমর্দ্দনও করি না। স্বভাবের গতিতে নদীর যখন কূল ভাঙ্গে, তখনও আমি বলি, "চমৎকার", স্বভাবের গতিতে নদীতে যখন চর পড়ে, তখনও আমি বলি "চমৎকার।" উভয় অবস্থার জন্য আমাদের তৈরী থাকিতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪
১২ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৩৮৪
(২৮ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

এই সঙ্গে তোমাদের অঞ্চলের একটী মহিলা-অভিযাত্রী-দলের চরিত্র-গঠন-আন্দোলন সম্পর্কিত বিবরণ-পত্র প্রেরণ করিলাম। এই কাজটীতে হাত দিবার পূর্ব্বে মহিলারা স্থানীয় অখণ্ডমণ্ডলীর সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন কিনা, বুঝা গেল না। প্রতিবেশী একটা শক্তিশালী মণ্ডলীর কোনও কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নাকি এই অভিযান সম্পর্কে অনুকূল মত পোষণ করেন না। তাহা সঙ্গত, না অসঙ্গত, ইহা আমার জানা প্রয়োজন। ত্রিপুরা ও কাছাড়ে যে চরিত্র-আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে আমরা মায়েদের আসিয়া আন্দোলনে যোগদান সম্পর্কে কিছু কিছু নিয়ম ও বিধি পালনের

দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছি। স্থানীয় অবস্থার উপরে সেই সকল নিয়ম ও বিধি পরিকল্পিত বা নিয়ন্ত্রিত হইবে বলিয়া স্থির করিয়াছি। জেলা জলপাইগুড়িও সম্ভবতঃ এই দিকে নজর রাখিয়াছে। তোমাদের জেলায় কি হইয়াছে বা বড় বড় মণ্ডলীগুলি কি কি ভাবিয়াছেন, তাহা আমার জানা প্রয়োজন। নারীর সুনাম ও সম্ভ্রম রক্ষা করিয়া প্রতিটি কাজ করিতে হইবে।

আজিকার যুগে নারী-পুরুষের নিঃশঙ্ক মেলামেশা অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইচ্ছা থাকিলেও কেহ ইহার হাত হইতে রেহাই পায় না। সুতরাং এক শতাব্দী আগেকার উন্নাসিক মনোভঙ্গী নিয়া চলিলে হইবে না। এমন কি, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের অর্দ্ধ-উন্নাসিকাতাও বর্জ্জন অত্যাবশ্যক। কিন্তু সম্ভ্রম, সুনাম, সম্মান, আত্মমর্য্যাদা এবং আত্মপ্রসাদের কষ্টিপাথরটীকে হেলায় দূরে ফেলিয়া দেওয়া চলিবে না। সর্ব্বজীবে প্রেম এক সুমহৎ আদর্শ। সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি এক অসাধারণ কৃতিত্ব। তাহা অর্জ্জন করিবার পথকে সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও কলহে কণ্টকিত করিলে পথ-চলা বন্ধ হইয়া যাইবে। সুতরাং পথ চলার অনুরোধেই পথে সম্মার্জ্জনী-প্রহারের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করিও না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

হরিওঁ (৬২)

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু:—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমরা যে যে স্থানে চরিত্র-গঠন-আন্দোলন একবার শুরু করিয়াছ' সেই সেই স্থানে এই আন্দোলনকে আর থামিয়া যাইতে দিও না। চালু রাখ। আমি যদি পার্থিব শরীরে আর কখনও তোমাদের অঞ্চলে নাও আসি, তবু যেন শত শত বর্ষ ব্যাপিয়া এই আন্দোলনের শোরগোল, এই আন্দোলনের কোলাহল, এই আন্দোলনের উপদেশ, নির্দ্দেশ, গুঞ্জন চারিদিকে অবিরাম চলিতেই থাকে। একদিন হঠাৎ থামিয়া যাইবে, এই জন্য এই আন্দোলন নহে। আমরা কেহ ব্যক্তিগত-ভাবে ইহা দ্বারা স্বার্থবান্ হইব, এই জন্য এই আন্দোলন নহে। আমরা যশস্বী হইব, কীর্ত্তিমান্ হইব, খ্যাতিমান্ হইব, সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় হইব, এই জন্য এই আন্দোলন নহে। মানুষ জাতি জাতি-হিসাবে অভ্যুদয় লাভ করিবে, দেবতা হইবে, দেবতাদের পূর্ব্বপুরুষ হইবে, জগতের সকল প্রাণীর ভয় দূর করিবে, এই জন্য এই আন্দোলন। এই কথা মনে রাখিয়া প্রত্যেকে দীর্ঘকালের জন্য শ্রম-স্বীকারে প্রস্তুত হও। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া ত্যাগ-স্বীকার তোমাদিগকে করিতে হইবে। আমি যে গান গাহিয়া গেলাম, গাহিয়া যাইতেছি এবং চিরকাল গাহিব, তাহার রাগিণীর রেশ তোমরা শূন্যে মিলাইয়া যাইতে দিও না। আমি নিজের জন্য কাতর হইয়া কখনও গান গাহি নাই।

ছোট ছোট অনুষ্ঠান অবিরাম অনেকগুলি করিতে থাকিলে তাঁহার সামগ্রিক সুফল অনেক স্থলে বড় বড় সফল অনুষ্ঠানের চেয়েও বেশী হয়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট জনসভা লক্ষ লক্ষ হইয়াছিল। উহাই ত ছিল গান্ধীজীর প্রকৃত বলের উৎস। অতীত বাংলার বিপ্লবী যুবকেরা

তিন জন আর চারিজনে মিলিয়া ছোট ছোট পরামর্শ-সভা করিতেন। তাহারই ফলে ব্রহ্ম হইতে সিন্ধু পর্য্যন্ত আসমুদ্র হিমাচলের ইংরাজ-রাজত্বের ভিত্তি সর্ব্বপ্রথমে কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ছোট গ্রাম বা ছোট অনুষ্ঠানকে তোমরা অবহেলা করিও না। কামানের গোলা ফুরাইয়া গেলে ছোট ছোট মৌমাছির ঝাঁক পাঠাইতে হয়। ইহাই সংগঠন-কর্ম্মের কৌশলগত রহস্য। তবে, আমাদের ভিতরে রাজনীতি নাই, আমাদের আকর্ষণ মানবতার আদর্শের প্রতি।

কোনও একটা সুবৃহৎ পরিকল্পনা লইয়া কাজ চালু রাখিবার ধ্যান ও সঙ্কল্প থাকিলে মণ্ডলীর বার্ষিক নির্ব্বাচনে কর্ম্মীদের নামের ও পদের পরিবর্ত্তনাদি অনেক সময়ে সঙ্গত নহে। কিন্তু কাহারও ডিক্‌টেটারশিপ্‌কে স্থায়ী করিবার জন্য এই কথার প্রয়োগ অসঙ্গত। পূর্ব্ব বৎসরের কর্ম্মনির্ব্বাহ-কমিটির কিঞ্চিৎ সম্প্রসারণ করিয়া যে ভাবে মণ্ডলীর পুনর্গঠন করিয়াছ, তাহা ভাল হইবে মনে হয়। কাজ করিতে করিতে বুঝিতে পারিবে যে, আরও ভাল কি ভাবে হইতে পারে। এই বিষয়ে আমার নির্দ্দেশ না নিলেও চলে। কাজ না করিয়া কেবল কথা বলিলে পদাধিকারীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে, কিন্তু আসল লাভ কিছুই হইবে না। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-১৪
১৪ অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৪
(৩০ নবেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

ব—শহরের শ্রীজ—কে যে পত্র লিখিলাম, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যথা,—"তোমরা সকলে অহিংস মনোভাবের চর্চ্চা করিবে। ঘৃণা ও বিদ্বেষ পরিণামে জয়ী হয় না। সংখ্যায় তোমরা কম নহ কিন্তু সংখ্যার বলই প্রকৃত বল নহে। ঐক্য-বলই প্রকৃত বল। সখ্যভাব হইতে ঐক্য আসে। প্রেম প্রীতি ক্ষমা ছাড়া সখ্য আসে না। আত্মসংশোধনের মধ্য দিয়া অপরকে সংশোধিত কর। মনে রাখিও, তোমাদের সঙ্ঘ ধর্ম্মসঙ্ঘ, ইহা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। কেহ কাহাকেও অজ্ঞানতা বা আত্মবিস্মরণ হেতু অসম্মান করিয়া থাকিলেও হাসিমুখে ভুলিবার চেষ্টা কর। এই হাসি বা এই ভুলিয়া যাওয়া পরাজয় নহে। ইহা বরং প্রতিপক্ষের লজ্জা।"

ইহার অতিরিক্ত তোমাকে বলিতে চাহিতেছি যে, সর্ব্বত্র বয়োজ্যেষ্ঠ কর্ম্মীদের নিজেদের মধ্যে সখ্য, সম্প্রীতি, ঐক্য ও একাত্মতা না দেখিলে তরুণেরা বর্ষীয়ানদের নিন্দনীয় বৈরথের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লজ্জিত হয় না। বর্ষীয়ানদের আত্মকলহকে তরুণেরা অনুকরণীয় উদাহরণ-স্বরূপে ধরিয়া লয় এবং জটিলতায় ও কুটিলতায় স্বয়ং কৌটিল্যকে অতিক্রম করিবার চেষ্টা করে। ভীমের আস্ফালন, দুঃশাসনের পশ্চাদপসরণ, রাবণের নির্লজ্জতা ও শূর্পনখার দুরাকাঙ্ক্ষা তখন তরুণদের মধ্যে সুবিস্তারিত হইয়া পড়ে এবং পেট্রোল-মিশ্রিত চিনির সরবতের ন্যায় যাবতীয় সুপেয় অপেয় হইয়া পড়ে। লোক হাসাইবার এমন সহজ সরল উপায় আর কিছু নাই। তোমরা এসব হইতে সতর্ক থাকিও।

তোমরা করিতেছ চরিত্র গঠন-আন্দোলন। তোমাদের আচরণে এমন কোনও অসঙ্গতি থাকা উচিত নহে, যাহা মানুষকে ভুল

বুঝাইতে পারে। গুটি কয়েক শহুরে লোকের সহিত গুটি কয়েক গ্রামীণ লোকের দেখাশুনা উঠাবসার অর্থ যদি এই দাঁড়ায় যে, রামরাবণের যুদ্ধ বা ইংরেজ-জার্ম্মেণের যুদ্ধ হইবেই হইবে, তবে তোমাদের কষ্ট করিয়া আমার শিষ্য হইবার কি প্রয়োজন ছিল? কথাটা ভাবিয়া দেখিও।

ক্রোধ মাত্রেই সঙ্গত হইতে পারে না। ক্ষমা মাত্রেই অসঙ্গত হইতে পারে না। মাত্রা-জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। সঙ্গতি-বোধেরও প্রয়োজন আছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৪ অগ্রহায়ণ ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

একই খামে তোমার দুইখানা পত্র পাইলাম। দুই পত্রের তারিখ এবং বিষয়বস্তু দুই মেরুতে অবস্থিত। এত কথার জবাব দিবার সময়ও নাই, শারীরিক সামর্থ্যও নাই। সংক্ষেপে লিখিব।

যে আসনে বসিতে শরীরে অক্লেশ-পটুতা আসিবে, নাম করিতে সেই আসনেই বসিবে। পদ্মাসন, গোমুখাসন আদি কয়েকটী আসন পরীক্ষা করিয়া দেখ।

যে নামে প্রাণ সহজে মজে, তাহাতেই লাগিয়া যাইবে। দশ বিশ পঁচিশটা নাম জপিতে যাইও না। একটী মাত্র নাম বাছিয়া লও। একই নাম প্রত্যহ করিবে। নিত্য নূতন নামের আশ্রয় নিও না।

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের উপরে উৎপীড়ন করিও না। যে নাক দিয়া যখন শ্বাস বহে, তখন সেই নাক দিয়াই বহিতে দাও। ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে সমর্পণ কর। তোমার কর্ত্তাগিরির প্রয়োজন কি?

তোমার স্বপ্নটী বিচিত্র কিন্তু তাৎপর্য্যপূর্ণ। হত্যারু মেয়েরা শিশুটীকে সংহার করিতে চলিয়াছে আর তুমি তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছ। ইহাই ত মানব-জীবনে তোমার প্রধান কর্ত্তব্য। যেখানে নারীরা শিশুমার, সেখানে তুমি শিশুরক্ষী। ভগবান্ তোমাকে মানুষের সন্তানদিগকে বাঁচাইবার অধিকার, দায়িত্ব, গৌরব ও ইঙ্গিত প্রদান করিলেন। এই স্বপ্ন সত্য হউক। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৫৫)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমাকে যদি সুখী করিতে চাহ, আমাকে সুখী করার মধ্যে যদি কেহ আত্মপ্রসাদ পাও, আমার সুখকে যদি তোমরা কেহ কাম্য মনে কর, তবে বিচ্ছিন্নকে মিলাও, বিক্ষিপ্তকে আকর্ষণ কর, দূরের মানুষকে নিকট কর, পরকে, শত্রুকে, দ্বেষভাজনকেও আপন কর, বন্ধু কর, প্রাণসম প্রিয় কর। এই একটী কামনাই ত তোমাদের সম্পর্কে আমার আছে। অন্য স্বার্থ চাহি না, কখনও চাহি নাই, ভবিষ্যতেও চাহিব না। যেরূপ কাজ করিলে

অপরের সহিত বিরোধ, ব্যবধান, বিদ্বেষ ও বিরক্তি উভয় পক্ষেরই দূর হয়, তোমরা তদ্রূপ কর।

যেখানে মিলনের হাওয়া বহিতে থাকে, সেখানে বিরোধের আগুন জ্বালাইতে হয়ত কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক চেষ্টা করে না, তথাপি কখনও কখনও হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া যায়। ইহার কারণ অসহিষ্ণুতা, ক্ষমাহীনতা, অপরের সদুদ্দেশ্য বুঝিতে পারার অসামর্থ্য। সুতরাং এখন তোমাদের সকল পক্ষের সকলের নিকটে ইহাই আমার বিশেষ বক্তব্য যে, হঠাৎ কেহ রাগিয়া যাইও না, অপরে দোষ করিলে ক্ষমা করিতে কুণ্ঠিত হইও না, অপরের কোনও সদুদ্দেশ্য থাকিলে তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিও এবং কি করিলে শান্তি বজায় থাকে, তাহার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিও। মিলিতে পারা একটী মহৎ গুণ, একটা মহান্ গৌরব, একটা মহীয়সী তৃপ্তি, যদি সেই মিলন হয় ধর্ম্মার্থে, সত্যপথে, সদুদ্দেশ্যে। হীনবুদ্ধি বা বিকৃতমনা কেহ বাতাবরণ কলুষিত করিতে চাহিলে উপেক্ষা দ্বারা তাহার প্রতীকার করিও।

জীবিত মানুষ মাত্রেরই নিজ নিজ মতের প্রতি একটা আলাদা মমতা থাকে, যাহার ফলে তাহারা অপরের মতামতকে সমালোচনা করিতে পারে, সংশোধন করিতে পারে বা অগ্রাহ্য করিতে পারে। মানুষের এই স্বাভাবিক স্বাধীনতা একটী প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু ইহার বাড়াবাড়ি হইতেই দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়। অখণ্ডমণ্ডলী বা অখণ্ড-মন্দির ভগবদুপাসনার স্থান। এখানে কাহারও স্বাধীন মতকে গোঁড়ামিতে পরিণত হইতে দেওয়া উচিত নহে। একজন সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে যে আচরণ দূষণীয় নহে, তাহা একটা আশ্রম বা মণ্ডলী সম্পর্কে দারুণ আপত্তিজনক হইলে হইতে পারে। আশ্রমে আসিয়া

গৃহস্থেরা এইরূপ আচরণ করিলে যতটা দোষের, আশ্রমে বাস করিয়া কেহ তদ্রূপ করিলে তাহা ততোধিক দোষের হয়। সুতরাং কেহ নিন্দনীয় আচরণ করিয়া পুনরায় কলহের কারণ যাহাতে সৃষ্টি না করে, তদ্রূপ সদুপদেশ সকলকে দিও।

ছোট বড় সকলকে সদুপদেশ দাও যে, মিলনই জীবন, বিচ্ছেদই মরণ। সবাইকে পূর্ব্বেকার অপ্রীতিকর কথা ও ঘটনা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ কর। একদল লোক বিদ্বেষ ধূমায়িত করিয়া নিজেরা "পপুলার" হইয়া থাকে। কিন্তু পরিণামে ইহারা ধিক্কার পায়। সকলকে সকলের সহিত মিলাইবার চেষ্টা জগতে যখন যিনি যেখানে যতটুকু করিয়াছেন, তখন ও তৎপরবর্ত্তী কালে তিনি সেখানে এবং অন্যত্র "যশস্বী" হইয়াছেন। জগতের শ্রেষ্ঠ তাপসেরা মানুষের সহিত মানুষকে মিলাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই ইঁহাদের অনেকেরই উপনাম হইয়াছে "প্রেমের ঠাকুর।" অতীত বিষণ্ণতার চর্চ্চা আর কেহ করিও না। কেহ করিলে তাহার দিকেও কর্ণপাত করিও না। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদিগকে সাধুজনের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়া থাক। তোমরাও প্রকৃত সাধুর লক্ষণযুক্ত হও, ইহা আমি কামনা করি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৬০)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও। • • •

বিবাহ সম্পর্কে তোমার মতামত অতিশয় পরিচ্ছন্ন। বিবাহ সম্পর্কে যাহাদের ধারণা সুপরিচ্ছন্ন, তাহাদিগকে শিব অথবা পার্ব্বতী বলিয়া জ্ঞান করি, সম্মান করি এবং ভক্তি করি। এই বিষয়ে চিন্তার পরিচ্ছন্নতার শিক্ষা আরও তিন শতাব্দী পূর্ব্বে আরম্ভ হওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাহা হইলে রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অশ্বিনীকুমার আরও বড় হইয়া ভূমিষ্ঠ হইতে পারিতেন। মানবজন্ম দেবজন্মের সোপান হউক,—আমার মনে হয়, ইহাই সঙ্গত কামনা। তোমার ভিতরে সেই কামনা জাগিয়াছে, ইহাতে আমি আনন্দিত। দুর্গাপুরের সভামঞ্চে ছাড়া আর কোথাও তুমি আমাকে দেখ নাই জানিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অবশ্য, আনন্দের কথা এই যে, আমার রচনাগুলি এবং বচনাবলি ছাপাখানার দৌলতে তোমার নিকটে আগেই পৌঁছিয়াছে। * * * ইতি

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৭)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

শুনিয়াছ আমার শরীর অসুস্থ। বয়স হইলে শরীরের কলকব্জা-গুলি ক্রমশঃ শিথিল হইতে থাকে। অতএব যৌবনের উদ্যম নিয়া কাজ

করিতে চাহিলেও মেশিনগুলি ইচ্ছামত দ্রুত চলে না। চিন্তার জগতে কোনও কোনও মানুষ তরুণ থাকিয়া যায়, কিন্তু প্রাচীন মহীরুহের পাতাগুলি চৈত্রে একটার পর একটা করিয়া খসিতেই থাকে। ইহা কি অসুস্থতা ?

যতবার বড় বড় ডাক্তারদিগকে হার্ট দেখাইয়াছি, ততবারই তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই বয়সে শতকরা পাঁচজন লোকেরও হার্ট এত ভাল থাকে না। সুতরাং প্রয়োজন শুধু আমার শ্রম কমার। কিন্তু আমার ঘাড়ের বোঝাগুলি ভাগ করিয়া নিজ নিজ স্কন্ধে নিতে আগুয়ান হইয়া আসিতেছে কে বা কাহারা ? তাহা ত স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি না। যাহারা আগাইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের সংখ্যা কত ? তাহাও ত বুঝিতেছি না। হয়ত কেহই শেষ পর্য্যন্ত আসিবে না। হয়ত শত শত সহস্র সহস্র জনই আসিবে। কিন্তু অনিশ্চয়তার উদ্বেগ কি অসুখ নহে ? আমার অসুখ হইয়া থাকিলে সেই অসুখ হইয়াছে। অন্য অসুখকে আমি গ্রাহ্য করি না।

আমার আর একটী উদ্বেগ এই যে, তোমরা সমভাবী লক্ষ লক্ষ লোক রাষ্ট্রিক ব্যবধানের বেড়াজালে আটক পড়িয়া প্রাণের আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এখানে আসিয়া দীক্ষা নিয়া সমাধানের অংশীদার হইতে পারিতেছ না। অথচ আমারও পার্থিব শরীরে ওখানে যাইবার সময় হয় নাই। এমতাবস্থায় তোমাদের মনের আকুলতা আমাকে ক্ষণমাত্রও স্থির থাকিতে দিতেছে না। আমি ব্যাকুল, উচ্চকিত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া তোমাদের প্রতীক্ষায় দিন গুণিতেছি। ইহা যে কত বড় এক অসুখ, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিব কি করিয়া ?

যাহা হউক, দুশ্চিন্তা করিও না। আমার প্রতিচিত্রের সম্মুখে

দাঁড়াইয়া যুক্ত-করে মুক্ত-মনে সঙ্কল্প কর যে, তুমি ওঙ্কার-মন্ত্র জীবনের পরম-পাবন মহামন্ত্র রূপে গ্রহণ করিতেছ এবং নামের উদ্দেশ্যে একটী সভক্তি প্রণাম কর।—তোমার দীক্ষা হইয়া গেল। তাহার পরেই জীবন-মৃত্যু তোমার পায়ের ভৃত্য হইয়া পড়িবে এবং বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্পদে তোমার অধিকার জন্মিবে।

পূর্ব্ববঙ্গে এবং অন্যত্র এইরূপ দীক্ষা বহু জনের হইয়াছে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৫ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার, ১৩৮৪

(১লা ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

অখণ্ড-সংহিতা যদি আগাগোড়া পড়িয়া থাক, তাহা হইলে একটা কথা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে তোমাদের উপলব্ধিতে আসিবে যে, আমি আমার সমগ্র জীবন জুড়িয়া একটী অতি তুচ্ছ কাজ মাত্র করিয়াছি। তাহা হইতেছে চরিত্র-গঠনের প্রেরণা-প্রদান। অপরকে সুগঠিত-চরিত্র হইতে উপদেশ দিবার কালে নিজেও অল্পাধিক চেষ্টা করিয়াছি নিজেকে চরিত্রবান্ রাখিবার জন্য। পিতলের ঘটি রোজ মাজিতে হয়। অধিকাংশ দিন মাজিতে হয় ছাই ও ছিব্‌ড়া দিয়া, মাঝে মাঝে মাজিতে হয় টক্ তেঁতুল দিয়া। চরিত্র-পরিমার্জ্জন ব্যাপারটাও

অনেকটা তদ্রূপ। তবে ঘটিটা মাজিবার কালে সে বুঝিতে পারে না যে, তাহারে ভাল করা হইতেছে, না মন্দ করা হইতেছে, (অথবা বুঝিতে পারিলেও মানুষ এখনও তাহা পরিষ্কার ভাবে জানিতে পারে নাই)। কিন্তু চরিত্রের যখন পরিমার্জ্জন চলিতে থাকে, তখন জীবিত মানুষটা ইহার ফল কতকটা হইলেও সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পায়। দেখিতে পায় বলিয়াই একজনের চরিত্রোন্নতিতে কাছাকাছি অপর একজনের নিজ চরিত্রকে সম্পদ-শোভিত করিবার জন্য আগ্রহ জন্মে। এই আগ্রহ হইতেই সভ্যতার অগ্রগতি হইতেছে। মানুষ জন্তুও নহে, জড় বস্তুও নহে। এই জন্যই মানুষের জন্য চরিত্র-সাধনার বিশেষ আবশ্যকতা।

তোমরা তোমাদের মণ্ডলীগুলি হইতে এই বিষয়ে চিন্তারাজির বিসর্পণের কোনও প্রয়াস পাইতেছ কিনা, গত কয়েকটা মাসের মধ্যে তাহার কোনও বার্ত্তা বা ইঙ্গিত আমার নিকটে পৌছে নাই। এই বিষয়ে জরুরী কথাগুলি লোক জমাইয়া সাধারণকে শুনাইবার জন্য অক্‌স্‌ফোর্ড, কেম্‌ব্রিজ, হারভার্ড প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়া আসিবার কোনও প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে তোমাদের অক্‌স্‌ফোর্ডও অখণ্ড-সংহিতা, কেম্‌ব্রিজও অখণ্ড-সংহিতা, হারভার্ডও অখণ্ড-সংহিতা। কারণ, ইহার বিভিন্ন খণ্ড হইতে নির্ব্বাচন করিয়া উপযুক্ত অংশ-সমূহ পর পর সভাস্থলে পড়িয়া গেলে তাহাই দশ জন বক্তার বক্তৃতার ফল উৎপাদন করিতে পারিবে। একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না! আমার ধারণা অসত্য হইলে তোমরা অখণ্ড-সংহিতা সরাইয়া রাখিয়া দিও, আপত্তি নাই।

সভাস্থলে যাহারা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করিবে, তাহাদের কণ্ঠস্বর

উচ্চ ও শ্রুশ্রাব্য হওয়া প্রয়োজন। ইহা অবশ্য ঈশ্বর-করুণার উপরে নির্ভর করে। নিতান্ত মিনমিনে কণ্ঠকে গায়ের জোরে উচ্চৈঃস্বর-যুক্ত করা যায় না। তবে, অধ্যবসায় থাকিলে অতি সাধারণ কণ্ঠকেও অসাধারণত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত করা যায়। যাহাদের দ্বারা অখণ্ড-সংহিতা পাঠ করাইবে, তাহাদের উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। "হতমান"কে যাহারা "অস্তমান" উচ্চারণ করিবে, "অধঃস্থিত"কে যাহাদের রসনা "অদস্তিত" করিয়া দিবে, "অস্তমিত"কে যাহারা "হস্তমিত" পড়িবে, "গলাধঃকরণ"কে যাহারা "গল্লাধকরণ" বলিবে, "আঘাত"কে "আগাত" এবং "আগত"কে যাহারা "আঘত" বা "আহত" পড়িবে, তেমন পাঠককে এই কাজের ভার দিও না। ভাল ও নির্ভুল পাঠ করিতে হইলে জিহ্বাটাকে নিয়া কিছু ব্যায়াম করার আবশ্যকতা আছে। পাঠের ভঙ্গিমা এক এক জনের এক এক রকম হয় কিন্তু উচ্চারণকে শুদ্ধ করিতে পারিলে সকলের উচ্চারণ এক রকমই হইবে। শব্দের উচ্চারণ শিক্ষার জন্য তোমাদের নিয়মিত ক্লাশ করা উচিত।

সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করা যায় যে, কেহ ভাল বক্তৃতা দিলে তাহার বড়ই যশ হয়। বক্তাদের যশ জ্ঞানী পণ্ডিতদের যশ অপেক্ষাও অনেক তাড়াতাড়ি হয়। এই যশের প্রলোভনে পড়িয়া, এই যশের প্ররোচনায় ভুলিয়া অনেক বক্তা ভুলিয়া যায় যে, জ্ঞান-চর্চ্চায় বিরত হইলে, সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মে আত্মনিয়োগ না করিলে, নিজের ভাষা ও উচ্চারণের উন্নতি-সাধনের চেষ্টা না করিলে দুদিন না যাইতেই এই যশের তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। তোমরা বক্তা সৃষ্টির চেষ্টায় একটু ঢিলা দাও। অখণ্ড-সংহিতার বোদ্ধা পাঠক অধিক সংখ্যায়

সৃষ্টি করিবার দিকে বুদ্ধিশক্তি, ত্যাগশক্তি ও শ্রমশক্তি বিনিয়োগ কর। মেদিনীপুরে অর্থাৎ আমাদের বনপুকুর সেবাশ্রমে দুই মাস ব্যাপী বক্তা-সৃষ্টির শিবির ত এক হিসাবে নিষ্ফলই হইয়াছে বলিতে হইবে। তাহার তুলনায় ত্রিপুরার ও কাছাড়ের দুদিন আর ছয় দিনের শিবিরগুলি বেশী কাজ দিতেছে। কিন্তু আসল মনোযোগ দিতে হইবে অখণ্ড-সংহিতা-পাঠ-প্রকল্পে। একদা যাহারা ব্রিটিশ ত্রিপুরা জেলা অর্থাৎ বর্ত্তমান বাংলা দেশের কুমিল্লা জেলা চষিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা ত অখণ্ড-সংহিতার ছাপান প্রতিলিপি পায় নাই, পাইয়াছিল হাতে লিখা পুথিগুলি এবং তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছিল। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৬৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
১৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৪
(২রা ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

ত্রিপুরা ও কাছাড়ের বাহিরে অন্যান্য জেলায় তরুণ বঙ্গে চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের কর্ম্মী হইবার বাসনা উকিঝুকি মারিতেছে এবং তুমি জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানলিপ্সুদিগকে বক্তৃতা-বিদ্যায় শিক্ষণ-শিবির

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

পরিচালন সম্পর্কে পত্রযোগে নানা উপদেশ দিতেছ শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। হঠাৎ-গজান অনেক তথাকথিত শিবিরে যে সকল অবাস্তব উপায় অবলম্বিত হইতেছে, তাহাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল না হইবারই আশঙ্কা রহিয়াছে। নূতন পুরাতন প্রত্যেকটী জেলার কর্ম্মক্ষেত্রে যাহাতে ত্রিপুরায় ও কাছাড়ে পরীক্ষিত প্রণালীই অবলম্বিত হয়, তজ্জন্য এখন তোমাদের পত্রযোগে একটু বেশী খাটিতে হইবে। তবে, এই বহির্ব্যাপারে অত্যুৎসাহ বশতঃ যাহাতে তোমাদের নিজ জেলার আসল কাজগুলি কণামাত্রও অবহেলিত না হয়, তাহা বিবেচ্য সর্ব্বাগ্রে। প্রশিক্ষণ-শিবিরের সহায়তায় যে সকল তরুণ বক্তারা তৈরী হইয়াছে, তাহারা ঘরে বসিয়া তন্দ্রায় ডুবিয়া অধীত ও আয়ত্তীকৃত নূতন বিদ্যার গায়ে মরিচা যাহাতে না ধরাইয়া দিতে পারে, তাহাই এক্ষণে নিজ নিজ জেলা সম্পর্কে তোমাদের প্রধান করণীয়। ছোট বা বড় প্রত্যেকটী সভাস্থলে যাহাতে প্রচুর জনসমাগমের সম্ভাব্যতা বাড়াইবার জন্য আমার প্রতি অনুরক্ত প্রত্যেকটী নরনারী নির্দ্দিষ্ট তারিখের পনের দিন পূর্ব্ব হইতেই নিজ নিজ অঞ্চলে প্রতি পল্লীতে প্রতি কুটীর-দ্বারে প্রতিটি মানুষের সমক্ষে গিয়া সংগঠন কাজ অবিরাম করিয়াই যাইতে থাকে, তাহার জন্য তুমি বা তোমার ন্যায় ভারপ্রাপ্ত অন্যান্য কর্ম্মীরা অবিশ্রাম পত্রধারা বর্ষণ করিয়া করিয়া প্রত্যেকের মনকে অভিভূত করিয়া ফেল। আমরা যুদ্ধ করিতেছি। এই যুদ্ধ দুর্ব্বলতার বিরুদ্ধে, দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে। এই শত্রুরা আমাদের জাতীয় কলঙ্ক হইয়া রহিয়াছে আজ দীর্ঘকাল। ইহাদের অপসারণ ব্যতীত জাতির মঙ্গল নাই। এমন অবস্থায় আমি বা তুমি কাজে ঢিলা দেই কি

করিয়া? আমার যে মাসে পাঁচ শত টাকা ডাক-খরচ যায়, তাহা ত শুধু এই কাজেই? যে সকল দূর দুর্গম অঞ্চলে পাঞ্চভৌতিক দেহটা পৌঁছিতে পারে না বা ইহা জড়দেহ বলিয়াই এক সঙ্গে তুমি সকল স্থানে পাইতে পার না, সেই সকল স্থানের কাছাকাছি অনেকের বাড়ীই তুমি পত্রযোগে যাইতে পার, বসিতে পার, আলাপ করিতে পার, বুদ্ধিদান করিতে পার, প্রেরণা যোগাইতে পার, প্রণষ্ট-যৌবন হতভাগ্য যুবককে আত্মগঠনের নবোৎসাহে উল্লাসিত করিয়া দিয়া শুধু পত্রযোগে কাজ করিতে পার। পত্র-লিখনকলার এইখানে এক চরম সার্থকতা, এক পরম সুন্দরতা, এক অসামান্য ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য মানে "বীর্য্যস্য, যশসঃ, শ্রিয়ঃ, ত্যাগ-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব" ইত্যাদি। আমি যদি এক হাজার সভাস্থলে বক্তৃতা দিয়া থাকি, তবে হয়ত এক কোটির অধিক লোককে সম্বোধন করিয়াছি। কিন্তু আমি পত্র লিখিয়াছি ইহার অনেক গুণ বেশী। একমাত্র যমঠাকুরের গোমস্তা চিত্রগুপ্ত মহাশয় বলিতে পারিবেন যে, আমি জীবনে কত কোটি চিঠি লিখিয়াছি।

* * * যখন যে কাজটুকু কর, নিরভিমান হইয়া করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭০)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

১৬ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪

(২২ নভেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

তোমাদের ওখানে সমদীক্ষিতের সংখ্যা খুব বেশী না হইলেও, সংখ্যায় তোমরা একেবারে নগণ্য নহ। তোমরা বর্ষীয়ানেরা যদি তরুণদিগকে স্নেহ করিয়া ডাক এবং প্রতিজনের হাতে কিছু কিছু করিয়া কাজ তুলিয়া দাও, তাহা হইলে ওখানেও নিশ্চয়ই একটা বিরাট কর্ম্মযজ্ঞ চালু হইয়া যাইতে পারে। সংপ্রয়াস একবার শুরু হইলে আপনা আপনি তাহার লেলিহান রসনা চারিদিকে নানা রূপ-বৈচিত্র্য ছড়াইতে আরম্ভ করে। দাবানলের যাহা গুণ, সৎ-আন্দোলনেরও তাহাই গুণ এবং বৈশিষ্ট্য। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭১)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২০ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৩৮৪

(৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমাদের প্রেরিত পরিকল্পনাটী পাইলাম। ইহা পড়িবার মত চক্ষুর বল এখন নাই কিন্তু ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। দেখিলাম, সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ইহার প্রয়াস। সুতরাং ইহা প্রশংসনীয়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যত যত স্থানে এক একটা করিয়া অখণ্ডমণ্ডলী স্থাপিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার একদশমাংশ স্থানেও মণ্ডলী অদ্যাপি হয় নাই। সে কাজটা আগে করিবে কিনা, তাহা ভাবিয়া দেখিও।

সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনাটী সঙ্গত ভাবে চালু হইয়া গেলেই মণ্ডলী হইল, বলিতে হইবে। এই কাজটী নিতান্ত সাত্ত্বিক ও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-রহিত হইলে মণ্ডলী-গঠনের সার্থকতা সম্পাদিত হইল। ইহার অতিরিক্ত কোনও জনসেবা মণ্ডলী করিতে যদি পারে, তবে উত্তম। না পারিলে আমার দিক হইতে কোনও অনুযোগ নাই। এই একটী সরল কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

চরিত্র-গঠন-আন্দোলনকে যে-ভাবে তোমরা চালাইতেছ, তাহাই শ্রেষ্ঠ-শৈলী কিনা, নাকি উচ্চতর, উন্নততর, উৎকৃষ্টতর কোনও ষ্টাইল আশ্রয় করিলে ভাল, তাহার সম্পর্কে সমীক্ষা করিতে হইলে এক এক জেলার কর্ম্মীদিগকে নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সম্ভার নিয়া ভিন্ন ভিন্ন জেলাকে অধ্যয়ন করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ করিবার ফলে কোথায় কোন্ সুদুর্ল্লভ-প্রতিভাধর কর্ম্মীর সহসা আবির্ভাব হইবে, তাহা বলা যায় না। আমি নিজেকে প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া মনে করি না বলিয়াই ছোট-বড় উৎকৃষ্ট-অপকৃষ্ট, নামী-অনামী, তুচ্ছ ও বরেণ্য অনেক বক্তার বক্তৃতা শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্য সহকারে শুনিবার চেষ্টা করিয়াছি। কাহারও বক্তব্যকে বা বলিবার ভঙ্গীকে আমি উপহাস করি নাই।

এই শ্রদ্ধার ভাবটা তোমরা তোমাদের প্রতিটি বক্তার ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া দাও এবং তাহাদিগকে সতীর্থ-প্রীতির শিক্ষা দাও। প্রত্যেককে নিরন্তর আত্মপরীক্ষা করিতে, আত্মসংশোধন করিতে, দিনের পর দিন উৎকৃষ্টতর হইতে চেষ্টাশীল কর। কেবল সভা ডাকিয়াই আমাদের আন্দোলন সফল হইবে না। একই স্থানে যেমন বারংবার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, একই বক্তাকে তেমন প্রতিবার

উন্নততর হইতে হইবে। নূতন দিনে সে কেবল নূতন নূতন কথাই কহিবে না, লোকে যেন তাহার কণ্ঠ-মাধুর্য্যে, বাক্‌পটুত্বে, শব্দচয়নে এবং সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ে নিত্য কোনও নূতনত্বের আস্বাদন পায়। ধ্রুপদী বক্তার ইহাই বিশেষত্ব। অবশ্য, এমন বক্তা গণ্ডায় গণ্ডায় মিলে না, তবু এমন বক্তা তৈরী করার জন্যই তোমাদের সমগ্র অধ্যবসায়কে নিয়োজিত করিতে হইবে। একই শহরের বা একই গ্রামের একই স্থানের সভায় একই বক্তা যেন বিভিন্ন বারে স্বকীয় ব্যক্তিত্বের নূতনতর প্রকাশ প্রকটিত করিতে পারে। ইহা ভোট-সংগ্রহের বক্তৃতা নহে, ইহা চরিত্র-গঠনের বক্তৃতা।

এই দিক দিয়া তোমরা বিষয়টাকে চিন্তা কর, আলোচনা কর, গবেষণা কর। অনেকবার আমি তোমাদের বলিয়াছি যে, গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে। পরের ভালটার অনুসরণ নিশ্চয়ই করিবে, মহতের নানা উপদেশ নিশ্চয়ই অনুসরণ করিবে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, গতানুগতিকতা আমাদের পন্থা নহে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭২)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

প্রত্যেকেরই মনে রাখা সঙ্গত যে, সমবেত উপাসনার স্থানে বা সমবেত উপাসনার পরে কদাচ উত্তেজক, বিরোধ-জনক, নিন্দাসূচক, বিদ্বেষ-কারক বা অপ্রিয় অসাত্ত্বিক আলোচনা হইতে দেওয়া উচিত নহে। যাহারা এই নির্দ্দেশ অমান্য করে, তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে আমার প্রতিই দ্রোহ করে। তাহাদিগকে আমার ভক্ত, অনুরাগী অনুগামী বা শিষ্য বলিয়া কাহারও ভ্রম করা উচিত নয়। মণ্ডলী গঠনের ও মণ্ডলী-চালনের আসল সর্ত্তই হইল সাপ্তাহিক সমবেত উপাসনা। উপাসনার আসল উদ্দেশ্য হইল অন্তরে প্রশান্তি লাভ এবং প্রেমের বিস্তার তথা ঐক্যের অনুকূল মানসিক বাতাবরণ সৃষ্টি। তাহা না করিয়া তোমরা যদি উপাসনার আসরকে পরনিন্দার ও বিদ্বেষের চর্চ্চা করিবার ক্ষেত্র-রূপে ব্যবহার কর, তবে ইহা ঘোরতর এক ব্যভিচার হইবে। তোমরা নিজেরা ইহা করিও না এবং অন্যকে ইহা করিতে দিও না। উপাসনার স্থানে উপাসনাই হইবে, কুকার্য্য করিবার জন্য এই স্থানটী নহে। সকলকে বুঝাইয়া বল এবং নিজেরা প্রত্যেকে ইহা বুঝিতে চেষ্টা কর। কেহ যদি তোমাদের বিরুদ্ধে কিছু অন্যায় করিয়া থাকে, তবে তাহার প্রতীকার সাধারণ ক্ষেত্রে ক্ষমা ও ভদ্রতা দ্বারা হইতে পারে। জগতের অধিকাংশ বিরোধ ক্ষমা ও সৌজন্যের দ্বারা মীমাংসিত হইয়াছে, সবগুলিই রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে যায় নাই। এই কথাটী মনে রাখিও। * * * ঝগড়া দ্বারা ঝগড়া মিটান যায় না। মিত্রতা দ্বারাই ঝগড়া মিটাইতে হয়। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০শে অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

মণ্ডলীসমূহকে আমি ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করি, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নহে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাধারণতঃ গণতন্ত্রই আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হয় এবং তাহা সঙ্গতও বটে। কারণ, পার্থিব সুখ, শান্তি, অধিকার, মর্য্যাদা ও উন্নতি তাহার প্রধান এবং প্রাথমিক লক্ষ্য। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য মানসিক শান্তি, আত্মিক সুখ, ভক্তিলাভের সৌভাগ্য, জীবসেবার অধিকার ও বিশুদ্ধ আত্মপ্রসাদ। সুতরাং ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানে বছর বছর নির্ব্বাচন, ঘন ঘন কর্ম্মকর্ত্তাদের পরিবর্ত্তন, পরস্পরের বিরুদ্ধে ভোট-সংগ্রহের জন্য গ্লানিকর ভাষণ, গুরুজনের অমর্য্যাদা, শান্তিভঙ্গ ও কলহ-কচায়ন একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানেরও আয় ব্যয় থাকে বলিয়া হিসাব-রক্ষা, হিসাব পরীক্ষা, অর্থাগমের পথনির্ণয়, ব্যয়ের শোভনতম ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য খবরদারী বা সতর্কতার প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু পদাধিকার নিয়া দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-সমন্বিত অশান্তির অবকাশ থাকা সঙ্গত নহে। কিন্তু রাজনৈতিক কর্ম্মধারাগুলির সংশ্রবে আসিয়া তোমরা অনেকে এমন কুশিক্ষা পাইয়াছ যে, একটা বছরও তোমরা শান্তিতে কাজ করিতে পার না। স্বভাবে ক্ষমার ও সহনশীলতার অভাব এবং প্রকৃতিতে হিংস্রতা ও উগ্রতা থাকিলে কি করিয়া তোমাদের দ্বারা পরিচালিত মণ্ডলী আসল কাজগুলি

করিবে? এই বিষয় চিন্তা করিও। দেড় দুই বৎসরের পুরাতন ব্যাপারের ঝাল তোমাদের এখনও মিটিতেছে না বলিয়া তোমাদের পত্রের ভাষা হইতে আভাস পাইতেছি। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা বা গুরুকে কথা বলিতে বা চিঠি লিখিতেও তোমরা ধানী লঙ্কার ঝাল মিশাইয়া দাও। এইরূপই যদি হয় বাবা, তবে নির্ব্বাচনের পরে ক্ষমতার আসন দখল করিবার ফলে তোমরা কোন্ দিকে কি কি মঙ্গলকর্ম্ম করিতে পারিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি ত আমার স্বাভাবিক অধিকারে তোমাকেই আগামী কর্ম্মকর্তৃগণের মধ্যে সম্পাদক করিয়া দিতে পারি। আমি আদেশ করিলে এই আদেশ কেহ প্রতিরুদ্ধ করিতে পারিবে না, অমান্য করিতে পারিবে না। অমান্য করিলে মণ্ডলীর অস্তিত্বই আমি তুলিয়া দিব। যেমন, উদ্ধত অবাধ্য কলিকাতা অখণ্ডমণ্ডলীর অস্তিত্বই আজ দশ বৎসর ধরিয়া নাই। পুণ্যশ্লোক যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত গত দশ বৎসর ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গ-অখণ্ড-সংগঠন চালাইয়া তাহার অভাব পূরণ করিয়া গিয়াছেন। তোমাকে সম্পাদক করিয়া দিলে তুমি কি ক্ষমাশীল মন লইয়া মণ্ডলীর সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারিবে? সেই রকমের চরিত্র-গঠন তোমার হইয়াছে কি? বিবদমান পক্ষের অন্যেরা অনেকে যখন তোমাদের প্রতি তিক্ততা ভুলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেই সময়েও তুমি তোমার তিক্ততার পসরায় এক কণা মূলধনও কমাইতে যে পার নাই, তাহার প্রমাণ ত তোমার পত্রেই পাইতেছি। মণ্ডলীর সভ্য থাকিতে হইলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি ক্ষমাশীল, সহনশীল, সহানুভূতিশীল হইতে হইবে।

আরও কতকগুলি সদ্‌গুণ সভ্যসভ্যাদের থাকা প্রয়োজন।

পত্র দীর্ঘ হইয়া যাইবে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিলাম না। তোমরা নামেই আমরা শিষ্য হইয়াছ, প্রায় কেহই আমার অভিপ্রায় বোঝ না বা বুঝিতে চেষ্টা কর না। ফলে দীক্ষা লাভের পূর্ব্বে যে যতটা অমানুষ ছিলে, দীক্ষা লাভের পাঁচ দশ বিশ বছর পরেও ততটা অমানুষই থাকিয়া যাইতেছ। তোমার, আমার বা জগতের ইহাতে কি লাভ হইল? বৃথাই আমাদের আয়ুক্ষয় ঘটিল, বলিতে হইবে।

স্বভাবে নম্র হও। উগ্রতা পরিহার কর। অপরের কথা ও কাজকে নিন্দার দৃষ্টিতে বিচার না করিয়া অন্য দৃষ্টিতে বিচার করিবার চেষ্টা কর। সকলেই সকল কথা বদুদ্দেশ্যে বলে না। সকলেই সকল কাজ মন্দ অভিপ্রায়ে করে না। অপরের অভিপ্রায়কে ভুল বুঝিবার দরুণই জগতে অধিকাংশ কলহের সৃষ্টি। এই জন্যই বুদ্ধিমান্ লোকেরা ক্ষমাশীল হইতে চেষ্টা করেন।

তোমরা কি প্রত্যেকে মদ্যপান ত্যাগ করিয়াছ? আমি ত শুনিতে পাই যে, কেহ কেহ মদ্যপান কর। কেহ যদি কর, তবে তাহাতে অপর দুচার জনেরও করিবার প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হইতে পারে কিনা, ভাবিয়া দেখ। তোমরা কি প্রত্যেকে সত্য কথা বল? সত্যবাদী হইতে হইলে বাক্-সংযমের প্রয়োজন। তোমরা কি প্রত্যেকে বাক্-সংযম অভ্যাস করিতেছ? যে কথা না কহিলে ক্ষতি নাই, তাহা হইতে রসনাকে নিবৃত্ত করিতে তোমরা কি সমর্থ? সমর্থ হইবার জন্য চেষ্টা কি কখনও করিয়াছ? এক বাচাল অন্য দশ জনকে নিজ সংসর্গ দ্বারা বাচাল করিয়া থাকে। বাচাল বলে তাহাকে, যে অকারণ কথা বলে। তোমরা কি অকারণ কথা কওয়া ছাড়িতে পারিয়াছ?

এই ভাবে নিজের দিকে তাকাও। তুমি একা নিজের ভিতরের দিকে তাকাইতে চেষ্টা শুরু করিলে তোমার দেখাদেখি আরও দশটী মানুষ ইহা করিবে। কারণ, মানুষ অনুকরণপ্রিয়। ইহার ফলে তুমি, আমি এবং জগদ্বাসী সকলে উপকৃত হইব।

উপরে বর্ণিত উপদেশগুলি আজ হইতেই পালন শুরু কর। দেখিও, ইহার ফলে তোমাদের ক্ষুদ্র শহরের প্রত্যেক কুটীরে নব-নির্ম্মাণ শুরু হইয়া যাইবে। মণ্ডলী-গঠন তখন সার্থক হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৪)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আমাদের সাধনে অস্বাভাবিকতার স্থান নাই। প্রায় সবই আমরা স্বাভাবিক নিয়মে করি। অবশ্য, অনুশীলন-সাধ্য বিভিন্ন যৌগিক ক্রিয়া সম্পর্কে কথাটা অন্যরূপ। পত্র লিখিয়া আমাকে ক্লেশ না দিয়া একই অংশ বারংবার পাঠ করিয়া তাহা হইতে মর্ম্মোদ্ধার করিতে পার কিনা, তদ্রূপ চেষ্টা করিয়া দেখিবে। বর্ত্তমান অবস্থায়

দোষ কি? লক্ষবার জপ করিতে হইলে সংখ্যা রাখিবে কি ভাবে, তাহাও একটা ভাবিবার বিষয়। জপ করিতে বসিয়া সংখ্যার দিকে মন রাখিলে জপটা পুরাপুরি আত্মনিমজ্জনের সহায়ক হয় কিনা, তাহা একবার পরখ করিয়া দেখ দেখি! জপের প্রাথমিক, মৌলিক এবং প্রামাণিক উদ্দেশ্য ত হইল ঈশ্বর-তত্ত্বের মঙ্গল-মধুতে আপাদ-মস্তক নিমজ্জন। প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া কাজ করিও, মূল এবং কাণ্ডের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইও, তাহা হইলেই কর্ত্তব্য বুঝিবে, কর্ত্তব্য পালনের কৌশল ধরিয়া নিতে পারিবে।

বিবেকানন্দ বা অভেদানন্দ স্বামীজীরা নিজ নিজ নামের পরে "বৈদান্তিক" কথাটা কখনও লেখেন নাই। তথাপি লোকে তাহাদিগকে বৈদান্তিক বলিয়া জানে, মানে, শ্রদ্ধা করে, পূজা করে, ভালবাসে। রামদাস বাবাজী, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, প্রাণকৃষ্ণ গোস্বামী বা অন্যান্য আচার্য্যেরা নিজেদের নামের পরে "বৈষ্ণব" এই কথাটী লিখেন নাই, তথাপি অগণিত ভক্ত তাঁহাদিগকে বৈষ্ণবকুল-চূড়ামণি বলিয়া ভজনা করে। সুতরাং তোমরা যদি নিজ নিজ নামের আগে বা পিছনে "অখণ্ড" কথাটা না লিখ, তবে ক্ষতির কোনও কারণ আছে বলিয়া আমি মনে করি না। তথাপি "প্রতিধ্বনি"র গ্রাহকের টাকা পাঠাইবার কালে তোমাদের নামের পশ্চাতে "অখণ্ড" শব্দটী বা সংক্ষেপে "A" অক্ষরটী লিখিয়া দিতে স্নেহময় যে অনুরোধ করে, তাহার অন্য কারণ আছে। তাহা এই যে, প্রতিধ্বনির অনেক সাধারণ গ্রাহকের তালিকার সহিত তোমাদেরও তালিকা মিশ্রিত ভাবে থাকায়, কোনও সময়ে তোমাদের সংঘগত কোনও অনুষ্ঠানের খবর আলাদা করিয়া জানাইয়া দিতে হইলে ঐ

"A" অক্ষরটী ঠিকানা বাছিয়া নিতে সহায়তা করে। ঐ "A" অক্ষরটীর সহিত তোমাদের "অখণ্ড"-রূপে পরিচয় দিয়া অহঙ্কার প্রকাশের সুযোগ বা দুর্য্যোগের কোনও সম্পর্কই নাই। প্রতিধ্বনির গ্রাহক-তালিকায় অন্যান্য গ্রাহকের ন্যায় অখণ্ডদের ও সমসাময়িক ঠিকানা-বদলের হদিস পাওয়া যায়। এই কারণেই নামের সঙ্গে "A" অক্ষরটী যুক্ত করিয়া দিতে অনুরোধ করা হয়। ইহার অন্য কোনও তাৎপর্য্য নাই।

দীক্ষা ত লক্ষ লক্ষ লোকে নিয়াছ। সবাই সত্য সত্য সাধন কর কি? তবে সাধকের স্বাভাবিক দিব্যশ্রী তোমাদের বদনমণ্ডলে প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত দেখি না কেন? তবে তোমরা সবাই মিলিয়া স্বার্থান্বেষণের দারুণ হিড়িকে পড়িয়া হুড়াহুড়ি করিতেছ কেন? ত্যাগের সুযোগ তোমরা বহুবার পাইয়াছ, কিন্তু ত্যাগের সামর্থ্য দেখাইবার সৌভাগ্য তোমাদের মধ্যে অধিকাংশেরই হইল না কেন? কেন তোমরা মণ্ডলীতে মণ্ডলীতে সমবেত উপাসনার পবিত্র আসরে পর্য্যন্ত ঝগড়াঝাটি করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ কর না? কেন তোমাদের বিবেক জাগ্রত হইয়া তোমাদিগকে বলিতে সাহস পাইতেছে না যে, সবাই সবার সঙ্গে মিলিবার জন্যই দীক্ষিত হইয়াছ, বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য নহে?

এত সব অসম্পূর্ণতা থাকিতেও কি তোমরা "অখণ্ড" বলিয়া বড় বড় অক্ষরে নিজের নামের লেজুড় বাড়াইবে? তোমরা অখণ্ড অখণ্ডত্বের আস্বাদন সুখ-সম্ভোগ করিবার জন্য, নাম জাহির করিবার জন্য নহে।

ব্রহ্মগায়ত্রী যদিও মূলতঃ গানের মন্ত্র, তথাপি একক উপাসনায় ইহা মনে মনে জপ করিবার প্রথা একেবারে আদিম কাল হইতেই রহিয়াছে। সুতরাং সেই প্রথাকে অসম্মান করিবার কোনও যুক্তি দেখি না। কিন্তু সমবেত উপাসনায় এবং উদয়াস্ত ব্রহ্মগায়ত্রী-কীর্ত্তনে ব্রহ্মগায়ত্রী উচ্চৈঃস্বরেই হইবে এবং তাহার জন্য যে সুর সুনির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই আশ্রয় করিতে হইবে।

মাতৃপিতৃবিয়োগে "ধরা" ধারণ কতকটা ইংরেজি কালো ফিতা ধারণের ন্যায় একটা শোক-প্রকাশক চিহ্ন। "ধরা" ধারণ করিলে ইহা কাটিবার জন্য নাপিতকে একটা টাকা দিতে হইবে বলিয়া নাপিতকে বঞ্চিত করিবার জন্য ধরা-বর্জ্জন কোনও কাজের কথা নহে। ধোপা, নাপিত, মালি আদি সমাজের এক একটা নির্দ্দিষ্ট কাজ করে। তাহাদিগকে প্রতিপালন ততকাল সামাজিক বর্গের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য, যতকাল ইহারা জাত-ব্যবসায়ের সম্মানার্থে অন্য পথে জীবিকার জন্য ধাবিত না হয়। নাপিত যখন নাপতালি ছাড়িবে, তখন তুমি নিজেই নাপিত হইও, আপত্তি কি? যে সকল দুর্ব্বল-শ্রেণীর লোক প্রাচীন কালের সমাজ-ব্যবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর সেবা করার দরুণ প্রতিপালনের পথ পাইত, হঠাৎ সাহেব সাজিয়া তোমরা তাহাদের রুটি মারিতে পার না। * * * ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৫)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
(৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, সকলে প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সৎকাজ ধরিয়াছ আমৃত্যু নিষ্ঠায় তাহা চালাইয়া যাইবার জন্য, পরবর্ত্তী প্রজন্মের সন্তানদিগের জন্য প্রশস্ততর কর্ম্মক্ষেত্র তৈরী করিয়া দিয়া যাইবার জন্য এবং উন্নতির ক্রমিক ধারাকে অনন্তকাল ধরিয়া চালু রাখিবার জন্য। তোমাদের গ্রন্থারম্ভে সূচনা আছে কিন্তু সমাপ্তি নাই। তোমাদের পত্রে যে উৎসাহ ব্যঞ্জিত হইয়াছে, তাহা তোমাদের সিদ্ধ-সম্পদে পরিণত হউক, এই আশীর্ব্বাদ করি। পরশ-মাণিক হইয়া সকলকে তোমাদের হৃদয়ের স্পর্শ দাও এবং জীব-কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রেরণা প্রাণে প্রাণে যোগাইতে থাক। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৭৬)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২০ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

আশা করি, তোমাদের সম্মেলন তোমাদের মিলিত হইবার ক্ষমতাকে বর্দ্ধিত করিয়াছে। মিলিবার চেষ্টা, মিলিবার আগ্রহ, মিলিবার উপায়-নির্দ্ধারণ প্রভৃতিই সম্মেলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত ভাবে তোমাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব বা মৌলিক সামর্থ্য রহিয়াছে। সকলের সামর্থ্যকে একত্র

করার নামই যোগ। তোমরা ইহাতে কৃতকার্য্য হও। প্রত্যেক সত্তাপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, ব্রহ্মচর্য্যবান্ ও সদাচারী হও। প্রত্যেকে ত্যাগী হও, প্রেমিক হও, কর্ম্মঠ হও এবং অনলস থাক। তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্ত দিয়া চারিদিকে চরিত্র-গঠনের-আন্দোলনকে প্রসারিত কর। নিদ্রিতকে জাগাও, তন্দ্রাচ্ছন্নের ঘুমঘোর ভাঙ্গিয়া দাও, অলসকে কর্ম্মশীল কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৭)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
(৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমার পত্র পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। অনেক গুরুদেবের মুখে এই একটী কথা প্রায়ই শুনিতে পাই যে, গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ শুধু এই জন্মেরই নহে, জন্মজন্মান্তরের। তোমার পত্র হইতে সেই কথাটা আমার বারংবার মনে হইল। অতি কচি কৈশোরে দীক্ষিত হইয়া এতকাল আমাকে আর না দেখিয়াও তোমার যে গভীর প্রীতি এবং অনুরাগ, তাহা কল্পনাতীত মাধুর্য্য বহন করিয়া নিয়া আসিয়াছে। তোমার জীবনের এই প্রথম পত্রখানা আমার প্রাণ-মন হরণ করিয়াছে।

তুমি তোমার ধর্ম্মানুরাগকে তোমার সহধর্ম্মিণীর প্রাণের গভীরে

সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছ জানিয়া বড়ই সুখী হইলাম। পত্নীকে সমমতের মতী, সমপথের পথী, সমভাবের ভাবুক ও সমকর্ম্মের ব্রতী করিতে পারা স্বামীর পক্ষে এক মহৎ ভাগ্য। সংযম, মিতাচার, সাত্ত্বিক স্নেহ ও ভগবৎ-সাধনার দ্বারা এই সুকঠিন কার্য্যটী সম্পাদন করা সহজ হয়। আশা করি, তুমি এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছ।

পুত্রকন্যাগুলিকে সদ্‌ভাবে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা অবশ্যই করিও। আমার আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা তোমাদের সঙ্গে আছে। অথবা স্পষ্টতর করিয়া বলিতে চাহি যে, আমি নিয়ত তোমাদের সঙ্গে থাকি এবং থাকিব। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৮)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
(৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

সৎসঙ্কল্পে দৃঢ়তার সহিত লাগিয়া থাক। পতনের ভয় বা আতঙ্ককে মনের কোণেও ঠাঁই দিও না। একবার যদি আছাড় পড়, তবে দশবার তোমাকে হুঙ্কার করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া পুনরায়

কাজে লাগিতে হইবে। তুমি পরমেশ্বরের সেবক। তোমার মধ্যে হতাশার স্থান হইতে পারে না। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৭৯)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
(৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

বিপদে পড়িয়াছ। কিন্তু বিহ্বল হইও না। যে কাজ জান, এমন কাজে হাত দাও। যে কাজ নিজেই তত্ত্বাবধান করিতে পারিবে, পরের মুখে ঝাল খাইতে হইবে না, এমন কাজ ধর। ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া কাজ কর। দেখিবে, যে কাজ ধরিয়াছ, তাহাতেই আস্তে আস্তে সংসার চালাইবার ক্ষমতা আসিবে। কাহারও প্রতি অন্তরের বিদ্বেষ না রাখিয়া কাজ ধর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮০)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তুমি ইচ্ছা করিলেই একটী নূতন মানুষ হইয়া যাইতে পার।

তোমার ভিতরে সৎ উপাদান যথেষ্ট আছে। বর্ত্তমানে যে ভাবে চলিতেছ, সে ভাবে আর নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করিও না বাবা। তুমি যদি সৎ হইতে চাহ, তোমাকে ব্রহ্মাণ্ড চারিদিক হইতে সাহায্য করিবে। মানুষের চরম উন্নতিই জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর ধ্যান। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮১)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা ৫৪
২৩ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩৮৪
(৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

উপাসনা-কালে বা তাহার পরে ও পূর্ব্বে কোনও প্রকারের দিব্য-দর্শন মস্তিষ্কের রোগ নহে, ইহা অনেকের পক্ষেই স্বাভাবিক। কাহারও কাহারও পূর্ব্ব সংস্কার কাটিয়া যাইবার জন্য ইহা প্রয়োজনীয়, কাহারও কাহারও নবতর সুসংস্কারে অধিষ্ঠিত হইবার জন্য ইহার আবশ্যকতা। কাহার পক্ষে কি আবশ্যক আর কি অনাবশ্যক, তাহা নির্ণয়ের ভার পরমেশ্বরের উপর। যাহা যাহা দেখিতেছ, তাহা তাহা নিশ্চয়ই তোমার অগ্রগতির মাইল-ষ্টোন এবং সব-কিছুই ঈশ্বরেচ্ছায় হইতেছে। ইহা ভাবিয়া নিরুদ্বেগ হও এবং শান্ত চিত্তে সাধন করিয়া যাইতে থাক। দৈবদর্শনের কথা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই।

ধৃতং প্রেম্না

তোমাদের সাধনের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের বিশেষ যোগাযোগ রহিয়াছে। ইহা স্বাভাবিক ভাবেই ব্রহ্মচর্য্যের উপচায়ক, আবার ব্রহ্মচর্য্যও স্বাভাবিক ভাবেই সাধন-শক্তির পরিবর্দ্ধক। আমার দেওয়া সাধন তোমাদিগকে গৃহি-জীবনেই আশ্রমবাসী করিবার প্রয়াসে যত্নশীল। অর্থাৎ সাধন করিয়াই যাইতে থাকিলে তোমার গৃহ আপনা আপনি দেবমন্দিরের পবিত্রতা পাইবে। তাহার শুভফল প্রত্যক্ষ ভাবে পাইবে তোমার পুত্রকন্যাগণ, পরোক্ষ ভাবে পাইবে প্রতিবেশীগণ। অতীতে কি ভুল করে করিয়াছ, তাহা নিয়া আর মাথা ঘামাইও না। যাহা ঘটিবার অতীতেই ঘটিয়াছে। তাহাকে স্মৃতিপথে নিরন্তর জাগরূক রাখিয়া লাভ কি? তবে অতীতের শিক্ষাকে ভুলিও না। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮২)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। বিভিন্ন মহাজন একই বিষয়ে বিভিন্ন রকমের মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই বিভিন্নতার প্রধান কারণ হয়ত উপদিষ্ট আধারের প্রকৃতির বা যোগ্যতার বিভিন্নতা। নতুবা প্রায় সকল মহাজনেরই আসল কথাটা এক।

স্বপ্ন-দীক্ষাও দীক্ষা এবং প্রণব-জপে কোনো মানুষেরই কোনো বাধা থাকা উচিত নহে, ইহা আমার সুদৃঢ় মত। যাঁহারা আমার

মতকে সত্য বলিয়া মনে করেন না, তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই এই যুক্তিতে যে, তাঁহারা ভিন্ন প্রকৃতির মানুষের জন্য অন্যতর বা বিরুদ্ধ মতদান করিতেছেন। পিপাসা যাহার, তাহার রুচি বুঝিয়াই ইঁহারা পানীয় পরিবেশন করিতে চাহিতেছেন বলিয়া বলা যাইতে পারে। প্রণব-মন্ত্র যাঁহারা জপ করিতেছেন, তাঁহাদের অন্য মন্ত্র জপের আবশ্যকতা নাই, ইহা আমার দৃঢ় প্রত্যয়। কারণ, প্রণব সর্ব্বমন্ত্রের সমন্বয়, সমাহার, সন্মতি ও মূল আধার। প্রণবেই সকল মন্ত্র নিহিত এবং প্রণব হইতেই সকল মন্ত্রের উৎপত্তি, ইহা আমার নিজের চূড়ান্ত বিশ্বাস। কিন্তু অপরে ইহা না মানিলে তাঁহাকে মানাইবার জন্য ক্ষুরধার যুক্তি বা খরধার অসি ধারণে আমার সম্যক্ অরুচি এবং দারুণ অনাসক্তি। সুতরাং আমি ত অবশ্যই বলিব যে, বহুমন্ত্র জপ নিরর্থক, একটীতেই লাগিয়া থাক। আমার একটা প্রচলিত প্রবচন আছে,—"জপের শত্রু বহু মন্ত্র।"

কীর্ত্তনের মন্ত্র মূল জপনীয় মন্ত্রের স্মারক, অনুকূল, প্রতিপোষক বা পরিপূরক হওয়া সঙ্গত। এজন্য আমরা কীর্ত্তন করি,—"হরিওঁ", যাহার মানে হইতেছে "ঈশ্বর আছেন।" * * * ইতি—আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৩)

হরিওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, তোমরা সকলে আমার প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস জানিও।

তোমরা প্রণামী রূপে যে টাকা দেও, তাহার আমি যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিতে চেষ্টা পাইয়া থাকি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কোনও টাকা আমাকে পাঠানোর প্রয়োজন নাই। পৃথিবীতে আমার প্রয়োজনীয় বস্তু অতি অল্পই আছে। সেই সামান্য প্রয়োজনের দাবী অধিকাংশ সময়ে আপনা আপনিই মিটিয়া যায়। তোমরা যে যাহা পার, জগতের কল্যাণ-কল্পেই যেন দান কর এবং দানের যোগ্য পাত্রেরা তোমাদের গৃহকোণেই ত বাস করিতেছে। গুরুকে সর্ব্বজীবে দর্শন কর এবং জীবসেবার মধ্য দিয়া গুরুসেবা করিতে চেষ্টা কর।

আমার অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া টাকা পাঠাইয়াছ, ইহা তোমার প্রেমিক স্বভাবের পরিচায়ক। কিন্তু টাকা লওয়া ও প্রাপ্তিস্বীকার জানান আমার পক্ষে এক কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপার। যে-কোনও স্থানে যে-কোনও ভাবে পরোপকার করিলে সেই উপকার আমিই পাইয়া থাকি। সুতরাং তোমরা স্থানীয় লোকের দুঃখ-বিদূরণের জন্য অর্থ ব্যয় করিলে তাহাতেও আমারই উপকার হয়। সকল স্থানের প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ স্থানের মানুষের নৈতিক, আর্থিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি-সাধনের জন্য চেষ্টাশীল হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা আমি, তুমি ও সকলে লাভবান্ হইতে পারি। যে লাভে সকলের লাভ, তাহার দিকেই ত আমাদের সকলের দৃষ্টি পড়া উচিত। জনকল্যাণকে কদাচ সাম্প্রদায়িক, সাংঘিক বা ব্যক্তিগত লাভের দৃষ্টি দিয়া বিচার করা উচিত নহে। আমরা একজনেও যেন কেবল নিজের জন্য না বাঁচি, নিজ জাতি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের জন্য না বাঁচি, আমরা যেন প্রতিজনে নিখিল

জগতের সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয়, সকল চেনা-জানা ও সকল অচেনা-অপরিচিতের জন্যও বাঁচি,—ইহাই আমাদের জীবন-লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

(৮৪)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪
২৪ অগ্রহায়ণ, শনিবার, ১৩৮৪
(১০ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়েষু :—

স্নেহের বাবা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

আমি উপাসনা-প্রণালীতে ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছি যে, একদা বিবাহ, শ্রাদ্ধ, অন্নারম্ভ, চান্দ্রায়ন, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ও অন্যান্য মাঙ্গল্যকার্য্য একমাত্র সমবেত উপাসনা দ্বারাই হইবে। সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ ফলিতে দেখা যাইতেছে। ইহার অধিক লিপ্ততা এই ব্যাপারে আমার নাই। সুতরাং প্রত্যেকটা ব্যাপারের আনুষ্ঠানিক প্রথা সম্পর্কে এখনো আমার হস্তক্ষেপের সময় আসিয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে না।.......যাহা হইবার, স্বভাবের পথেই হইবে। আমি বিপ্লবী কিন্তু চণ্ড-বিপ্লবী নহি,—আমি স্বভাব-বিপ্লবী। ওঙ্কার, উপাসনা-প্রণালী, অখণ্ড-স্তোত্র, হরিওঁ কীর্ত্তন, সমবেত উপাসনা, ইহাদের কোনোটাই আমার নিকটে চেষ্টার ফলে আসে নাই।

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad

আসিয়াছে স্বভাবের পথে আপনা আপনি। আমার কীর্ত্তন-পরিক্রমা কল্পনা নয়, পুরুষব্যাপী সাধনার ইঙ্গিত প্রভৃতি কিছুই চেষ্টার ফলে আসে নাই, গ্রন্থপাঠ, সাধুসঙ্গ বা অন্যের উপদেশের ফলে আসে নাই। আসিয়াছে অনায়াসে। সুতরাং ভবিষ্যতে আরও কি আসিবে, তাহার জন্য স্বভাবের দিকে তাকাও। * * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(৮৫)

হরি ওঁ

গুরুধাম, কলিকাতা-৫৪

২৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ১৩৮৪

(১১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭)

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা—, প্রাণভরা স্নেহ ও আশিস নিও।

সর্ব্বদা মঙ্গলময় নামে মন রাখিও। সর্ব্বকার্য্য ঈশ্বর-সমর্পিত-চিত্ত হইয়া করিও। নিজের সংসারকে ভগবানের সংসার জ্ঞান করিয়া চলিতে চেষ্টা করিও। অসহায় মুহূর্ত্তেই শুধু নহে, অনুকূল অবস্থাতেও নিজেকে তাঁহার চরণাশ্রিত বলিয়া জ্ঞান করিও। তাঁহার চরণে জ্ঞান, বুদ্ধি, সৎপ্রবৃত্তি, ত্যাগশীলতা, সততা ও সদ্রুচি নিয়ত প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা কেবল নিজের মঙ্গলের জন্যই করিও না, জগতের সকলের সর্ব্ববিধ কুশল কামনা করিও। সংসারে থাকিয়াও নিজেকে জগন্ময় পরমপ্রভুরই একান্ত সেবিকা বলিয়া গণনা করিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)

Collected by Mukherjee TK, Dhanbad